NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ওয়েব কাস্টিং না হলে রি-পোল, ড্রোনে নজরদারি, ভোটে কড়া নজর

কামারহাটির মানুষ পরিবর্তন চাইছে: মানস মুখোপাধ্যায় ২

কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৬ ৩ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.03.2026, Vol.19, Issue No. 274, 8 Pages, Price 3.00

মধ্যরাতে মুখ্যসচিব-স্বরাষ্ট্রসচিব, দিন গড়াতেই রদবদল পুলিশে

আমলা অপসারণে তৃণমূলের প্রতিবাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: বিধানসভা ভোট ঘোষণার পরপরই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে বড়সড় রদবদল ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করলেন তৃণমূল কংগ্রেস-এর সাংসদরা।

নির্বাচন ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে দায়িত্ব থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয় জাতীয় নির্বাচন কমিশন। পরে পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ পদেও একাধিক পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে রাজ্যসভায় বিষয়টি উত্থাপন করেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, 'গভীর রাতে হঠাৎ করে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে এভাবে বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত প্রশ্নের।' তাঁর দাবি, কমিশনের ক্ষমতা থাকলেও সময় ও পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে সোমবার এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন। তাতে কমিশনকে কটাক্ষ করে তাঁর অভিযোগ, 'ক্ষমতার সবরকম অপব্যবহার করছে নির্বাচন কমিশন। ধরুন আমি একটা সাদা শার্ট পরেছি। কিন্তু কমিশন নিজের ক্ষমতাবলে তাকে নীল শার্ট বলে দাবি করবে। মাঝরাতে যেভাবে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তা নজিরবিহীন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপের বিরোধিতায় আমরা, তৃণমূল সাংসদরা আজ রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করছি।'

নতুন দায়িত্বে পীযূষ, সুপ্রতিমরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য এবং কলকাতা পুলিশের উচ্চ স্তরে রদবদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের ডিজি, কলকাতা পুলিশ কমিশনার, ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদে থাকা আধিকারিকদের সরিয়ে দেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অপসারিত পুলিশ আধিকারিকদের নতুন পদে দায়িত্ব দিল নবান্ন।

পীযূষ পাণ্ডেকে ডিজি (নিরাপত্তা অধিকর্তা) করা হয়েছে। এত দিন তিনি ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি। কমিশনের নির্দেশে তাঁকে সরিয়ে নতুন ভারপ্রাপ্ত ডিজি করা হয়েছে সিদ্ধনাথ গুপ্তাকে। এ ছাড়াও, কলকাতার পুলিশ কমিশনার (সিপি) সুপ্রতিম সরকারকেও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে অজয়কুমার নন্দকে। অপসারিত সুপ্রতিমকে রাজ্যের এডিজি (সিআইডি) করা হয়েছে। তাঁকে কলকাতার এডিজি (আইবি) হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়াও, রাজ্য পুলিশের ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও পরিবর্তন করে কমিশন। ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে ছিলেন বিনীত গোয়েল। তাঁকে সরিয়ে নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে অজয় মুকুন্দ রানাডেকে। সেই বিনীতকে রাজ্য আইবি-র ডিজি করল কমিশন। ডিজি (কারা) করা হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবুকে। পীযূষকে যে দায়িত্বে আনা হয়েছে এত দিন সেই পদে ছিলেন মনোজ বর্মা। তাঁকে এডিজি (অতিরিক্ত নিরাপত্তা অধিকর্তা) করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্যের এডিজি (সিআইডি) পদে থাকা লক্ষ্মীনারায়ণ মীনাকে এডিজি (কারা) হয়েছে। সকালেই কমিশন জানিয়ে দিয়েছিল, যে আধিকারিকদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভোট সংক্রান্ত কোনও পদে নিয়োগ করা যাবে না। সেই মতো দুপুরে সুপ্রতিমদের নতুন পদে দায়িত্ব দিল কমিশন।

ঝুলে থাকা প্রায় ৪০ লক্ষ ভোটারে তৎপর কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই ভোটার তালিকার ঝুলে থাকা নাম নিষ্পত্তিতে গতি বাড়িয়েছে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' তালিকায় থাকা বিপুল সংখ্যক আবেদন খতিয়ে দেখা হচ্ছে দ্রুততার সঙ্গে। প্রতিদিন প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ নামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে বলে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন-এর আধিকারিকেরা।

সোমবার পর্যন্ত কত জনের তথ্য নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে, তা জানিয়ে দিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দপ্তর। সেই সংখ্যাটা হল প্রায় ২০ লক্ষ। নিষ্পত্তির কাজে নিযুক্ত রয়েছেন ৭০৫ জন বিচারপতি। কমিশন জানিয়েছে, তারা চাইছে বিবেচনাধীনের তালিকায় থাকা বাকি ভোটারদের তথ্যের নিষ্পত্তি দ্রুত হোক। ছয়-সাত দিনের মধ্যে বিবেচনাধীন প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে ৬৩ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের কেউ মৃত, কেউ স্থানান্তরিত, কেউ গরহাজির, কারও অন্য জায়গায় নাম রয়েছে। আরও ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জনের নাম 'অ্যাডজুডিকেশন' বা 'বিবেচনাধীন'। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই বিবেচনাধীন ভোটারদের নথি রাজ্যে খতিয়ে দেখছেন এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত ৭০৫ জন বিচারক। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল। তিনি জানান, সোমবার পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্যের নিষ্পত্তি হবে।

বর্তমানে এই তালিকায় প্রায় ৬০ লক্ষ আবেদন ছিল। এর মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় ২০ লক্ষ নামের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ছবি: অদিতি সাহা

'আবার দেখা হবে নবান্নে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরদিনই রাজপথে নেমে রাজনৈতিক বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন তিনি। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ও রান্নার গ্যাসের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে সভা মঞ্চ থেকেও ধারালো আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী।

মিছিলে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী ও তৃণমূল নেতৃত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা কর্মী-সমর্থকদের ভিড় দেখা যায়। পরে ধর্মতলায় সভা করে নির্বাচনী রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ তুলে ধরেন তৃণমূল নেত্রী।

গ্যাস সরবরাহ নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'চালাকি করে গ্যাসের সার্ভার বন্ধ করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা হচ্ছে। মানুষকে গ্যাস দিন, বেলুন নয়। মানুষের প্রয়োজন মেটান, সভা ভরাতে টাকা খরচ করে লাভ নেই।'

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

চ্যালেঞ্জ প্রত্যয়ী মমতার

তাঁর কথায়, 'আবার দেখা হবে। নবান্নে দেখা হবে। কত আক্রমণ, কত বদলা নিতে পারেন, দেখে নেব।' একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, 'এবার তৃণমূলের আসন আরও বাড়বে। বাংলার মানুষই জিতবে।'

প্রশাসনের শীর্ষস্তরে সাম্প্রতিক রদবদল নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। নন্দিনী চক্রবর্তীর অপসারণ প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'যাঁকেই দায়িত্বে আনা হোক, শেষ পর্যন্ত অফিসাররা মানুষের স্বার্থেই কাজ করবেন।' গভীর রাতে মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদলি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বদলি করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক পুলিশকর্তাকে। যা নিয়ে চরম ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যুতে একযোগে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে একহাত নিয়ে তৃণমূল নেত্রীর মন্তব্য, 'কাউকে কাজে লাগিয়ে ছুপারুস্তমের মতো গুপ্ততাণ্ডব করছে।' শুধু তাই নয়, কমিশনকে মহিলা এবং বাঙালি বিদ্বেষী বলেও তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কমিশনকে একহাত নিয়ে মমতা বলেন, 'বাঙালি মহিলা চিফ সেক্রেটারিকে বদলে দিয়েছেন। একজন মহিলাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলেন।' শুধু বাঙালি নয়, অবাঙালিদেরও বাদ দেওয়া হয়েছে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। এই বিষয়ে উদাহরণ হিসাবে পীযূষ পাণ্ডের নাম তুলে ধরেন তিনি। এমনকী এহেন রদবদল নিয়ে রাজ্যকে একবারও জিজ্ঞাস করা হয়নি বলেও তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এরপরেই মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, 'যাঁকেই পাঠান, তাঁরা আমাদের হয়ে কাজ করবেন। মানুষের হয়ে কাজ করবেন।'

দলত্যাগী আরাবুল

■ তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন জীবন শুরু করছেন আরাবুল ইসলাম! সোমবার ফুরফুরা শরিফ থেকে এই ঘোষণা করলেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। শাসকদলের নামে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি জানান, যে দলের জন্য তিনি প্রাণপাত করেছেন, সেই দল তাকে পদে পদে অপমান করেছে।

আগুনে মৃত ১০

■ ওডিশার কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড। আগুনে মৃত্যু হয়েছে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন অন্তত ১০ জন রোগীর। উদ্ধারকাজে চালাতে গিয়ে আগুনে ঝলসে গিয়েছে হাসপাতালের বেশ কয়েকজন কর্মীও। ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তিনিই মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। মৃতদের পরিবারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মোহন। ওডিশার ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি।

-বিস্তারিত দেশের পাতায়

ইডির অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। আগামী মাস অর্থাৎ এপ্রিলেই বাংলায় দু'দফায় নির্বাচন হবে। এর মধ্যেই বাংলায় ফের তল্লাশি অভিযানে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অবৈধ কলসেন্টার এবং আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মামলায় সোমবার কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। এমনকী উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গাতেও এই মামলাতেই এদিন সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চলছে বলে খবর।

ভোট-হিংসায় যুক্ত 'দাগি' পুলিশের তালিকা তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গে বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরেই নজিরবিহীনভাবে পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। রাতারাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব-সহ পুলিশের একাধিক শীর্ষকর্তাকে। এবার ২০২১ এবং ২০২৪ এর ভোট পরবর্তী হিংসায় যুক্ত 'দাগি' পুলিশ আধিকারিকদের তালিকা চাইল নির্বাচন কমিশন। সোমবার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যেই সেই তালিকা রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কমিশনারদের জমা দিতে হবে বলে জানানো হয়।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরেই একাধিক এলাকায় হিংসার অভিযোগ উঠেছিল। এমনকী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের পরেও একই অভিযোগ ওঠে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সমস্ত হিংসাকবলিত এলাকায় থাকা থানাগুলিতে কারা ওসি ছিলেন সেই সমস্ত বিস্তারিত তালিকা রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে ফের একবার চেয়ে পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এবার ভবানীপুরে যুদ্ধ মমতা বনাম শুভেন্দুর

১৪৪ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর দ্রুত নির্বাচনী ময়দানে নামল বিজেপি। মাত্র এক দিনের মধ্যেই ১৪৪টি আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করল দল। ঘোষিত তালিকায় সবচেয়ে আলোচিত নাম বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁকে একসঙ্গে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, এই দুই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করা হয়েছে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু। এবারও সেই কেন্দ্র থেকে তাঁর প্রার্থী পদ বজায় রাখার পাশাপাশি ভবানীপুরেও তাঁকে নামানোয় নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। কারণ, নন্দীগ্রামে পরাজয়ের পর উপনির্বাচনে ভবানীপুর থেকেই বিধায়ক হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে দুই নেতার মুখোমুখি লড়াই আবারও আলোচনার কেন্দ্রে।

দলের আরও এক উল্লেখযোগ্য প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। তাঁকে আবারও খড়গপুর সদর আসন থেকে লড়াইয়ে নামানো হয়েছে। এছাড়া প্রার্থীতালিকায় জায়গা পেয়েছেন অগ্নিমিত্রা পল, রুদ্রনীল ঘোষ, অশোক দিন্দা, জিতেন্দ্র তিওয়ারি-সহ একাধিক পরিচিত মুখ।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করে বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, এবারের নির্বাচনে তারা সংগঠনকে শক্তিশালী করেই লড়াইয়ে নামছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রথম দফাতেই এত বড় তালিকা প্রকাশ করে ভোটের প্রস্তুতিতে এগিয়ে থাকার ইঙ্গিত দিল গেরুয়া শিবির। হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে অভিনেতা-রাজনীতিক রুদ্রনীল ঘোষ। বরাহনগরের বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষ। হাওড়া উত্তরে প্রার্থী উমেশ রাই।

বিজেপি সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল যে, বর্তমান বিজেপি বিধায়কদের অধিকাংশই এ বার টিকিট পাবেন। সেই অনুযায়ী প্রথম দফার প্রার্থী তালিকায় চেনা মুখেরই আধিক্য দেখা গিয়েছে। তবে বালুরঘাট কেন্দ্রে প্রার্থী করা হল না বর্তমান বিধায়ক অশোক লাহিড়ীকে।

বাংলা কবিতার ঝুলিতে সাহিত্য আকাদেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ধারার কবি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এ বছরের সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন। তাঁর কাব্যসংকলন 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের জন্য এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার দেশের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকর্মের জন্য মোট ২৪টি ভাষায় পুরস্কারপ্রাপকদের নাম ঘোষণা করে সাহিত্য অ্যাকাদেমি।

সত্তরের দশক থেকে বাংলা কবিতায় নিজস্ব কণ্ঠস্বর তৈরি করেছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'বালি ও তরমুজ' প্রকাশের পর থেকেই কবিতাপ্রেমী পাঠকমহলে বিশেষ সাড়া পড়ে। পরে 'উত্তর কলকাতার কবিতা' তাঁকে আলাদা মর্যাদা এনে দেয়। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'উন্মেষ

গোধূলি', 'বঙ্গীয় চতুর্দশপদী', 'আনন্দভিখিরি' এবং 'অভিসময় কালী'।

পুরস্কারের খবর প্রকাশ্যে আসার পর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কবি বলেন, 'এই স্বীকৃতি কীভাবে এল, সত্যিই বুঝতে পারছি না। তবে ভালো লাগছে। আমি তো মূলত নিজের লেখালেখি নিয়েই থাকি।' তিনি আরও জানান, বর্তমানে অপ্রকাশিত ও ছড়িয়ে থাকা পুরনো কবিতাগুলিকে একত্র করে নতুনভাবে সাজানোর কাজে ব্যস্ত রয়েছেন।

ডিজি সিদ্ধিনাথ, নয়া সিপি অজয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও বদলে দিল নির্বাচন কমিশন। ডিজিপি পদ থেকে পীযূষ পাণ্ডেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর জায়গায় রাজ্যের নতুন ডিজিপি হচ্ছেন সিদ্ধনাথ গুপ্তা। তিনি ১৯৯২ ব্যাচের আইপিএস। ডিজি (ভারপ্রাপ্ত) পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়া, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সুপ্রতিম সরকারকে সরিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে আইপিএস অফিসার অজয় নন্দকে।

রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও পরিবর্তন করা হয়েছে। এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে ছিলেন বিনীত গোয়েল। তাঁকে সরিয়ে নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে অজয় মুকুন্দ রানাডেকে। তিনি ১৯৯৫ ব্যাচের আইপিএস। ডিজি (কারা) পদে নিয়োগ করা হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবুকে। তিনি একসময়। ছিলেন কলকাতা পুলিশেও। এর আগে পশ্চিমবঙ্গ এসটিএফ-এর প্রথম আইজি নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

রবিবার বিকেলেই দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের দিন ঘোষণা করেন। ভোটঘোষণার ঠিক পরেই রাজ্য প্রশাসনে রদবদল করা হচ্ছে। রাজ্যের ভোট ঘোষণা করার পরেই জ্ঞানেশ জানিয়েছিলেন, দফা কমানো হলেও পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, শান্তিপূর্ণ, হিংসামুক্ত নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশন বদ্ধপরিকর। সূত্রের খবর, সেই লক্ষ্যেই রাজ্য প্রশাসনে রদবদল করা হচ্ছে। বদলে দেওয়া হচ্ছে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তাদের।

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। যখন মধ্যরাতে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদলের নোটিফিকেশন জারি হল, তখনই মিলেছিল আভাস।

১৯৯১ ব্যাচের আইপিএস। রবিবার রাতে রাজ্যের মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেয় কমিশন। তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয় দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে। সরানো হয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মীনাকেও। নতুন স্বরাষ্ট্রসচিব করা হয়েছে সংঘমিত্রা ঘোষকে। তার পর সোমবার সকালে আরও রদবদলের ঘোষণা করা হয়।

সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যে এই আধিকারিকদের কাজে যোগদানের সম্মতিসূচক রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলে কমিশন। যে আধিকারিকদের পদ থেকে সরানো হল, নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের ভোট সংক্রান্ত কোনও পদে নিয়োগ করা যাবে না।

কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার অজয় ১৯৯৬ ব্যাচের আইপিএস। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ছিলেন তিনি। মাওবাদী দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর। আসানসোল-দুর্গাপুরের কমিশনার হিসাবেও কাজ করেছেন

নগরপালের প্রতিশ্রুতি

■ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো সোমবার দুপুরেই লালবাজারে গিয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। তার পরেই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার নন্দের প্রতিশ্রুতি, 'প্রত্যেক বারের মতোই অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হবে।' শুধু নির্বাচন নিয়ে নয়, কলকাতার পুলিশ বাহিনীকেও তিনি বার্তা দেন। তাঁর কথায়, 'আমি ব্যর্থ হতে পারি না।' এদিন দায়িত্ব নিয়েই লালবাজার থেকে তিনি সোজা চলে যান ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচি ছিল। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিলের পর ধর্মতলায় সভা করেন তিনি। সেই সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ডোরিনা ক্রসিংয়ে যান নতুন সিপি।

যাদবপুরে বিকাশরঞ্জন, নবীন-প্রবীণে ভারসাম্য

১৯২ আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরেই দ্রুত রাজনৈতিক প্রস্তুতি শুরু করল বামফ্রন্ট। সোমবার আলিমুদ্দিনে সাংবাদিক বৈঠক করে একসঙ্গে ১৯২টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়। তালিকায় তরুণ নেতৃত্বের পাশাপাশি বেশ কিছু পরিচিত মুখকেও জায়গা দিয়েছে বাম শিবির।

ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত ও ধ্রুবজ্যোতি সাহার মতো যুব নেতারা। যাদবপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য-কে। অন্যদিকে কালীগঞ্জে প্রার্থী হয়েছেন রাজনৈতিক হিংসায় নিহত তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন। তালিকায় মোট ২৮ জন মহিলা প্রার্থীও রয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বোস বলেন, 'মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও দুর্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করতেই এবারের নির্বাচনে নামছে বামপন্থী শক্তি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠিতভাবে প্রচার চালানো হবে।' তিনি আরও বলেন, 'ধর্ম, ভাষা বা জাতের ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করার রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা সরব হব। মানুষের ঐক্য গড়ে তুলেই এই নির্বাচনী লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা আসনগুলিতে প্রার্থী ঘোষণা করে বামফ্রন্ট স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, আসন্ন নির্বাচনে সংগঠনকে নতুন করে শক্তিশালী করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Md. Samim Uddin S/o. Md. Sultan Uddin ও Samimuddin Mullick S/o. S. Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১২/০৩/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৮৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabibabu Gupta S/o. Baban Prasad Gupta ও Rabi Gupta S/o. B. Gupta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৮৬২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajoy Majumdar (old name) S/o. Mrityunjoy Mazumder, R/o. Near Chatradal Club, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Ajoy Majumdar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ajoy Mazumder (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Ajoy Mazumder & Ajoy Majumdar S/o. Mrityunjoy Mazumder, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা হুগলী জিলাস্থ পান্ডুয়া থানার অধীন জামগ্রাম গ্রামে অবস্থিত **শ্রীশ্রী ঈশ্বর লক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউ এষ্টেটের** যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য আগামী **ইং-১০ই মে ২০২৬, রবিবার বাংলার ২৬শে বৈশাখ ১৪৩৩ সাল দুপুর ৩ ঘটিকায়** এষ্টেটের বৈঠকখানায় সমস্ত সেবায়েতগণকে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে মনোনীত সেবায়েতগণদ্বারা পরিচালন কমিটি গঠন করার জন্য দিন স্থির করা হইয়াছে। উক্ত দিবসে সমস্ত সেবায়েতগণের উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

আদেশানুসারে
সমীর কুমার চক্রবর্ত্তী (এ্যাডভোকেট)
ভারপ্রাপ্ত রিসিভার, ৯৪৬১১৫৮৯১৮

NOTICE

My clients **Kanak Mukherjee** W/O Tapan Mukherjee D/O Late Santosh Chakraborty residing at parthopur P.O.Natagarh, P.S. Ghola, dist- North 24 Parganas, Kolkata 700113 That my clients Ka Kanak Mukherjee has purchased a plot of land, Mouza Natagarh, J.L.NO-15,RE.SA.No. 101, touzi No.155, R.S.Khatian No. 569 R.S Dag No. 1341 ,plot measuring area 01 Kh. 08 ch, being deed No.P2906 dated 11.07.1993 from Ratna Chandra Das appointed power of attorney. That the power of attorney being no 104/2014 dated -22/01/2014 has been registered before the A.D.S.R. Barackpore. If any body to Complain, Suspect any wrong about power of attorney Please contact to concern B.L & LRO-BKP-II, North.24 Pargana chs within 30 days from bb Published the notice. Otherwise Law will go own Force.

I, **Sri Subal Dutta,** S/O Late Debdas Dutta & Late Ashalata Dutta my younger brother's name **Subodh Dutta** S/O Late Debdas Dutta & Late Ashalata Dutta, residing at Sukanta Nagar, Kalyan Nagar, Pansila, Kolkata-700112, West Bengal, hereby declare that my younger brother (**Subodh Dutta**) died intestate on 21.07.2006 leaving behind him. **Subal Dutta** elder brother (Declarant) and there is none except me. That our parents are not alive. That during life time my said deceased brother name **Subodh Dutta** was unmarried. It is declared through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpore, dt. 12.11.2025.

বিজ্ঞপ্তি

ইন দি কোর্ট অফ সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) ১ম কোর্ট, হুগলী
টি.এস নং-২৫০/২০২২
জগন্নাথ কুন্ডু দীগর
বনাম
নবী রসুল আনসারী দীং

এতদ্বারা **শতভিষা চ্যাটার্জ্জী**, পিতা-৺পুস্কর চ্যাটার্জ্জী, দাসপাড়া লেন, কামারপাড়া, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী ও **নন্দিতা চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী- ৺পুস্কর চ্যাটার্জ্জী, শ্যামবাবুর ঘাট, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী কে জানাইতেছি যে, বাদী **জগন্নাথ কুন্ডু** দীং এই মোকর্দ্দমা করেছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিষয়ে আপনাদের আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানি হবে।

তপশীল

মৌজা-হুগলী, ওয়ার্ড নং-১৪, হোল্ডিং নং-৬/৪, মহল্ল্যা সুজন বাগান, আর.এস খতিয়ান নং-১৫৮২, দাগ-৪০৫৩, হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১টি দোকান ঘর, রেলিং শাটারসহ যা পূর্ব পশ্চিমে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি, উত্তর দক্ষিণে ১২ ফুট, থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
মৈত্রেয়ী দাস মাইতি (এ্যাডভোকেট)
অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিয়ার ডিভিশন) ১ম কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলদয় ১) রত্না চক্রবর্তী, স্বামী- বিমল কান্তি চক্রবর্তী ২) বিমল কান্তি চক্রবর্তী, পিতা- সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী উভয়েই বিগত ইংরাজী ২১/০১/২০১০ তারিখে D.S.R-II অফিসে ০০০৭৫ নং আমমোক্তার দলিল মূলে মৌজা- ন' পাড়া, জে. এল.-৮৩, এল. আর. দাগ- ১০৪০, এল. আর. খতিয়ান- ৮০৪, ১৯৬১ ও ৫১৬ ভুক্ত। উভয়েই মিলে মোট ০.০৭১৮ শতক জমি ক্রয় করি। যাহার দলিল নং ৫৩২৯ ও ৫৩৩২ নং, ডি. এস. আর.- ২ অফিসে রেজিস্ট্রি কৃত। উক্ত বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকিলে বারাসাত-১ B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Tanay Krishna Ghosh
Advt.
WB/258/1920/2016
Barasat Judges Court

নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার অন্যতম মক্কেল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০২ কাঠা কমবেশি-৫ (পাঁচ) ডেসিমেল থেকে, অবস্থিত মৌজা-এলাচি, জেএল নং ৭০, তৌজি নং ৩, ৪, এবং ৫, আরএস নং ২২৩, পরগনা-মাগুরা, আরএস দাগ নং ৪৫০, এলআর দাগ নং ৫৩৭, সাবেক খতিয়ান নং ১০২, হাল খতিয়ান নং ৫৯২, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, থানা পূর্বতন সোনারপুর, বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালিক নাম শ্রীমতি অর্চ্চনা সরদার (জমির এরিয়া ০১ কাঠা ০৮ ছটাক) এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা হালদার (জমির এরিয়া ০৮ ছটাক) এদের কাছ থেকে ক্রয় করতে আগ্রহী। উক্ত সম্পত্তি মূলত জনৈক কার্তিক চন্দ্র চৌধুরী (প্রয়াত), এর মালিকানাধীন ছিল যিনি ক্রয় করেন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৫(পাঁচ) ডেসিমেল কমবেশি , অবস্থিত মৌজা- এলাচি, জেএল নং ৭০, তৌজি নং ৩, ৪, ৫, আরএস নং ২২৩, পরগনা-মাগুরা, আরএস দাগ নং ৪৫০, এলআর দাগ নং ৫৩৭, সাবেক খতিয়ান নং ১০২, হাল খতিয়ান নং ৫৯২, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, থানা : পূর্বতন সোনারপুর বর্তমানে নরেন্দ্রপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বিক্রয় দলিল ১৫.০৭.১৯৮১, রেজিস্ট্রিকৃত ডিআরও -আলিপুর, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২৬৯, পৃষ্ঠা ১৭১ থেকে ১৭৪, দলিল নং ৮৩১৯ -১৯৮১ সালের অনুযায়ী পূর্বতন মালিকের নাম শ্রী তারাশঙ্কর দত্ত এর কাছ থেকে। কার্তিক চন্দ্র দত্ত এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী প্রমিলা চৌধুরী এবং তিন বিবাহিত কন্যা নাম শ্রীমতি কৃষ্ণা হালদার, শ্রীমতি অর্চ্চনা সরদার এবং শ্রীমতি আলপনা চৌধুরী সংশ্লিষ্ট অবিভক্ত সম্পত্তি যা কার্তিক চন্দ্র দত্ত রেখে যান তার উত্তরাধিকারী হন। পরবর্তীতে প্রমিলা চৌধুরী এবং অন্যান্যগণ সহমতের মাধ্যমে জমির অংশ ভাগবন্টন করে নেন উক্ত জমি সম্পত্তি দুই ভাগে (অত্র মানচিত্র/প্ল্যান সংযুক্ত) প্রতিটির পরিমাপ ০১ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি পার্টিশন দলিল ২৮.০২.২০০০ অনুযায়ী , রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও - সোনারপুর, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৬৮, পৃষ্ঠা ১৮৯ থেকে ১৯৬, দলিল নং ৪০১২-২০০০ সালের। উক্ত পার্টিশন দলিল অনুসারে উক্ত প্রমিলা চৌধুরী, শ্রীমতি কৃষ্ণা হালদার এবং শ্রীমতি আলপনা চৌধুরী (যৌথভাবে) উল্লেখ্য প্রথম পক্ষ বন্টন করেন জমির এরিয়া ০১ কাঠা ০৮ ছটাক এবং শ্রীমতি অর্চ্চনা সরদার (এককভাবে), উল্লেখ্য দ্বিতীয় পক্ষ বন্টন করেন জমির এরিয়া ০১ কাঠা ০৮ ছটাক দক্ষিণ অংশে মোট জমির এরিয়া ৫(পাঁচ ডেসিমেল)।

উক্ত ঘটনা অনুযায়ী আমার মক্কেলের জ্ঞান মতে ঘোষণা করছেন যে, সাধারণ নোটিশ অনুযায়ী কারও কোনও দাবি উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকলে নোটিশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকট জানাতে পারেন অন্যথায় পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সকল দায়মুক্ত হিসেবে কোনও ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট (বন্ধকী উদ্দেশ্যে) বা আমার মক্কেল ভবিষ্যতে কোনও দাবি গ্রাহ্য করবেন না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী
এমএ, এলএলবি (অ্যাডভোকেট)
আলিপুর এবং বারুইপুর সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট, কলকাতা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১) শ্রীমত্যা শিখা সুর রায়,** স্বামী ৺স্বপন কুমার সুর রায়, **২)শ্রীমতী শিপ্রা ঘোষ,** স্বামী পরাগ রঞ্জন ঘোষ, **৩)শ্রী মানব রায়,** পিতা ৺শক্তিপদ রায়, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01678/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **৪)শ্রী স্বপন কুমার হাজরা,** পিতা ৺সুবল চন্দ্র হাজরা, **৫)শ্রী তরুন হাজরা,** পিতা ৺সুবল চন্দ্র হাজরা, **৬)শ্রীমত্যা বেলা রায় ওরফে বেলা হাজরা,** স্বামী ৺বিজন কুমার রায়, মহাশয়/মহাশয়গণ বিগত ইং ১৫/১০/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03019/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **৭)শ্রী বিমলেন্দু দে, ৮)শ্রী কমলেন্দু দে, ৯)শ্রী গৌতম দে,** ৭-৯ নং পিতা ৺নবকুমার দে, **১০)শ্রীমতী বন্দনা ঘোষাল,** স্বামী ৺তারক ঘোষাল, মহাশয়/মহাশয়গণ বিগত ইং ০৮/১২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03616/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেলদ্বয়- **১)শ্রী গৌতম শেঠ** পিতা ৺শশধর শেঠ, সাকিম বক্সি বেড়, যদুনাথ পালিত রোড, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬ ও **২)শ্রী বাপীন বিশ্বাস** পিতা ৺বিষ্টু হরি বিশ্বাস, সাকিম ১৬৩/সি.জি.টি. রোড (পশ্চিম) শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় সম্পত্তির অপর শরিকগণ **১১)শ্রীমত্যা বিভাবতী দে,** স্বামী ৺অবনীন্দ্র নাথ দে, **১২)শ্রীমতী সোমা সরকার,** স্বামী অশোক সরকার, **১৩)শ্রী সুনীল কুমার দাস,** পিতা ৺জগবন্ধু দাস, **১৪)শ্রীমতী চৈতালী ঘোষ,** স্বামী শ্রী সুদীপ কুমার ঘোষ, **১৫)শ্রীমতী পম্পা ভট্টাচার্য্য,** স্বামী শ্রী অনিন্দ ভট্টাচার্য্য, **১৬)শ্রী প্রভাস পাড়ুই,** পিতা ৺পরেশনাথ পাড়ুই, **১৭)শ্রীমতী সুমিতা দাস,** স্বামী শ্রী সাধন চন্দ্র দাস, ও **১৮)শ্রীমতী পুষ্পিতা চোংদার,** স্বামী শ্রী পরমানন্দ চোংদার, মহাশয়/মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চন্দননগর, জে. এল. নং- ০১, চন্দননগর মৌজার অন্তর্গত, ৯ নং সীটের, হাল এল.আর. ৩৬৬৬, ৪৩৭২, ৪৩৭৩, ৪৩৭৪, ৪৩৭৫, ৪৩৭৬, ৪৩৭৭, ৪৩৭৮, ৪৩৭৯, ৪৩৮০, ৪৩৮১, ৪৩৮২, ৪৩৮৩, ৪৩৮৪, ৪৩৮৫, ৪৩৮৬, ৪৩৮৭, ৪৩৮৮ ও ৪৩৮৯ নং খতিয়ান হইতে, হাল এল. আর. ৪৪৮ নং দাগে ০.১৫৫১ একর, হাল এল. আর. ৪৬৩ নং দাগে ০.০১৪৪৪ একর, হাল এল. আর. ৪৬৪ নং দাগে ০.০৫১৪৪ একর এবং হাল এল. আর. ৪৬৫ নং দাগে ০.০২৪ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন/করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা অংশ নিজ নিজ নামে নামপত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট খলিসানী, মানকুন্ডু, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন, (উকিলবাবু),**
চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Midnapore
Probate Case No. 46 of 2024

Swapan Kumar Das, S/o Late Gostha Beharai Das, Residing at Vill. – Mirzabazar, P.O. & P.S. Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur, Pin code 721101.......... **petitioner**

এত্দদ্বারা সংশ্লিষ্ট পক্ষগনের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, **শ্রীমত্যা প্রভাবতী সাহু** স্বামী- ৺নকুল চন্দ্র সাহু, সাং- কুমারপাড়া,মির্জ্জাবাজার (বকুলকুঞ্জ), পোস্ট + থানা- মেদিনীপুর, জেলা -পশ্চিম মেদিনীপুর বিগত ইং - ১০.০২.২০০৯ তারিখে সম্পাদিত এবং ১৬.০৩.২০০৯ তারিখ যুক্ত একখন্ড Registry Will তাহার পুত্র **অঞ্জন সাহু** ও কন্যা **নমিতা দাস ও কুমারী অমিতা সাহু** বরাবর করিলে এক্ষনে উক্ত প্রভাবতী সাহুর লোকন্তে দরখাস্তকারী স্বপন কুমার দাস পূর্ব্বোক্ত উইলের Probate প্রার্থনায় দরখাস্তকারী উপরোক্ত নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। তৎসম্পর্কে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে ধার্য্য দিনে আগামী 22/5/26 তারিখে উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে স্বয়ং বা কোনো Advocate মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা আইনানুযায়ী কার্য্য হইবে। ইতি তাং-

SCHEDULE

Dist. Paschim Medinipur, P.S. Midnapur, Kotwali, within Midnapur Municipality at Mouza Mirjabazar, J.L. No. 179 under holding no. 718/536 R.S. Khatian no. 3/50 hal Khatian no. 3/57 recorded as Raiyat R.S. Plot no. 1173 corresponding to L.R. Plot no. 1178 bastu area measuring 0.0490 ac. including Tin shed.

আদেশ অনুসারে
Barun Kr Santra
সেরেস্তাদার
District Delegate, Midnapore

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই মার্চ। ২ রা চৈত্র। মঙ্গল বার। মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে এক পাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ত খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(শ্রী শ্রী যোগদ্যা দবীর জাগরণ । বারুনী স্নান।
শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি।
শ্রী শ্রী মাতা রাজ রাজেশ্বরী পূজা তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ওয়েব কাস্টিং না হলে রি-পোল, ড্রোনে নজরদারি, ভোটে কড়া নজর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নজরদারি আরও কড়া করছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, কোনও বুথে ওয়েব কাস্টিং ব্যাহত হলে সেই ক্ষেত্রে রি-পোলের নির্দেশও দেওয়া হতে পারে। বুথের ভিতর এবং বাইরে সর্বত্র ক্যামেরায় নজরদারি থাকবে এবং প্রতিটি ঘটনা নথিভুক্ত করা হবে।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, এবার ১০০ শতাংশ ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাধারণ বুথে ভিতর ও বাইরে নজরদারি থাকবে, আর স্পর্শকাতর বুথে ৩৬০ ডিগ্রি ক্যামেরা বসানো হবে। তিন স্তরের মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সম্প্রচার পর্যবেক্ষণ করা হবে; রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর, জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তর এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে একযোগে নজরদারি চলবে। কোথাও দীর্ঘ সময়ের জন্য ওয়েব কাস্টিং বন্ধ থাকলে কমিশন সেটিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজন হলে রি-পোলের নির্দেশ দিতে পারে।

এবার প্রথমবার ড্রোনের মাধ্যমেও নজরদারি চালানো হবে। যেখানে পুলিশ পর্যবেক্ষক বা সাধারণ পর্যবেক্ষকরা প্রয়োজন মনে করবেন, সেখানে ড্রোন ব্যবহার করা হবে। একটি ড্রোন প্রায় এক থেকে দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে বলে জানানো হয়েছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উপর নজরদারির জন্য রাজ্য স্তরে একটি সমন্বিত কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের দপ্তরেও পৃথক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থাকবে। এই কেন্দ্রগুলিতে নির্বাচন আধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশ ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিরাও থাকবেন। তথ্য আদানপ্রদান ও সমন্বয়ের মাধ্যমে অবৈধ অর্থ বা সামগ্রী ব্যবহারের উপর নজর রাখা হবে।

কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচন ঘোষণার পর থেকে বিভিন্ন নজরদারি অভিযানে এখনও পর্যন্ত ১১২ কোটিরও বেশি টাকার নগদ ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই কাজে ২৪টি প্রয়োগকারী সংস্থা যৌথভাবে কাজ করছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১৭০০টি ফ্লাইং স্কোয়াড এবং ১৬৮০টি স্ট্যাটিক সার্ভিল্যান্স টিম মোতায়েন রয়েছে। এগুলি চব্বিশ ঘণ্টা তিন শিফটে কাজ করবে।

প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীরা সর্বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নির্বাচনী খরচ করতে পারবেন বলেও কমিশন জানিয়েছে। অবৈধ খরচ বা কালো টাকার ব্যবহার রুখতে কঠোর নজরদারি চালানো হবে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ভোটগ্রহণের আগে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে যাবে এবং বুথের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাদের উপরই থাকবে। বুথের ভিতরে কোনও ধরনের ভয় দেখানো, জাল ভোট বা অনিয়মের চেষ্টা হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে ভোটারদের সুবিধার জন্য একাধিক নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে মোবাইল জমা রাখার ব্যবস্থা থাকবে এবং টোকেনের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পরে তা ফেরত নেওয়া যাবে। প্রতিটি ইভিএমে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকবে। প্রতি ১২০০ ভোটারের জন্য একটি করে বুথ থাকবে এবং তার বেশি হলে সহায়ক বুথ তৈরি করা হবে।

কমিশন জানিয়েছে, এবার প্রতিটি ভোটারের বাড়িতে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ পৌঁছে দেওয়া হবে। বুথ স্তরের আধিকারিকরা ভোটের পাঁচ দিন আগে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে এই স্লিপ দেবেন, যাতে ভোটাররা সহজে নিজেদের বুথ ও অন্যান্য তথ্য জানতে পারেন। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটার এবং ৪০ শতাংশ বা তার বেশি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা ভোটাররা নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করলে বাড়িতে বসেই ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন। কমিশনের বক্তব্য, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করাই তাদের দায়িত্ব। কোনও ধরনের ভয় দেখানো, জাল ভোট বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সরকারি কর্মী কমিশনের অধীনেই কাজ করবেন এবং দায়িত্বে গাফিলতি প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেছে কমিশন।

হরমুজকে তরমুজ বানিয়ে দিলে বাংলার মানুষ খাবে না, গ্যাস সংকট নিয়ে মমতাকে কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে জ্বালানি পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অবস্থানকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি দাবি করেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ভুলভাবে তুলে ধরে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

শমীকের বক্তব্য, হরমুজ প্রণালীর পরিস্থিতি বা গ্যাস সরবরাহের মতো আন্তর্জাতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে মমতা ব্যানার্জি যদি তরমুজ খাওয়াতে চেষ্টা করেন, সেটা কি বাংলার মানুষ খাবে? এটা নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। কিন্তু বাংলার মানুষ এসব বুঝতে পারেন। তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে আতঙ্কিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, যদি খাদ্য সমস্যার কথা বলে মানুষের সামনে গ্যাস সংকটের গল্প তুলে ধরা হয়, তাহলে মানুষ কী খাবে? বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্যাস' খেয়ে বাঁচবে না। রাজ্যের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপি নেতা আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন। তাঁদের বোকা ভাবার সুযোগ নেই।

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, জাতীয় স্বার্থে সংকটের মুহূর্তে দেশের মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াবে। তাঁর কথায়, অদেশের নিরাপত্তা বা যুদ্ধ পরিস্থিতির মতো বড় সংকট এলে মানুষ সরকারের পাশে থাকে। সেই সব সমস্যারও দ্রুত সমাধান হবে। সব মিলিয়ে গ্যাস সংকট ইস্যুতে রাজ্য সরকারের অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে রাজনৈতিক আক্রমণ জোরদার করলেন বিজেপি নেতা।

ভোট ঘোষণার পরই পাহাড়ে প্রার্থী ঘোষণা অনীত থাপার দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, দার্জিলিং: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নিল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা । দলের প্রধান অনিত থাপার নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গের তিন গুরুত্বপূর্ণ আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দলীয় প্রতীক 'মোমবাতি' নিয়েই প্রথমবার সরাসরি বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে এই দল। দলের ঘোষণায় জানানো হয়েছে, দার্জিলিং কেন্দ্রে লড়বেন বিজয় রাই। কার্শিয়াং আসনে প্রার্থী করা হয়েছে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অমর লামাকে। আর কালিম্পং থেকে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন বর্তমান বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা।

দলের বক্তব্য, পাহাড়ে উন্নয়ন ও শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার প্রশ্নেই তারা মানুষের সামনে নিজেদের প্রার্থী তুলে ধরছে। দলীয় মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, আমরা আগেই জানিয়েছিলাম নিজেদের প্রতীক নিয়েই ভোটে নামব। পুরসভা, পঞ্চায়েত ও জিটিএ নির্বাচনে যেমন লড়েছি, এবারও সেই পথেই এগোব। পাহাড়ের মানুষ আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি আরও বলেন, বিজেপির আলাদা রাজ্যের ললিপপ পাহাড়বাসী আর খাবেন না। যাঁদের প্রার্থী করা হয়েছে, তিনজনই এলাকায় গ্রহণযোগ্য মুখ। এদিকে পাহাড়ের রাজনীতিতে অন্য সমীকরণও তৈরি হচ্ছে। বিমল গুরুং-র শিবির ফের ভারতীয় জনতা পার্টি -র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ সেই জল্পনাকে আরও উস্কে দিয়েছে।

সামাজিক উদ্যোগে বেহালা হিন্দুস্তান সংঘের চক্ষু পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বেহালা শুধু দুর্গাপুজো আয়োজনেই সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক কাজেও এগিয়ে আসছে বেহালা হিন্দুস্তান সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক চক্ষু পরীক্ষা শিবির। যেখানে প্রায় দেড়শো মানুষ এই পরিষেবা গ্রহণ করেন। শিবিরে যাঁদের ছানি অপারেশনের প্রয়োজন রয়েছে, তাঁদের অপারেশনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার কথাও জানায় বেহালা হিন্দুস্তান সংঘ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

কামারহাটির মানুষ পরিবর্তন চাইছে: মানস মুখোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : সোমবার ১৯২ আসনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। কামারহাটি কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়কে। প্রসঙ্গত, বামআমলে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত কামারহাটি কেন্দ্রে একটানা জয়লাভ করেছিলেন মানস মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ২০১১ সালে তিনি তৃণমূলের মদন মিত্রের কাছে পরাজিত হন। ২০১৬ সালে ফের মদন মিত্রকে পরাজিত করে তিনি বিধায়ক হন। যদিও ২০২১ সালের নির্বাচনে তিনি ভোটে দাঁড়াননি। এবারে ফের তাঁর ওপর আস্থা রাখল লালপার্টি। নাম ঘোষণার পই বামপ্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায় নিজের হাতে দেওয়াল লেখেন। এমনকী সন্ধেতে তিনি ভোট প্রচারেও নামেন। সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায় বলেন, কামারহাটিকে বাঁচাতে হবে। কামারহাটির মানুষ পরিবর্তন চাইছে। তাঁর অভিযোগ, কামারহাটিতে একের পর এক কারখানা বন্ধ। ঘাসফুল জমানায় একটাও বন্ধ কারখানা খোলেনি। তাঁর দাবি, বন্ধ কারখানার জমিতে কারখানাই গড়তে হবে। তাঁর হুঁশিয়ারি, কামারহাটিতে এবার চোখে চোখ রেখে লড়াই হবে। সিপিএম প্রার্থী মানস মুখোপাধ্যায়ের আশা, বাংলায় এবারে বামেরা কমপক্ষে ২০ থেকে ২১টি আসনে জয়লাভ করবে। আর কামারহাটি কেন্দ্র তারা নিশ্চিতরূপে জয়লাভ করবেন।

ভাঙড়ে তিন মুখের লড়াই, আরাবুল, শওকত না নওশাদ, কার দিকে যাবে সমীকরণ?

রাজীব মুখোপাধ্যায়

ভোটের মুখে ভাঙড়ের রাজনীতি আবারও অস্থির। স্থানীয় রাজনীতির তিনটি প্রভাবশালী নামকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ; আরাবুল ইসলাম, শওকত মোল্লা এবং বর্তমান বিধায়ক নাওসাদ সিদ্দিকী। এই তিন নেতার অবস্থান ও প্রভাবই কার্যত নির্ধারণ করতে পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড়ের রাজনৈতিক দিকনির্দেশ।

দীর্ঘদিন ধরে ভাঙড়ের তৃণমূল রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন আরাবুল ইসলাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় সংগঠনে তাঁর ভূমিকা কমে যাওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। সেই ক্ষোভের কথাই প্রকাশ্যে বলেছেন তিনি।

আরাবুলের কথায়, আমার বলার ভাষা নেই বুঝলেন? নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬ দিন অনশন করেছিলেন, সেই ২৬ দিনই আমি সেখানে ছিলাম। ভাঙড় থেকে আমরা দু-তিন গাড়ি করে লোক নিয়ে যেতাম। পার্থদার সঙ্গে বহুবার গিয়েছি, প্রায় ২১ বারের মতো। সেই সময় দু'বার পার্থদার গাড়ির ওপর গুলি চলেছিল। আমরা নেমে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম । সেই পরিস্থিতিতে এই দল করেছি। অথচ আজ সেই দল আরাবুল ইসলামকে চিনতে পারল না। পাঁচবার কেস খেয়েছি, তিনবার বহিষ্কার হয়েছি। সেই কারণেই মনের দুঃখে আজ তৃণমূল থেকে ইস্তফা দিলাম। রাজনৈতিক মহলের মতে, স্থানীয় সংগঠনে শওকত মোল্লার প্রভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্ট হয়েছে। ভাঙড়-ক্যানিং অঞ্চলে সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই নেতার অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘদিনের। এই দ্বন্দ্বের মাঝেই শক্ত অবস্থানে রয়েছেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। আগের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি ভাঙড় কেন্দ্র দখল করে শাসকদলকে বড় ধাক্কা দিয়েছিলেন। ফলে এই কেন্দ্র এখন বিরোধী রাজনীতিরও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ফুরফুরা শরিফের এক ধর্মীয় নেতা আবার সরাসরি সতর্ক করে বলেছেন, তৃণমূল শওকত মোল্লাকে টিকিট দিলে তাকে বিসর্জন দেবে মানুষ। এই ধরনের নেতা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সবসময় অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করে। তাদের থেকে সাবধান হওয়া উচিত ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভাঙড়ের ভোটের অঙ্ক এখন তিন স্তরে দাঁড়িয়ে; স্থানীয় সংগঠনের দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় প্রভাব এবং বিরোধী শক্তির উপস্থিতি। ফলে আরাবুলের ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তই হয়তো ঠিক করে দেবে, ভাঙড়ের লড়াই শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে ঝুঁকবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ মার্চ ২০২৬, ২ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার

ভোটে সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার নিষিদ্ধ

অভিযোগ জানাতে হেল্পলাইন চালু কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর অবস্থান নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের প্রচারে সরকারি অর্থ, সম্পত্তি বা প্রশাসনিক সুবিধা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে কমিশন। এই নির্দেশ অমান্য হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের সময় কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী সরকারি গাড়ি, সরকারি বাসভবন, অফিস বা অন্য কোনও সরকারি পরিকাঠামো প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে পারবেন না। এমনকী সরকারি তহবিল থেকে কোনও বিজ্ঞাপন বা প্রচার সামগ্রী প্রকাশ করাও নিষিদ্ধ। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য; সরকারি দায়িত্ব পালনের সঙ্গে নির্বাচনী প্রচার মেশানো যাবে না। কমিশনের এক আধিকারিক বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ রাখতে এই বিধিগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। সরকারি সম্পদ যেন কোনওভাবেই নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়, সেই বিষয়টি প্রশাসনকে বিশেষভাবে নজরে রাখতে বলা হয়েছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। কোথাও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনা চোখে পড়লে সরাসরি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করে অভিযোগ জানানো যাবে। পাশাপাশি 'সি-ভিজিল' অ্যাপের মাধ্যমেও অভিযোগ পাঠানো সম্ভব। কমিশনের নির্দেশ, অভিযোগ পাওয়ার পর দ্রুত তদন্ত করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ব্যবস্থা নিতে হবে। ইতিমধ্যে রাজ্যজুড়ে নজরদারির জন্য হাজার হাজার ফ্লাইং স্কোয়াড ও স্ট্যাটিক টিম মোতায়েনের প্রস্তুতিও শুরু করেছে প্রশাসন। নির্বাচনকে ঘিরে কোনও অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না; এই বার্তাই দিতে চাইছে কমিশন।

স্তাবক দিয়ে নির্বাচন নয়

কমিশনের পদক্ষেপ ঘিরে সরব শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণার পর প্রশাসনের শীর্ষস্তরে একাধিক বদলি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তীব্র আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাঁর বক্তব্য, নিরপেক্ষ ভোট করাতে হলে পক্ষপাতদুষ্ট আধিকারিকদের সরানোই জরুরি। শুভেন্দুর কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর স্তাবকদের দিয়ে নির্বাচন করানো যায় না। নিরপেক্ষ ভোটের জন্য যোগ্য অফিসারদের দায়িত্বে আনা দরকার। তাঁর মতে, এতদিন যাঁদের প্রশাসনে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, তাঁদেরকেই নির্বাচনী দায়িত্বে ফেরানো উচিত। ভোটার তালিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার দাবি, আমরা চাই বৈধ ভোটাররা ভোট দিক, সে যে দলেরই হোক বা যে ধর্মেরই হোক। গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নেওয়ার অধিকার সবার আছে। সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়টি বর্তমানে আদালতের পর্যবেক্ষণে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। একই সঙ্গে অতীতের ভোট হিংসার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, যে সব থানায় নির্বাচনের আগে ও পরে হিংসা হয়েছে, সেইসব আধিকারিকদের সরানোই যথেষ্ট নয়, তাঁদের অন্য রাজ্যে পাঠানো উচিত। রাজ্য সরকারের সাম্প্রতিক ভাতা ও বকেয়া মহার্ঘভাতা ঘোষণাকেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, মডেল কোড চালু হয়ে যাওয়ার পর এই ঘোষণা কার্যকর হওয়ার প্রশ্নই নেই, এটা কেবল ঘোষণাতেই আটকে থাকবে।

শিক্ষক থেকে অভিনেতা, চিকিৎসক থেকে প্রাক্তন সেনা, বিজেপির প্রার্থী তালিকায় নানা পেশার মুখ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রথম দফায় ১৪৪ জন প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি। সেই তালিকা খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট, বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সামনে রেখে প্রার্থী বাছাইয়ের কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির। শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, সমাজসেবী, সাংবাদিক, শিল্পী থেকে শুরু করে প্রাক্তন সেনাকর্মী; বহু বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে এই তালিকায়। দল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘোষিত প্রার্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শিলিগুড়ির প্রার্থী ডাঃ শঙ্কর ঘোষ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং ইদাসের প্রার্থী নির্মল কুমার ধারার নাম উল্লেখযোগ্য। সমাজসেবার ক্ষেত্র থেকেও প্রার্থী করা হয়েছে একাধিক ব্যক্তিকে। রায়গঞ্জে প্রার্থী হয়েছেন সমাজসেবী কৌশিক চৌধুরী এবং বহরমপুরে প্রার্থী হয়েছেন সমাজকর্মী সুব্রত মিত্র। আইন পেশা থেকেও কয়েকজনকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। বালুরঘাটে প্রার্থী হয়েছেন আইনজীবী বিদ্যুৎ কুমার রায় এবং পাণ্ডবেশ্বরে প্রার্থী হয়েছেন আইনজীবী ও প্রাক্তন বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। চিকিৎসা ক্ষেত্রের প্রতিনিধিও রয়েছেন তালিকায়। বিনপুরে প্রার্থী হয়েছেন চিকিৎসক প্রণৎ টুডু এবং জামুরিয়ায় প্রার্থী হয়েছেন চিকিৎসক বিজন মুখোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রার্থী রয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক ও প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাসগুপ্ত। তারকেশ্বর থেকে প্রার্থী হয়েছেন সাংবাদিক সন্তু পান।

সাংস্কৃতিক জগতের প্রতিনিধিও রয়েছে তালিকায়। শিবপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। আসানসোল দক্ষিণে প্রার্থী হয়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ও রাজনৈতিক নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। এছাড়াও ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদেরও টিকিট দিয়েছে বিজেপি। কালিয়াগঞ্জে প্রার্থী হয়েছেন উৎপল মহারাজ, উলুবেড়িয়া দক্ষিণে স্বামী মঙ্গলনন্দা পুরী এবং হাঁসান কেন্দ্র থেকে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, প্রাক্তন সেনাকর্মীদেরও প্রার্থী করা হয়েছে। নাগরাকাটায় প্রার্থী হয়েছেন পুনা ভেঙ্গরা, কালীগঞ্জে বাপন ঘোষ এবং পটাশপুরে তপন মাইতি। তালিকায় আরও রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের পরিচিত মুখ। গোপীবল্লভপুরে সামাজিক আন্দোলনের নেতা রাজেশ মাহাতো, ময়নাতে প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অশোক দিন্ডা। নৈহাটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আর হরিণঘাটা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন লোকসংগীত শিল্পী অসীম কুমার সরকার। সব মিলিয়ে বিজেপির ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় বিভিন্ন পেশা ও সামাজিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সামনে রেখে একটি বহুমাত্রিক প্রোফাইল তৈরির চেষ্টা স্পষ্ট বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

ফের সক্রিয় ইডি, তল্লাশি কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবৈধ কলসেন্টার এবং আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মামলায় সোমবার কলকাতা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ইডির একটি দল হানা দেয় কলকাতার বোড়ালে। একই সঙ্গে বিধাননগরের সল্টলেক এলাকার দু'টি আলাদা ঠিকানাতেও তল্লাশি শুরু করেন আধিকারিকরা। পাশাপাশি হাওড়া, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি-সহ মোট ১০ টি জায়গাতে একযোগে ইডি আধিকারিকরা তল্লাশি চালাচ্ছেন বলে খবর। সূত্রের খবর, বেশ কিছু নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই অবৈধ কলসেন্টার এবং আর্থিক প্রতারণা সংক্রান্ত মামলাতেই এদিন সকাল থেকে বিশেষ এই অভিযানে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ইডির তরফে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রের খবর, অবৈধ কল সেন্টারের মাধ্যমে বিদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগকে ঘিরেই এই তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা যাচ্ছে, এই মামলায় এর আগে বেনিয়াপুকুরের এক বহুতলে তল্লাশি চালায় ইডি। এমনকী কৈখালিতেও তল্লাশি চলে। আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই দুই জায়গাতে ভুয়ো কল সেন্টারের সন্ধানে এই তল্লাশি চলে বলে খবর। ইডির তদন্তকারীদের সন্দেহ ছিল, ওই একটি মামলাতেই অন্তত কয়কশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।

নারী-বিদ্বেষী বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার ডাক অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের প্রশাসনিক পদে বদলি ঘিরে সরব হলেন ডায়মন্ডহারবার লোকসভার সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। সোমবার এক রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বাংলার নারীদের সাফল্য বিজেপি মেনে নিতে পারে না। তাঁর দাবি, নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে রাজ্যের প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাই সেই মানসিকতার প্রমাণ।

অভিষেকের কথায়, স্বাধীনতার পর এই প্রথম বাংলায় একজন মহিলা মুখ্যসচিব দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি বাঙালি। কিন্তু বিজেপির ইশারায় নির্বাচন কমিশন তাঁকে সরিয়ে দিয়েছে। এতে স্পষ্ট, বাংলার মেয়েরা এগিয়ে যাক; তা বিজেপি চায় না। এখানেই থামেননি তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, মাতৃশক্তিকে সম্মান করা বাঙালির ঐতিহ্য। সেই বাংলার প্রথম মহিলা মুখ্যসচিবকে অপসারণ করা গোটা বাঙালি সমাজের অপমান। এতে বোঝা যায় বিজেপি নারী-বিরোধী এবং বাঙালি বিদ্বেষী দল। এই প্রসঙ্গেই ভোটারদের উদ্দেশে তাঁর আবেদন, বাংলা-বিরোধী ও নারী-বিদ্বেষী বিজেপিকে একটি ভোটও দেবেন না।

প্রশাসনকে 'রাজনৈতিক' বলে অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি

রাজ্যে নির্বাচন ঘিরে হিংসার আশঙ্কা তুলে সরব হলেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি দাবি করেন, রাজ্যের শাসকদল প্রশাসনিক কাঠামোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। তাঁর কথায়, শাসকদল ও প্রশাসনের মধ্যে কার্যত কোনও দূরত্ব নেই। শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবের মধ্যে চলে গিয়েছে। সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে যে স্বাভাবিক সীমারেখা থাকা উচিত, এখানে তা কার্যত মুছে গেছে। ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। বিজেপি নেতার দাবি, ফর্ম ৭ জমা দেওয়া নিয়ে একাধিক অনিয়ম হয়েছে। আমাদের কর্মীদের কাছ থেকে পুলিশ যে নথি নিয়ে গেছে, তা আইনসম্মত নয়। এমনকী যেসব আবেদন জমা পড়েছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রে সিস্টেমে আপলোড করা হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলেও মত তাঁর। শমীকের কথায়, এই ধরনের অভিযোগের নিষ্পত্তি না করে নির্বাচনী প্রক্রিয়া এগোনো উচিত নয়। যথাযথ শুনানি ও যাচাই না হলে সমস্যা থেকেই যাবে। রাজ্যে অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যাতে সঠিকভাবে চলে, সেটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই সব অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া জরুরি।

অন্যদিকে, রাজ্যে নির্বাচন ঘিরে হিংসার আশঙ্কা তুলে সরব হলেন শমীক। সোমবার এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী পরিবেশ অন্য অনেক রাজ্যের তুলনায় আলাদা এবং এখানে ভোটের আগে ও পরে সংঘর্ষের ঘটনা প্রায়ই সামনে আসে। শমীক ভট্টাচার্যের কথায়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের সময় হিংসার ইতিহাস দীর্ঘদিনের। এখানে ভোটের আগে যেমন সংঘর্ষ হয়, তেমনই ভোটের পরেও অশান্তি দেখা যায়। তাঁর অভিযোগ, এই পরিস্থিতির জন্যই রাজ্যে নির্বাচন পরিচালনায় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমরা চাই সম্পূর্ণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হোক। মানুষের ভোটাধিকার যেন কোনওভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়। তাঁর মতে, গণতন্ত্রের স্বার্থে ভোট প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে বিজেপি নেতা আরও বলেন, বাংলার মানুষ এখন পরিবর্তনের কথা ভাবছেন। শুধু সাধারণ মানুষই নয়, তৃণমূলের ভেতর থেকেও অনেকে দল ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন।

এলপিজি গ্যাস সংকটের প্রতিবাদ মিছিল কলেজ স্কোয়ারে। মিছিলটি শেষ হয় ধর্মতলায়। ছবি: অদিতি সাহা

ইরানের ওপর আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ আক্রমণের প্রতিবাদে মিছিল।

পার্ক সার্কাস মোড়ে কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সব যোগ্য ভোটারের ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে এবং এলপিজি সরবরাহের সমস্যাকে সামনে রেখে সোমবার পথে নামল কংগ্রেস। এদিন প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে পার্ক সার্কাস মোড়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং অবরোধ হয়। ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। প্রদেশ কংগ্রেসের তরফে এদিন সমাজমাধ্যমে জানানো হয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নেতৃত্বে কলকাতার পার্ক সার্কাস মোড়ে রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি এবং সমস্ত বৈধ ভোটারদের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার দাবিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, ৬০ লক্ষ মানুষকে ভোটার তালিকার বাইরে রেখে নির্বাচন করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। কোনও যোগ্য ভোটারকে বাদ দিতে আমরা দেব না।

ভোটে নিরাপত্তা ঘিরে কড়া প্রস্তুতি, বাংলায় আসছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে করতে রাজ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করছে নির্বাচন সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। বিভিন্ন জেলা এবং কলকাতা পুলিশ কমিশনারেট এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তাঁদের নিয়মিত রুট মার্চ করতে দেখা যাচ্ছে। ভোটের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসনিক মহলের ধারণা।

সূত্রের খবর, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, এবার দেশের আরও চারটি রাজ্যে একই সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। প্রথম দফায় ভোট হবে অসমে। সেই রাজ্যে নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর ধাপে ধাপে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হবে। পরিস্থিতি বিচার করে গণনার সময়ও অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হতে পারে বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। সাধারণত আধা-সামরিক বাহিনীর একটি কোম্পানিতে গড়ে ১৩০ থেকে ১৩৫ জন জওয়ান থাকেন। এর মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ১০০ জন সরাসরি নির্বাচনী নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশ নেন। বাহিনীর কাঠামোও নির্দিষ্ট নিয়মে সাজানো; ১০ থেকে ১২ জন জওয়ান মিলে একটি সেকশন, তিনটি সেকশন মিলে একটি প্লাটুন এবং তিনটি প্লাটুন মিলে একটি কোম্পানি গঠিত হয়। এই হিসাব অনুযায়ী আড়াই হাজার কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন হলে রাজ্যে মোটামুটি তিন লক্ষেরও বেশি সশস্ত্র জওয়ান নির্বাচনী দায়িত্বে থাকতে পারেন। ফলে ভোটের সময় রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব কড়াকড়ি দেখা যেতে পারে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

নতুন পুলিশ কমিশনার হিসেবে দায়িত্বে এলেন অজয় নন্দা

ভোটে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বার্তা নগরপালের গলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করার পরই রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরে বড় রদবদল। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সুপ্রতিম সরকারকে। সেই জায়গায় দায়িত্বে এলেন অজয় নন্দা। এদিনই তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আই মাস্ট নট ফেল, বললেন অজয় নন্দা।

বিধানসভা ভোট ঘোষণা হওয়ার কয়েকঘণ্টার মধ্যেই রাজ্য প্রশাসনে বড় রদবদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদলি করা হয়েছিল রাতারাতি। তা ছিল নজিরবিহীন। আর সোমবার সকালে পুলিশ প্রশাসনে একাধিক বদলি ঘোষণা করে কমিশন। নির্বাচনী বিধি লাগু হওয়ার পরপরই কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজি, সমস্ত শীর্ষপদেই বদল করা হল। কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে সুপ্রতিম সরকারকে সরানো হল। এই পদে এলেন অজয় নন্দা। কলকাতার বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যেও তিনি বার্তা দিয়ে বলেন, পুলিশের থেকে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকে। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করবে, রাজনৈতিক দলগুলিও সেটা আশা করে। সেই আশা-প্রত্যাশা পূরণ পুলিশের চ্যালেঞ্জ। এটা আমাদের পূরণ করতে হবে। অজয় নন্দা বলেন, কলকাতা পুলিশ প্রস্তুত রয়েছে। যেমন প্রত্যেকবার কলকাতায় যেমন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হয়, এবারও সেরকমই হবে।

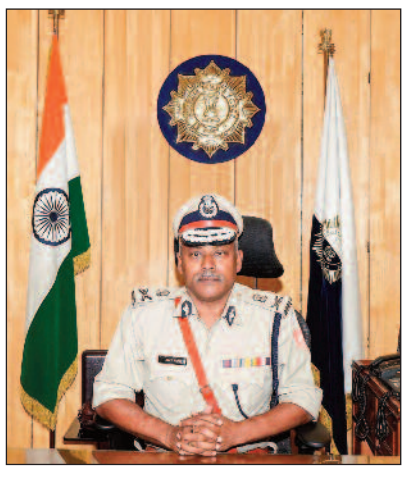

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস: কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। কয়েকটি জেলায় ঘণ্টায় ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। তবে, ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা কোথাও নেই। উত্তরবঙ্গে চলবে ভারী বর্ষণ। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর, বেশ কিছু জেলাতে কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতি রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে শিলাবৃষ্টির সতর্কতা। ঝড়ে বাঁকুড়ায় টিনের শেড চাপা পড়ে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত আরও চার জন। একাধিক গাছ ভেঙে দক্ষিণ-পূর্ব শাখায় ট্রেন চলাচলও সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টি চলতে পারে।

সম্পাদকীয়

দেদার ভাতা বিলিতেই প্রমাণিত রাজ্যের উন্নয়ন!

পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি। শিক্ষক থেকে শুরু করে পুরসভা, পঞ্চায়েত, দমকলে নিয়োগ। রেশনের চাল, গম থেকে বেআইনি কয়লা পাচারে কোটি কোটি টাকার লেনদেন। বেআইনি বালি খাদান থেকে পাথর খাদানের রমরমা বেআইনি ব্যবসা। গত ৫ বছরে তৃণমূল কংগ্রেসের 'উন্নয়ন'-এর ব্যালান্স শিট। তার ওপর এসআইআরের ধাক্কা। সবমিলিয়ে ছাব্বিশের ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে অশনি সঙ্কেত দেখছে বাংলার শাসকদল। একে তো রাজ্যের উন্নয়ন তলানিতে। ফলে চাকরিজীবী থেকে ব্যবসায়ী সবারই কঠিন অবস্থা। গত দেড় দশকে বিজনেস সামিট দেখালেও কোনও শিল্প বা কল কারখানা দেখাতে পারেনি এই সরকার। তাহলে ভোটের ময়দানে কি খালি হাতে নামবে তৃণমূল, সেটা তো আর হতে পারে না। তাই শেষ বেলায় সেই ভাতা রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পরিত্রাণ পাওয়ার সেরা রাস্তা। দেশের অন্যান্য রাজ্যেও কিছু কিছু ভাতা চালু আছে। বলা বাহুল্য তার বেশির ভাগটাই রাজনৈতিক কারণে। তবে বাংলায় ভাতাকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। ভাতা দেওয়া বা ভাতা নেওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু ভাতাকে যদি ভোটের হাতিয়ার করা হয় তাহলে সেটা কোনও সমাজের পক্ষেই খুব লাভজনক হয় না। এটা যে কোনও অর্থনীতির ক্ষেত্রেই বিপজ্জনক। আর ঠিক এই খেলাটাই বাংলায় খেলছেন মুখ্যমন্ত্রী। সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই তিনি ভাতাজীবী সমর্থককূল তৈরি করতে চাইছেন। এরাই ভোটে তৃণমূলের আসল সম্পদ। এরাই আসল ভরসা। কিন্তু এসবের মধ্যে তৃণমূলনেত্রী একটা বিষয় কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন। তাহল, এই ভাবে দেদার ভাতা বিলিয়ে তিনি হয়তো সাময়িক কিছু মানুষের সমর্থন জোটাতে পারবেন, তবে এটা কিন্তু বাঘের পিঠে সওয়ার হওয়ার মতো একটা বিষয়। ভাতা দিলেই সমর্থন, আর ভাতা না পেলে কী হবে সেটাও মাথায় রাখতে হবে। আর একটি বিষয়, তাহল তিনি যত ফলাও করে ভাতা দেওয়ার ঘোষণা করবেন অথবা ভাতার বড়াই করবেন, তাতে কিন্তু সমাজের অনুন্নয়নের ছবিটাই সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শব্দছক ১০১

রবি দাস

১	২	■	৩	৪		■	৫
৬		৭	■		■	৮	
	■		■	৯			■
■	১০		১১	■	■	১২	
১৩		■	১৪		১৫		■
■	১৬			■		■	১৭
১৮		■		■	১৯	২০	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. কর্ম ৩. ময়লা-বিহীন ৬. পলতা গাছের সবজি ৮. ঘোড়া ৯. মানুষ ১০. চিন্তন ১২. ভেদাভেদহীন একতা ১৩. ব্যাঙের এক প্রজাতি ১৪. বিনষ্ট ১৬. কেশবন্ধন ১৮. পশুপাখি ধরিবার গোপন কৌশল ১৯. দৃষ্টি ২১. সর্বদা ২২. জ্যেষ্ঠ দশরথপুত্র

ওপর-নিচ: ১. কপটতা ২. গেরো ৪. মাহাত্ম্য ৫. দুনিয়া ৭. কেরোসিনে জ্বলা আলোক-দীপ ৮. ক্লান্তি ১০. মনোরোগের চিকিৎসক ১১. সদ্য নির্মাম হয়েছে যা ১৫. বাজনা ১৭. কর্মের কাব্যরূপ ১৮. মালি বা শূন্য ২০ বার্ধক্য

সমাধান ১০১ — পাশাপাশি: ১. কালাকাঁদ ৪. আলেক ৬. মউ ৭. খড়ম ৮. দল ৯. জল ১০. নুলিয়া ১২. কামোট ১৪. কালকা ১৫. টলানো ১৭. পর ১৮. চাকা ১৯. অধিক ২০. মারা ২১. নবান্ন ২২. রিনিঝিনি

ওপর-নিচ : ১. কামধেনু ২. লাউ ৩. দখল ৪. আম ৫. কমল ৮. দয়াল ৯. জটলা ১১. লিকার ১৩. মোটকা ১৬. নোকরানি ১৭. পঠন ১৮. চাকরি ১৯. অন্ন ২০. মাঝি

আজকের দিন

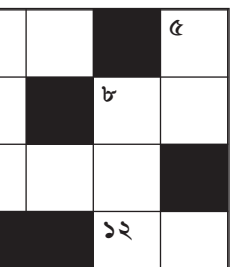

- **১৯৫৯** — দালাই লামা তিব্বত থেকে ভারতে আসেন।
- **১৯৬৯** — গোল্ডা মেয়ার ইসরায়েলের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হন।
- **১৯৯২** — দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসানের জন্য একটি গণভোট পাস হয়, যেখানে ৬৮.৭ শতাংশ ভোটার এর পক্ষে ভোট দেন।

জন্মদিন

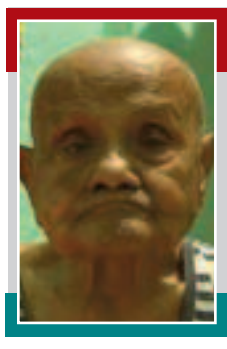

- **১৯১২** *বিশিষ্ট ব্যায়ামবীর মনোহর আইচের জন্মদিন।*
- **১৯৬২** *বিশিষ্ট ভারতীয় নভশ্চর কল্পনা চাওলার জন্মদিন।*
- **১৯৯০** *ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহয়ালের জন্মদিন।*

মনোহর আইচ

আত্মদর্পণে বাঙালি সমাজ

সুদীপ ঘোষ

রাজনৈতিক বিতর্কের চেনা পরিমণ্ডলে আমরা প্রতিনিয়ত রাষ্ট্রের দায়িত্ব, সরকারের সদিচ্ছা এবং নাগরিকের অধিকার নিয়ে সরব হই। কিন্তু এর আড়ালে একটি অত্যন্ত জরুরি এবং গভীর প্রশ্ন প্রায়শই অনুচ্চারিত থেকে যায় একটি সমাজ কি নিজের প্রতিও কোনো নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দায়বদ্ধতা বহন করে? অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী;বিশেষ করে আজকের বাঙালি সমাজ;কি তার সামষ্টিক অবচেতনে নিজের প্রতি অন্যায় করতে পারে? বর্তমানের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকে তাকালে এই প্রশ্নটি আর কেবল সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক সীমায় আটকে থাকে না; বরং তা এক গভীর অস্তিত্ববাদী এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকটের রূপ ধারণ করে।

দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি মননে এবং আমাদের সামাজিক সংস্কৃতিতে এক অদ্ভুত অন্তর্দ্বন্দ্ব বা স্ববিরোধ কাজ করছে। একদিকে আমরা দেখি গণতন্ত্রের অবাধ উচ্ছ্বাস, উৎসবের আবেগ এবং ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের অতীত গৌরবের প্রবল অহংকার; অন্যদিকে আমাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক স্থবিরতা, শিক্ষাব্যবস্থার চরম অনিশ্চয়তা, শিল্পহীনতার দীর্ঘ ছায়া এবং ক্রমবর্ধমান অনুদাননির্ভর এক সামাজিক কাঠামো। এই নিদারুণ স্ববিরোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় সর্বদাই যাবতীয় ব্যর্থতার দায় অন্যের ওপর চাপিয়ে আলোচনা শেষ করতে অভ্যস্ত। কখনো কেন্দ্রের বঞ্চনা, কখনো ইতিহাসের বঞ্চনা, আবার কখনো বা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র; সব কিছুর পেছনেই আমরা এক বহিরাগত শত্রুর সন্ধান করি। কিন্তু দর্শন এবং মনস্তত্ত্ব আমাদের এক ভিন্ন আয়নার সামনে দাঁড় করায়, যেখানে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন জেগে ওঠে আমরা কি কেবল অন্যের অবিচারের শিকার, নাকি অবচেতনে এক ধরনের আত্মবিনাশী পথ আমরা নিজেরাই বেছে নিয়েছি?

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায়, যাকে 'নিয়ন্ত্রণের বহিকেন্দ্রিকতা' বা পরনির্ভরশীল নিয়তিবাদ বলা যেতে পারে। যখন কোনো সমাজ গভীরভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে তাদের সমস্ত সমস্যা বা সংকটের কারণ একান্তভাবেই বাইরের কোনো শক্তি, তখন সেই সমাজের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা আত্মবিশ্বাস বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সমাজে জন্ম নেয় এক ধরনের 'মজ্জাগত অক্ষমতাবোধ' বা অর্জিত অসহায়ত্ব। যখন সমাজ বারবার অনুভব করে যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কোনো ক্ষমতাই তাদের হাতে নেই, তখন তারা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাই ছেড়ে দেয়। কর্মসংস্থান ও শিল্পের পরিবর্তে অনুদান এবং দীর্ঘমেয়াদি উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের বদলে স্বল্পমেয়াদি সুবিধার এই যে রূপান্তর; এটি কেবল কোনো রাজনৈতিক নীতির বদল নয়, বরং তা বাঙালি সমাজের সেই মজ্জাগত অক্ষমতাবোধেরই চরম বহিঃপ্রকাশ। অনুদাননির্ভরতা সাধারণ মানুষকে হয়তো তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয়, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি নাগরিকের নিজস্ব পরিবর্তনের ক্ষমতা এবং আত্মমর্যাদাকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেয়।

এই সংকটকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের আলোকেও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার যে অমোঘ দায়বদ্ধতা রয়েছে, পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, সেই পরিস্থিতিতে আমরা কী প্রতিক্রিয়া জানাব এবং কোন পথ বেছে নেব;সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা আমাদের সব সময়েই থাকে। অস্তিত্ববাদী দর্শনে 'আত্মপ্রতারণা' নামক একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ধারণা রয়েছে। যখন আমরা বলি, ক্ষ্মব্যবস্থার চাপে আমি কিছু করতে পারছি নাক্ষ্ম বা ক্ষ্মআমার তো কিছু করার নেইক্ষ্ম, তখন আমরা আসলে স্বাধীনতার সেই কঠিন দায়ভার থেকে বাঁচতে আত্মপ্রতারণারই আশ্রয় নিই। আমাদের চারপাশের বিদ্বজ্জন থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক;আমরা যখন শিক্ষাব্যবস্থার ধারাবাহিক অবক্ষয়, শ্রেণিকক্ষের শূন্যতা বা নিয়োগের দীর্ঘস্থায়ী জটিলতাকে কেবল 'নিয়তি' বা 'ব্যবস্থার ত্রুটি' বলে অনায়াস মেনে নিই, তখন আমরা এই দার্শনিক আত্মপ্রতারণারই শিকার হই। একটি সমাজের মেরুদণ্ড গড়ে ওঠে তার শিক্ষাঙ্গনে; সেই অঙ্গন যখন স্থবিরতার শিকার হয় এবং সমাজ তার প্রতিকারে কাঙ্ক্ষিত সাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়ে নিরাপদ নীরবতা বা নিষ্ক্রিয় সমালোচনার পথ বেছে নেয়, তা সমাজের নিজের প্রতি চরম নৈতিক অবমাননা।

শুধু তাই নয়, মনোবিশ্লেষণের গভীরে গেলে দেখা যায়, প্রতিটি মানুষের যেমন একটি অবদমিত অন্ধকার দিক বা ছায়াসত্তা থাকে, তেমনি প্রতিটি সমাজেরও একটি 'যৌথ ছায়াসত্তা' বিদ্যমান। সমাজের এই ছায়াসত্তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেইসব নেতিবাচক প্রবৃত্তি এবং ত্রুটি, যা সমাজ কখনো প্রকাশ্যে স্বীকার করতে চায় না। বাঙালি সমাজের যৌথ ছায়াসত্তার মধ্যে গভীরভাবে লুকিয়ে আছে পরিশ্রমে অনীহা, দায়িত্ব এড়ানোর প্রবণতা, মেধার প্রকৃত মূল্যায়নের চেয়ে স্তাবকতাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানবিরোধী নৈরাজ্যকে একরোখাভাবে গৌরবান্বিত করার মতো কিছু প্রবৃত্তি। আমরা বাইরের জগতের কাছে নিজেদের অত্যন্ত সংস্কৃতিবান এবং মননশীল বলে দাবি করলেও, ভেতরে ভেতরে আমরা এক ধরনের মেধাহীনতা এবং আপসের সঙ্গে সহাবস্থান করতে শিখে গেছি। যতক্ষণ না আমাদের সমাজ সৎ সাহসের সঙ্গে নিজের এই যৌথ ছায়াসত্তার মুখোমুখি হচ্ছে এবং আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে স্বীকার করছে, ততক্ষণ কোনো প্রকৃত মনস্তাত্ত্বিক বা কাঠামোগত উত্তরণ একেবারেই অসম্ভব।

বিশ্বের প্রাচীন দর্শনে 'জীবনীশক্তি' এবং 'সামঞ্জস্য'-এর ধারণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি সমাজ কেবল তার বাহ্যিক আড়ম্বর দিয়ে বাঁচে না; তার প্রকৃত অস্তিত্ব নির্ভর করে তার অভ্যন্তরীণ জীবনীশক্তির ওপর। এই জীবনীশক্তি হলো সৃজনশীলতা, অদম্য সাহস, নবসৃষ্টির স্পৃহা এবং আত্মবিশ্বাস। যখন একটি সমাজে ক্রমাগত নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা বাড়তে থাকে, তখন শিক্ষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির স্তম্ভগুলো তাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে। আজ যে বহু মেধাবী তরুণ উচ্চশিক্ষা শেষ করেই বাংলা ছেড়ে অন্য রাজ্যে বা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে, এই বিপুল মেধার দেশান্তর কেবল উন্নত জীবিকার খোঁজ নয়; এটি আসলে একটি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক জীবনীশক্তি শুকিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় লক্ষণ। যারা বাধ্য হয়ে থেকে যাচ্ছে, তাদের এক বৃহৎ অংশ অতি সীমিত সুযোগের আশায় দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতায় আটকে থেকে চূড়ান্ত হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে। একটি সমাজ যখন তার নিজের তরুণ প্রজন্মকে স্বাধীনভাবে স্বপ্ন দেখতে বা নতুন কিছু সৃষ্টির উদ্যোগে সামিল হতে ভয় পাওয়ায়, তখন সেটি মূলত ধীর কিন্তু নিশ্চিত এক আত্মহননের পথই বেছে নেয়।

এই নিদারুণ আত্মবিরোধ এবং মনস্তাত্ত্বিক স্থবিরতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন এক নতুন সামাজিক চুক্তির; যাকে বলা যেতে পারে সমাজের নিজের সঙ্গে পুনর্মিলন। এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের চিরকালীন নিগৃহীত হওয়ার মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে হবে। বঞ্চনার ইতিহাস আঁকড়ে ধরে অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে, নিজেদের বিবেকের আয়নায় দাঁড়াতে হবে। আবেগের বশবর্তী না হয়ে, দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক কল্যাণের যুক্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ের মোহ ত্যাগ করে ঝুঁকি নেওয়ার এবং নতুন কিছু তৈরি করার সেই হারানো সাহসকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

পরিশেষে, প্রশ্নটি খুব সহজ হলেও তার শেকড় অনেক গভীরে বিস্তৃত আমরা কি কেবল অন্যদের কাছে ন্যায়বিচার ভিক্ষা করব, নাকি নিজেদের বিবেকের কাছেও ন্যায় দাবি করব? বাঙালি সমাজ যখন তার নিগৃহীত সত্তার অহংকার থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে, ঠিক তখনই তার প্রকৃত নবজাগরণ ঘটবে। কারণ শেষ পর্যন্ত একটি সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার নিজের প্রতি দায়বদ্ধতার গভীরতা এবং আত্মোপলব্ধির সততার দ্বারাই।

গভীর হতাশাতেও লড়াই ছাড়লে চলবে না

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

কিছুই ভালো লাগছে না আর। মন মেজাজ কখন যেন এক অন্ধকার গহীনে চলে গেছে। সুতরাং অন্ধকার অন্ধকার আর অন্ধকার। জীবনের এই অন্ধকার স্রোতে ভাসতে ভাসতে কখন যেন জীবনের মূল্যবোধ-ই হারিয়ে যায়। জীবনের মানেই হারিয়ে যায়। আমরা বেঁচে থাকি। কারণ বেঁচে থাকতে আমাদের ভালো লাগে। বেঁচে থাকার খুশিটা আমরা ক্রমে উপলব্ধি করি। উপলব্ধি করি নিজের প্রতিটি জীবন বোধকে। প্রতিটি অনুভবে অনুভূতির রঙে নিজেকে গড়ে তুলতে আমাদের বেঁচে থাকা। প্রতিমুহূর্তের এই ভালোলাগা, ভালো থাকা সব নিয়ে আমাদের এই জীবন। জীবনকে আমরা খুব বেশি ভালোবাসি। কিন্তু আমাদের হারার আগে হারলে চলবে না। কিছুতেই চলবে না। আমরা লড়াই করে যেতে পারি আমাদের জীবনের সাথে আমাদের প্রতিটি যুদ্ধে। আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। হবেই। কোনো বাঁধা যেনো আমাদের জীবনে কোনো অন্তরায় না হয়। আমরা যেন সাহসে সব কাজ সহজে করতে পারি।

তবে এখন সব থেকে অবাক করার দিক হলো যে এখন আপনি যাকে খুব ভালো মনে করছেন দেখা গেলো সেই আপনার জীবনে মস্ত ক্ষতি করে দিলো। অথচ অনেক আশা প্রত্যাশা ছিল তাকে ঘিরে। কিন্তু আপনার ভাবনাই হলো সার। আপনার ভাবনার ঘরে সে আঘাত করেছে প্রতিনিয়ত। তাই আপনার ভাবনা চিন্তা সমস্ত কিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমনটা হওয়ার কথা আপনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। কিন্তু ভাবনা স্বপ্ন যাই বলুন না কেন তার থেকে বাস্তবের অনেক অমিল দেখা যায়। তাই আমাদের কোন কিছু দিয়ে অত্যাধিক আশা প্রত্যাশা না করাই ভালো। কারণ অনেক। সবাই সব প্রত্যাশা মত কাজ করতে পারে না। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের আশাহত হতে হয়। হোঁচট খেতে হয়। ওঠা পড়া লেগে থাকে। হ্যাঁ, এই অবধি ঠিক বুঝেছেন যে জীবনের সব সময় সবকিছু সরল সমীকরণে চলে না। আর চলে না বলেই আমাদের এত স্ট্রাগল করতে হয়। তবে এই স্ট্রাগল বা লড়াই যাই বলুক না কেন তার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, তার মধ্যে একটা প্রাপ্তি আছে। তবে এটা আমরা সহজেই বলতে পারি যে গভীর অন্ধকারের পর আলোর উদয় হয়। তা সে আর্থিক বা অন্যদিক যায় হোক না কেনো। আমাদের জীবনে কঠিন অবস্থার পর ভালো অবস্থার আগমন হয়। সুতরাং আমাদের কঠিন অবস্থাকে উপলব্ধ না করতে পারলে ভালো অবস্থা পেতে পারি না। তাই দুশ্চিন্তার সময় নিপাট কর্ম দক্ষতায় সমাধান করতে হয়। তবেই আলোর উদয় হয়। অথবা ভালোর উদয় হয়। আর এই ভাবেই আমাদের জীবন যুদ্ধে আমরা প্রতিদিন নতুন নতুন কিছু শিখে। নতুন নতুন ভাবে চলতেও শিখি।

আমাদের শেখা আমাদের জীবনবোধ কে প্রতিদিন পরিণতি দান করে। আর সেভাবেই আমরা আমাদের জীবন যুদ্ধে ক্রমশ এগিয়ে চলি। আসলে এই এগিয়ে চলার নামই হলো জীবন।

জীবন গড়ে, জীবন ভাঙ্গে কিন্তু কোনভাবেই তার থেকে হারলে বা ভয় পেলে বা পিছিয়ে পড়লে আমাদের চলবে না। আমরা আমাদের জীবন বোধকে আমাদের বুদ্ধিমত্তায়, আমাদের জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত করে থাকি। এইভাবেই আমরা আমাদের সঠিক কাজে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই এ কথা বলা যেতেই পারে যে এগিয়ে চলার নাম হলো জীবন। আর এটি নির্ভর করে মানুষের মানসিকতার ওপর, তার সংগ্রামী মনোভাব এর উপর, তার বাস্তব বুদ্ধিমত্তা, তার কর্মদক্ষতার, তার জ্ঞান, তার আচার, তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা সহ এরকম বহু কিছুর সাথে জড়িয়ে আছে এগিয়ে চলার জীবনযাত্রা। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখে থাকি অনেক সময় অনেকে ভয় পায়। কিন্তু কিসের ভয়? জীবন তো একটাই। সেটি খুব সুন্দর, তার আয়তন,তার ক্ষেত্র,তারা দর্শন, তার মনস্তত্ত্ব খুবই সুন্দর। তাকে জড়িয়ে ধরে আমাদের বেঁচে থাকা। আমাদের বেড়ে ওঠা,আমাদের কর্ম সংস্কৃতি যাবতীয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও আমরা জীবনকে খুব ভালোবাসি। তাই না পাওয়ার বেদনা আমাদের অনেক সময় গ্রাস করে মনের গভীরে। কিন্তু এমনটা হলে চলবে না। কারণ জীবন খুব সুন্দর এটা যেমন সত্য ঠিক একই ভাবে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা আরো সত্য ও সুন্দরের সহবস্থান। এ কথা কোনভাবেই ভুললে চলবে না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেটা ভুলি না। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় যখন আমরা অনেক আশা, অনেক প্রত্যাশা,অনেক কঠিন পরিস্থিতির পরেও সাফল্য পায় না। হ্যাঁ,আমরা একথা জানি যে সাফল্য একদিনে বা একভাবে আসে না এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া যেটা প্রতিনিয়ত প্রাণপণ প্রচেষ্টায় আমরা পেয়ে থাকি কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মধ্যে কতটা আন্তরিকতা, কতটা কর্ম দক্ষতা আছে সেটা সবচেয়ে কে বড় বিষয় কারণ আমি যদি আমার সেরাটা না দিয়ে আমি সাফল্য প্রত্যাশা করি তবে সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আবার এমনটাও মনে হতে পারে এটাই আমার সেরা পারফরম্যান্স। কিন্তু যেটা আমি সেরা পারফরম্যান্স ভাবছি, অনেক ক্ষেত্রে সেটা সেরা নাও হতে পারে তার মানে বুঝে নিতে হবে যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান পরিশ্রম টি করতে পারলাম না। আসলে হয় কি আমরা জানি যে সাফল্যের কোন শর্টকাট নেই। যে কম সময়ে সাফল্য আশা করে সে খুব তাড়াতাড়ি পিছিয়ে পড়ে। এই সংস্কৃতিতে আমাদের বড় হওয়া, আমাদের বেড়ে ওঠা, আমাদের জীবন বোধ তৈরি হওয়া। তাই কোনো ক্ষেত্রেই হাল ছাড়লে চলবে না। মনের অন্ধকার অতলে কোন না কোন সময় আমাদের ভেঙে যাওয়া মনোভাব আমাদের জীবনকে ক্রমশ নিস্তেজ করে তোলে। লড়াই লড়াই আর লড়াই। আমরা এর সঙ্গে পরিচিত সেই ছোটবেলা থেকেই।

তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই লড়াইয়ের মধ্যে থেকে আমাদের বেঁচে থাকা, বেড়ে ওঠা কিন্তু এই লড়াইয়ের শেষ কোথায় তা খুঁজতে গিয়ে আমরা হতাশ হই। আমাদের ভাব ভাবনা তালগোল পাকিয়ে যায়। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব সময় যে সাফল্য খুব চটজলদি পাওয়া যাবে এটা আশা করাটাই বৃথা। হ্যাঁ,আমরা সেটা আশা করি না কিন্তু মাঝেমধ্যে এমনও হয় আমরা দেখে থাকি আমাদের দেখবার চোখ,বলবার মন যেভাবে যে অনুভূতিতে, যে স্বপ্নে বাঁচে মানে সুন্দরভাবে বাঁচে তাকে ঠিকমতো সাজাতে পারেনা আমাদের জীবন। সমস্ত মন প্রাণ স্বপ্ন সত্যি দিয়েও কোন কিছুই সম্ভবপর হয় না অনেক ক্ষেত্রে। মানে কোন কিছু সুন্দর করে আমরা পরিবেশিত করতে পারি না এটা সত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা সত্যিই আমরা দেখতে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের লড়াইটা অনেক বেশি নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তাই তাকে সযত্নে পরিচালিত করার মনে আমাদের স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য, আমাদের আরো পরিশ্রম, আরো নিপাট যত্ন করা যেতেই পারে আর যতক্ষণ পর্যন্ত না সেটা আমরা করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোনোভাবেই প্রত্যাশা মত ফল হয় না। সুতরাং আমরা পিছিয়ে পরি।

তাই হারার আগে হারলে চলবে না এই মনোভাব, এই মানসিকতা এই অদম্য ইচ্ছা ভেতরের শক্তি দিয়ে আমাদের জাগাতে-ই হবে। আমাদের সেই স্বপ্ন বোধকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করতেই হবে। যেখানে স্বপ্ন সত্যি বাস্তবে মহামিলন হতে পারে।

যথার্থ অর্থে এটা ভুললে চলবে না যে জীবন অনেক দামি। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্র,প্রতিটা মুহূর্ত, প্রতিটা স্বপ্ন, প্রতিটা আশা ,প্রতিটা ভালোবাসা, অত্যন্ত সুন্দর এবং নিপাট। তাই জীবনকে আরও পরিণত বোধ করে তুলতে আমাদের যেটুকু করণীয় আমাদের সেটা করতেই হবে। আমাদের লড়তেই হবে। আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই হবে। আমাদের বিশ্বাসকে অটুট রাখতেই হবে। আর এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে হবে আমি পারি। হ্যাঁ, আমিই পারি। আমার স্বপ্ন পারে। আমার প্রত্যাশা পারে আমার না হেরে যাওয়া মনোভাব পারে। আমি মানসিক দিক দিয়ে অনেক উন্নত।

আমার যন্ত্রণা যেমন সত্যি,আমার আনন্দ তেমন সত্যি। আমার স্বপ্ন তেমনই সত্যি। তাই আসুন না সকলে স্বপ্ন এবং সত্যের সহাবস্থানে নিপাট কর্মদক্ষতায় নিজেদের হার না মানা মনোভাবে আরেকটু এগিয়ে যাই। আরেকটু স্বপ্ন দেখি। আরেকটু ভালোভাবে বাঁচার অঙ্গীকারে আভাস ও নাগালে একাকার হয়ে মিশে যায়। কি পারবো না?

চর্চাবাসর ১০২

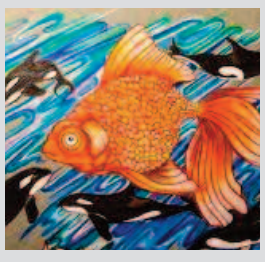

'দাদাগিরি' শব্দটি মূলত বাংলা শব্দ 'দাদা' এবং ফার্সি/হিন্দি প্রত্যয় '-গিরি' (গিরি) এর মিলনে গঠিত। এটি একটি পারিভাষিক শব্দ যা বড় ভাই বা নেতার মতো ক্ষমতার অপব্যবহার, ধমকানো বা মাতব্বরি করা বোঝায়। এটি অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে অন্তর্ভুক্ত একটি ভারতীয় শব্দ। অর্থ মাতব্বরি, ক্ষমতার অপব্যবহার, জোর খাটানো বা বুলিং।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আরামবাগের দুই কেন্দ্রে বিজেপি ও বামেদের নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির প্রার্থী তালিকায় চমক। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই রাজ্য জুড়ে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে উন্মাদনা। সেই মতো আরামবাগ মহকুমাতেও বিজেপি কর্মীদের উচ্ছ্বাস দেখা যায়। অন্যদিকে একইভাবে সিপিএমও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার দিক থেকে পিছিয়ে গেল তৃণমূল। এই নিয়ে বিজেপি নেতৃত্ব কটাক্ষ করে। এবারে তৃণমূল নিশ্চিত ভাবেই রাজ্যে পরাজিত হবে। বিজেপি সরকার গড়বে বলে দাবি বিজেপির। আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী তালিকায় দুইটি বিধানসভাতে নতুন মুখ। আরামবাগ বিধানসভা থেকে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন হেমন্ত বাগ। তাঁর বাড়ি আরামবাগের আরান্ডি এক নম্বর অঞ্চলে। একেবারেই নতুন মুখ। তরতাজা যুবক। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন। পোরখাওয়া রাজনীতিবিদ বিমান ঘোষের ছায়া সঙ্গী হিসাবে পরিচিত তিনি। অন্যদিকে, বিজেপির জেতা সিট আরামবাগ। সেই আসন ধরে রাখা এখন তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জের। এই বিষয়ে হেমন্ত বাগ বলেন, 'আরামবাগের মানুষকে বিজেপি নতুন কিছু দেবে। কর্ম সংস্থান থেকে স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা হবে। স্বচ্ছ দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন দেবে বিজেপি।' অপর দিকে, এই আরামবাগ বিধানসভায় সিপিএমের প্রার্থী বিথীকা পন্ডিত। তিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা। এই বিষয়ে বিথীকাদেবী বলেন, 'স্বচ্ছ বাংলা তৈরি ও দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন উপহার দেওয়াই হবে সিপিএমের লক্ষ্য।'

আরামবাগের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ।

আবার গোঘাটে বিজেপির প্রার্থী প্রশান্ত দিগার। তিনি পেশায় ব্যবসায়ী। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। সমাজ সেবায় যুক্ত। গোঘাটের বদনগঞ্জ ফুলুই-২ নং অঞ্চলের সেলামপুর গ্রামে বাড়ি। কৃষি নির্ভর গোঘাটের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ হওয়ায় প্রশান্তবাবু গোঘাটবাসীর জন্য কাজ করবেন। বিগত বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক যা করেননি তা করবেন বলে প্রশান্তবাবু জানান। এখানে বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী মুক্তরাম ধাউরে। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী। খানাকুল বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ। তিনি বিজেপির জেতা প্রার্থী। প্রার্থী ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'খানাকুলের মানুষ বিজেপিকে আবারও আশীর্বাদ করবেন। সারা বছর ধরে আমি বিজেপির কর্মী হিসাবে কাজ করব। বিধায়ক হিসাবে খানাকুলের মানুষের পাশে ছিলাম। আগামী দিনেও থাকব।' এখান থেকে বামফ্রন্ট সমর্থিত আইএসএফের প্রার্থী হয়েছেন সাদ্দাম হোসেন। তিনি রাজনীতিতে একেবারেই নতুন মুখ। পুরশুড়া বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন দক্ষ রাজনীতিবিদ বিমান ঘোষ। তিনিও বিজেপির জেতা প্রার্থী। সারা বছর পুরশুড়াবাসীর জন্য কাজ করেছেন বলে মত বিজেপি কর্মীদের। এই কেন্দ্রে মূলত বিজেপি ও তৃণমূলের লড়াই হবে। তবে তৃণমূল এখনও প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেনি। সবমিলিয়ে আরামবাগ মহকুমার চারটি বিধানসভায় রাজনৈতিক লড়াই বেশ জমজমাট হবে বলা যায়।

বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নির্বাচন বিধি লাগুর পর সোলার লাইট বসানো নিয়ে বিতর্ক, বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরেও উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করার অভিযোগ উঠল দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের বিরুদ্ধে। রবিবার দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার চাষিপাড়া এলাকায় বিধায়কের নাম লেখা সোলার লাইট বসানোর উদ্যোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্বাচন ঘোষণার পর আচমকা এলাকায় এসে কর্মীরা সোলার লাইট বসানোর কাজ শুরু করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, গত পাঁচ বছরে এলাকার সমস্যা নিয়ে বিধায়ককে খুব একটা দেখা যায়নি,

অথচ ভোটের মুখে নানা প্রকল্পের নামে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয়দের প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত কর্মীদের লাইট নিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে হয়। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর অভিযোগ করেন, 'ভোটের আগে মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবো।' অন্যদিকে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই দাবি করেন, 'এই কাজের বরাদ্দ আগেই হয়েছিল। যে ঠিকাদার সংস্থা কাজের দায়িত্ব পেয়েছে তারাই কাজ করছিল। তৃণমূল রাজনৈতিক কারণে কাজ আটকে দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

দুর্গাপুরে পুরনোতেই সায় পদ্মের, নতুন মুখ রাখল বামেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী ঘোষণা করল বামেরা। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে প্রভাস সাঁই-এর নাম। অন্যদিকে, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে বামেদের প্রার্থী করা হয়েছে সীমান্ত চ্যাটার্জিকে, পাশাপাশি দুর্গাপুর পূর্ব বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর ব্যানার্জী ও পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে লক্ষ্মণ ঘোড়ুইকেই আবার দলের টিকিট দিল বিজেপি।

সোমবার দুর্গাপুরে সিপিআইএমের দলের জেলা কার্যালয় বিমল দাশগুপ্ত ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুই বাম প্রার্থীর পরিচয় করিয়ে দেন বাম নেতৃত্ব। বৈঠকে উপস্থিত নেতারা জানান, সাধারণ মানুষের সমস্যা, কর্মসংস্থান, শিল্পোন্নয়ন এবং এলাকার বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখেই এই নির্বাচনে লড়াই করবে বামফ্রন্ট। এদিন প্রার্থীদের পাশে নিয়ে আগামী দিনে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে নির্বাচনী প্রচারে নামার কথাও জানায় বাম নেতৃত্ব।

জামুড়িয়া ছাড়া পুরনো প্রার্থীতেই ভরসা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সোমবার আগামী বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। এই তালিকায় গত নির্বাচনের প্রার্থীদেরই ওপর ভরসা রাখল বিজেপি নেতৃত্ব। শুধু বদল করা হল জামুড়িয়ার প্রার্থীকে। গত বিধানসভায় এই কেন্দ্রের প্রার্থী ছিলেন সন্তোষ সিং। তার বদলে এবার প্রার্থী করা হয়েছে ডাক্তার বিজন মুখোপাধ্যায়কে। অপরদিকে গতবার নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে অগ্নিমিত্রা পল এবং কুলটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন ডাক্তার অজয় পোদ্দার। এদের দুজনকেই পুনরায় প্রার্থী করা হয়। গত বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল উত্তরে প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটকের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি পরাজিত হন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্ব কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রেখে পুনরায় তাঁকে আসানসোল উত্তরে প্রার্থী করে।

গ্যাসের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে মিষ্টি কারখানা, অবরোধ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ঘরে বাইরে গ্যাস সংকট অব্যাহত অন্যান্য জায়গার মতো আসানসোল শিল্পাঞ্চলেও। ইতিমধ্যে বাণিজ্যিক গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে বহু হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। কোথাও বা গ্যাস বাঁচাতে মেনু চাটে কাটিং করতে হয়েছে। এইবার গ্যাস সংকটে একপ্রকার বন্ধের মুখে মিষ্টি কারখানা। আসানসোলের মহিষিলায় স্বপন রায়ের মিষ্টি কারখানা। এই কারখানাতে প্রত্যেকদিন পনেরো থেকে কুড়ি প্রকারের মিষ্টি তৈরি হয়। সেই মিষ্টি শহরের বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে সরবরাহ করা হয়। বিশেষত যে সব মিষ্টির দোকানে নিজস্ব কোন মিষ্টি তৈরির ভাটি নেই, সেই সব মিষ্টির দোকানে এই কারখানা থেকেই মিষ্টি পৌঁছানো হয়। স্বপন বাবু বলেন, কোনও রকমে এলাকায় বহুল প্রচলিত মিষ্টি তৈরি করছেন। তবে দুধ জাতীয় মিষ্টি অর্থাৎ দুধকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফুটিয়ে তার থেকে যে মিষ্টি তৈরি হয়, এই মিষ্টি তৈরি এখন বন্ধ রেখেছেন। এরমধ্যে হল সন্দেশ, রসমালাই-সহ বেশ কয়েক রকম মিষ্টি। স্বভাবতই কারখানায় মিষ্টি না পাওয়ায় সমস্ত দোকানে রকমারি মিষ্টির সংখ্যা কমেছে। মিষ্টির দোকানে গ্রাহকদের জন্য মিষ্টি প্রদর্শনের কাচের শোকেস একপ্রকার ফাঁকা। অপরদিকে, গ্যাস বুক থাকা সত্ত্বেও গ্যাস ডিলারের অফিসে গিয়ে খালি সিলিন্ডার হাতে নিয়ে ফিরতে হচ্ছে গ্রাহকদের। এই অভিযোগে আসানসোলের এলআইসি মোড়ের কাছে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটার অফিসে গিয়ে গ্যাস না পাওয়ায় সোমবার গ্রাহকরা এলআইসি বিল্ডিং সংলগ্ন জিটি রোডে গ্যাস সিলিন্ডার রেখে দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ করে।

ইদ উপলক্ষ্যে কাঁকসা থানায় প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসন্ন ইদ উপলক্ষ্যে সোমবার সকালে কাঁকসা থানায় একটি প্রশাসনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত, এসিপি কাঁকসা এমডি আলি রেজা, কাঁকসা থানার আইসি অমিত দেব, পানাগড় আরপিএফ ওসি, সিআরপিএফ-এর এক আধিকারিক, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত, দেবদাস বক্সি, কুলদীপ সরকার, কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি, উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ, কাঁকসা পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ তথা দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান, আমলাজোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর, গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীনন্দা রায় মহান্তি, উপপ্রধান গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ কোনার, কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডের ওসি এমডি আশরাফুল ইসলাম-সহ অন্যান্যরা। কাঁকসার বিডিও সৌরভ গুপ্ত জানিয়েছেন, প্রতিবছর কাঁকসায় মহাধুমধামে ইদ উৎসব পালিত হয়। শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে কাঁকসায় ইদ উৎসব পালিত হয় সেই বিষয়ে কাঁকসা ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ইমাম ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। তাতে কিভাবে ইদ পালন হবে। কোন কোন জায়গায় প্রশাসনের সহযোগিতা দরকার সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি . নিম্নোক্ত ভেহিকেলগুলির জন্য এক নিলামের ব্যবস্থা করেছে।

বিক্রয়ের জন্য ভেহিকেলসমূহ

১) মডেল **LPT_4225**, ভেহিকেল নং ডব্লুবি ৮৯৩৯৪০, নির্মাণ বর্ষ- ২০২২, সংরক্ষিত মূল্য- ১৭৫৫৩৫১, মেসার্স কোটাক মহিন্দ্রার অধীনে দায়বদ্ধ **"যেখানে যে অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। আগ্রহী পক্ষগণ **সংশ্লিষ্ট** বিজ্ঞাপনের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দর দিতে পারেন-

কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাঙ্ক লি.
২২, ক্যামাক স্ট্রিট, ৬ষ্ঠতল, বি ব্লক,
কলকাতা- ৭০০০১৬ বা
যোগাযোগ করুন :
গৌতম সাহা- ৯৮৩৬১০৯৩১৭/
সুমিত বর্মা (৯৮৭৫৪০৪৮৪৭)।

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
COMMERCIAL SPACE FOR RENT

High visibility first floor commercial space available (2,500 sq.ft) on monthly rent on Ashadeep Complex, Pipe Road, Chiriamore, Kolkata 700120, for set up an Assembly Hall. Attached toilet, parking available. Immediate possession. Contact: P. W. Department, Barrackpore Municipality for detail terms and condition.

Sd/- Uttam Das, Chairman
Barrackpore Municipality

SBI — এসবিআই হোম লোন সেন্টার উত্তরপাড়া (০১৮০৩)
জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৫৮,
ই-মেইল: sbi.01403@sbi.co.in
Public Notice

শ্রী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য,পিতা- প্রয়াত শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী তুলাই, স্বামী- নীলাদ্রি ভট্টাচার্য-এর নামে নথিভুক্ত ২০.০২.২০২৩ তারিখের ১৫২৩০১৮৮০ নম্বর মূল মালিকানা দলিল হারানো প্রসঙ্গে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে, শ্রী নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, পিতা- প্রয়াত শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী তুলাই, স্বামী- নীলাদ্রি ভট্টাচার্য, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং- ২বি, প্লট নং- সিই/১/সি/৩, প্রেমিসেস নং- ০৭-০২১০, স্ট্রিট নং- ০২১০, অ্যাকশন এরিয়া- ১সি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬-এর নামে এডিএসআর রাজারহাটে যথাযথভাবে সম্পাদিত ও নথিভুক্ত **১৫২৩০১৮৮০ নম্বর তারিখ- ২০.০২.২০২৩** মূল মালিকানা দলিল টি গত ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, উত্তরপাড়ার** হেফাজত থেকে হারিয়ে গিয়েছে বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। উক্ত মালিকানা দলিলটির হারানো বা নিখোঁজ হওয়া সংক্রান্ত তথ্য উত্তরপাড়া থানায় ০৫.০৩.২০২৬ তারিখে ২৫৫/২০২৬ নম্বর জি.ডি.ই. মূলে নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদি কারো উক্ত সম্পত্তি বা মালিকানা দলিলের উপর কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে, তবে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে; অন্যথায় এরপর কোনো দাবি গ্রহণ করা হবে না।

তারিখ: ১৭.০৩.২০২৬
স্থান: উত্তরপাড়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই এইচএলসি উত্তরপাড়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD
জোনাল অফিস, কলকাতা উত্তর
ইন্ডিয়ান ব্যাংক ভবন, জি ডি- ৩৭৭-৩৭৮, ৩য় তলা, সেক্টর-৩, সল্ট লেক,
কলকাতা-৭০০১০৬, E-mail : zokolkatanorth@indianbank.co.in

লকার ভেঙে খোলার নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিম্নোক্ত শাখাগুলির লকারধারীগণের উদ্দেশ্যে নীতিগত নোটিশ ইস্যুর মাধ্যমে ব্যাঙ্কের প্রেরিত একাধিক জ্ঞাতকারী নোটিশের উত্তর দেওয়া বা লকারের বকেয়া ভাড়া পরিশোধের অনুদ্যোগের জন্য।
নিম্নোক্ত লকারধারীগণ এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট নোটিশ প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে বকেয়া লকার ভাড়া না পরিশোধ করলে, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্টগণের নামে থাকা লকারগুলি ড্রিল দিয়ে ভেঙে খুলে ফেলতে বাধ্য হবে।
অনুগ্রহ করে অবহিত হোন লকারের মধ্যে থাকা, যদি কিছু থাকে, বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে লকার ভাড়া বকেয়া উশুলের জন্য এবং ভাঙার খরচ উশুলের জন্য এবং ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট বকেয়া থাকলে ব্যাঙ্ক লকারধারীদের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে বাধ্য হবে।

ক্রম নং	শাখার নাম	লকার ভাড়াকারীর নাম	এসএভি এ/সি নং	বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত	লকার ভাড়া বাকি সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে
১.	কলেজ স্কোয়ার শাখা	অমৃত রানি গোপ সঞ্জীব কুমার গোপ	৯৯১৫০৬৬৭৮৫	৯২৯৬/-	৩০.০৬.২০২১
২.		ডা. জয়দীপ সেনগুপ্ত এবং সৌমী সেনগুপ্ত	৪৫০২৩০৩১৩২	১০৯৬৪/-	৩০.০৬.২০২১
৩.		মায়াবতী দত্ত এবং অমৃত কুমার দত্ত	৪৫০২৩০৩১৫৪	১১৪০৭/-	৩০.০৬.২০২১
৪.		কিংশুক দাম এবং শ্রীমতি সুব্রতা দাম	৪৫০০৭২৬২২৮	১৮৪৮৬/-	৩০.০৬.২০২১
৫.		শেখ সাইদুল হক	৪৫০২৩০৩৭৯৯	১০৯৬৪/-	৩০.০৬.২০২১
৬.		প্রশান্ত কুমার সাহা	৪৫০২৩০২৮৪৩	২২২৬৩/-	৩০.০৬.২০২১
৭.		মিহির লাল চক্রবর্তী	৪৫০২৩০০৫৮৪	১০৯৬৪/-	৩০.০৬.২০২১
৮.		রীনা ব্যানার্জি	৪৫০২৩০১৩৩৯	১০৯৬৪/-	৩০.০৬.২০২১

তারিখ : ১৭.০৩.২০২৬
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
হোম লোন সেন্টার কলকাতা
'অবনী হাইটস', ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
অবস্থান- মেট্রো রেল স্টেশন- রবীন্দ্র সদন,
এক্সাইড বিল্ডিং-এর কাছে, ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সঞ্জয় কুমার রাম, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭১০৮৬২, ই-মেইল: sbi.04490@sbi.co.in

গাড়ি বাজেয়াপ্তকরণ এবং বিক্রয় সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (অ্যানেক্সচার -১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ২৭.০৩.২০২৬
সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের আনলিমিটেড এক্সটেনশন সহ।
প্রি-বিড ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- 'আগ্রহী দরদাতারা ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ বা তার আগে প্রি-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা হওয়া এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সেই তথ্য আপডেট হওয়ার পরেই দরদাতাকে প্রি-বিড ইএমডি-র ক্রেডিট দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই যথেষ্ট আগেভাগে ইএমডি-র টাকা জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে'।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ২৫.০৩.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার নিকট দায়বদ্ধ / বন্ধক / চার্জ রাখা হয়েছিল এবং যার বাস্তবিক দখল সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, তা আগামী ২৭.০৩.২০২৬ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সুরক্ষিত পাওনাদারের পাওনা বকেয়া এবং তার ওপর সুদ, খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি (যদি কিছু আদায় হয়ে থাকে তা বাদ দিয়ে) বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ পর্যন্ত আদায়ের লক্ষ্যে এই সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে।

জ্ঞাত দায়ভার (যদি কিছু থাকে) সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না টাকা জমা / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	রেজোলিউশন এজেন্টের ফোন নং
প্রস্তুতকারক ও মডেল- হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেড/এক্সটার 1.2 MT KAPPA SX (O) BS VI), অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪২৯৩৫৫৯২৭৮৫; রেজিস্ট্রেশন নম্বর- WB-26CA-6661, ইঞ্জিন নম্বর- G4LARM870406; চেসিস নম্বর- MALB581CLRM071981; স্বত্বাধিকারী- শ্রী বরুণ সমাদ্দার; তৈরির বছর- ২০২৪	৬,৪৭,০০০/- টাকা **জিএসটি সহ** ; যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** ৬৪,৭০০/- টাকা। বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০০/- টাকা	অ্যামিটি অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশনস ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস ফোন নম্বর - ৯৭৪৮৯১০৯৬৪
প্রস্তুতকারক ও মডেল- রেনল্ট KWID CLIMBER MT 1L SCE, অ্যাকাউন্ট নম্বর- ৪২১৮২৫২২৫৫১; রেজিস্ট্রেশন নম্বর- WB-02AU-3143; ইঞ্জিন নম্বর- B4DJ423E006698; চেসিস নম্বর- MEEBBA009P4843478; স্বত্বাধিকারী- সুমন রায়; তৈরির বছর- ২০২৩	৩,০৫,০০০/- টাকা **জিএসটি সহ**; যার নিচে সম্পত্তিটি বিক্রয় করা হবে না।	**সংরক্ষিত মূল্যের ১০%** ৩০,৫০০/- টাকা। বিড বৃদ্ধির পরিমাণ- ১,০০০/- টাকা।	কুমার অ্যাসোসিয়েটস ফোন নম্বর - ০৮৪৪৩৮৩৭৬২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন এবং ই-অকশন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৭.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক — Punjab & Sind Bank — পী.এস.বী
শ্রীরামপুর শাখা
৫৪, কে. এম. শা স্ট্রিট, শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১, ই-মেইল: s03763@psb.co.in
কোনো পক্ষপাত ব্যতিরেকে

১. **শ্রী গৌতম দাস (লোনগ্রহীতা)**, পিতা- শ্রী হেমন্ত কুমার দাস, ৭৩/১/সি/এ, রামকৃষ্ণ রোড, চাতরা বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০৪
২. **শ্রী হেমন্ত কুমার দাস (সহ-লোনগ্রহীতা)**, পিতা- শ্রী শরৎ চন্দ্র দাস, ৭৩/১/সি/এ, রামকৃষ্ণ রোড, চাতরা বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০৪
৩. **শ্রীমতী মীনা দাস (জামিনদার)**, স্বামী- শ্রী হেমন্ত কুমার দাস, ৭৩/১/সি/এ, রামকৃষ্ণ রোড, চাতরা বৈদ্যবাটি, শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০৪

বিষয়: সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২] -এর ১৩(২) ধারা অনুযায়ী নোটিশ।

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,
১. আপনারা ১ এবং ২ নম্বর প্রাপকগণ ব্যাংকের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং সেই অনুরোধের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক আপনাদের জন্য নিচে বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী নিম্নলিখিত ক্রেডিট সুবিধা(গুলি) মঞ্জুর করেছে-

মঞ্জুরির তারিখ	লোনগ্রহীতা(গণ) -এর নাম	অ্যাকাউন্ট নম্বর	লোনের স্কিম	মঞ্জুরিকৃত অর্থ (টাকায়)	সুদের হার
২৯.০৯.২০২১	শ্রী গৌতম দাস শ্রী হেমন্ত কুমার দাস	১৪৭০১২০০০০০৫১৫	মর্টগেজ টিএল	১০,০০,০০০.০০	৯.৫৫% বার্ষিক

উপরিউক্ত লোন সুবিধাসমূহ স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক দ্বারা যথাযথভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছিল, অর্থাৎ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত এবং বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ মৌজা- চাতরা, জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ১৬৭, আর.এস. নং ৯৫৩, আর.এস. দাগ নং ৭৪৩৫, এল.আর. দাগ নং ৪৯৯০, আর.এস. খতিয়ান নং ২২৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১৫-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে পোঃ- চাতরা, পিন- ৭১২২০৪ ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক জমি এবং তার উপর নির্মিত গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৭৩৩ বর্গফুট ও প্রথমফ্লোরে ৭৩৩ বর্গফুট (সর্বমোট ১৪৬৬ বর্গফুট) পরিমাপের একটি দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক বাড়ি/ভবন। **যার সিইআরএসএআই অ্যাসেট আইডি: ২০০০৫৭৭৮৮৬১৫।**

২. আপনারা ১, ২ এবং ৩ নম্বর প্রাপকগণ ২৯.০৯.২০২১ তারিখে উপরিউক্ত লোন সুবিধার বিপরীতে বিভিন্ন লোন নথি সম্পাদন করেছেন এবং বার্ষিক ৯.৫৫% হারে মাসিক বিরতিতে সুদ প্রদানসহ সময়ে সময়ে ব্যাংকের নির্দেশিকা মেনে চলতে সম্মত হয়েছেন।

৩. আপনারা ২ নম্বর প্রাপকগণ উপরিউক্ত লোন সুবিধার বিপরীতে ব্যাংকের পাওনা সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে মৌজা- চাতরা, জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ১৬৭, আর.এস. নং ৯৫৩, আর.এস. দাগ নং ৭৪৩৫, এল.আর. দাগ নং ৪৯৯০, আর.এস. খতিয়ান নং ২২৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১৫-এর অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনে অবস্থিত ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক জমি এবং তার উপর নির্মিত গ্রাউন্ডফ্লোরে ৭৩৩ বর্গফুট ও প্রথম ফ্লোরে ৭৩৩ বর্গফুট (সর্বমোট ১৪৬৬ বর্গফুট) পরিমাপের দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক বাড়ি/ভবন সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তির সম ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করেছেন।

বন্ধকী সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো :-
ক) বন্ধকদাতার নাম: শ্রী হেমন্ত কুমার দাস
খ) বন্ধকগ্রহীতা: পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক।
গ) সুরক্ষিত অর্থের পরিমাণ: (১.) ১৪৭০১২০০০০০৫১৫ **১০,০০,০০০/- টাকা** (দশ লক্ষ টাকা মাত্র)
ঘ) সুদের হার: ১৪৭০১২০০০০০৫১৫-এর জন্য বার্ষিক ৯.৫৫% হারে মাসিক অবশিষ্টের ।
ঙ) বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ- পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত এবং বৈদ্যবাটি পৌরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ মৌজা- চাতরা, জে.এল. নং ১০, তৌজি নং ১৬৭, আর.এস. নং ৯৫৩, আর.এস. দাগ নং ৭৪৩৫, এল.আর. দাগ নং ৪৯৯০, আর.এস. খতিয়ান নং ২২৮৪, এল.আর. খতিয়ান নং ২৮১৫-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে পোঃ- চাতরা, পিন- ৭১২২০৪ ঠিকানায় অবস্থিত কমবেশি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১২ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক জমি এবং তার উপর নির্মিত গ্রাউন্ড ফ্লোর ৭৩৩ বর্গফুট ও প্রথম ফ্লোর ৭৩৩ বর্গফুট (সর্বমোট ১৪৬৬ বর্গফুট) পরিমাপের একটি দুই তলা বিশিষ্ট আবাসিক বাড়ি/ভবন সম্বলিত স্থাবর সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক।
চ) মালিকানা দলিলের বিবরণ- শ্রী শরৎ চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রী হেমন্ত কুমার দাসের নামে হুগলি জেলার শ্রীরামপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে নথিভুক্ত ২০.০৫.১৯৯২ তারিখের ০৩২৮৬ নম্বর কনভেন্স ডিড বা বিক্রয় দলিল।
ছ) **সম্পত্তির চতুঃসীমা:** উত্তরে- ০৭ ফুট প্রশস্ত সাধারণ যাতায়াতের পথ, দক্ষিণে- গোবিন্দ লাহার সম্পত্তি, পূর্বে- ০৬ ফুট প্রশস্ত পথ এবং তারপর প্রমথ নাথ ঘোষের সম্পত্তি, পশ্চিমে- জোৎস্না সাহার সম্পত্তি।
জ) বর্তমান বকেয়া পরিমাণ: **৮,৮৩,৮৭৮.৪০ টাকা** (আট লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত আটাত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র)।

৪. আপনারা সম্মত হয়েছেন যে, মঞ্জুরিপত্র এবং লোন ডকুমেন্ট এর শর্তাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, সাধারণ সুদের হারের অতিরিক্ত বার্ষিক ২% হারে দণ্ডমূলক সুদ ত্রৈমাসিক বিরতিতে প্রদান করবেন।
৫. **আইনটির ২(ও) ধারার সংজ্ঞা অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২৫ তারিখে অ্যাকাউন্টটিকে 'নন পারফর্মিং অ্যাসেট' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।**
৬. আমার ব্যাঙ্ক নিয়মিত হিসাবের খাতা রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বর্তমানে ৩১-০১-২০২৫ পর্যন্ত সুদসহ মোট **৮,৮৩,৮৭৮.৪০ টাকা** (আট লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত আটাত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) আপনাদের কাছ থেকে আইনত প্রাপ্য এবং আদায়যোগ্য; আপনারা সকলে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে ব্যাংকের এই পাওনা অর্থসহ সুদ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ পূর্ণ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত দিতে বাধ্য থাকবেন।
৭. সুদের হার ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা অনুযায়ী সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা অনুযায়ী বর্তমানে অ্যাকাউন্টে সুদের হার বার্ষিক ৯.৫৫%, যা ০১.০৪.২০০২ থেকে কার্যকর।
৮. আপনারা ব্যাংকের পাওনা পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন যা উপরে বর্ণিত সম্পত্তির মাধ্যমে সুরক্ষিত।
৯. আপনাদের এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, ১৩ ধারার ১৩ উপ-ধারা অনুযায়ী, আপনারা ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে এই নোটিশে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করতে পারবেন না।
১০. বকেয়া দায়ের বিপরীতে যে কোনো দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য ব্যাঙ্ক আপনাদের তলব করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১১. সারফেইসি আইনের ১৩ ধারার ৮ উপ-ধারার বিধানের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে যে আপনারা সুরক্ষিত সম্পত্তি প্রকাশ্যে নিলাম, দরপত্র আহ্বান বা ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে বিক্রির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া অর্থসহ ব্যাংকের ব্যয়িত খরচ ও চার্জ প্রদান করতে পারবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, যদি উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে সম্পূর্ণ বকেয়া ও খরচ পরিশোধ করা না হয়, তবে আপনারা সম্পত্তিটি উদ্ধার বা মুক্ত করার অধিকার হারাবেন।
১২. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই নোটিশটি ব্যাংকের অন্যান্য আইনি অধিকার ও প্রতিকারের কোনো ক্ষতি না করে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে যথাযথ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি কার্যক্রম শুরু করাও অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও এই নোটিশটি ব্যাংকের পক্ষ থেকে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টের ১৩৮ ধারা এবং পেমেন্ট অফ সেটেলমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৭ -এর অধীনে দায়ের করা যে কোনো অভিযোগ বা মামলার অধিকারকেও প্রভাবিত করবে না।

অতএব, আমি এই আইনি নোটিশের মাধ্যমে আপনাদের সকলকে অর্থাৎ ১ থেকে ৩ নম্বর প্রাপকগণকে যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে আহ্বান জানাচ্ছি যে, উপরে ৭ নম্বর প্যারায় বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী **৮,৮৩,৮৭৮.৪০ টাকা** (আট লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত আটাত্তর টাকা এবং চল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং তার সাথে ০১-০২-২০২৬ তারিখ থেকে মাসিক অবশিষ্টের ভবিষ্যৎ সুদ ও অন্যান্য চার্জসহ বকেয়া পাওনা এই নোটিশ প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে ব্যাংকে পরিশোধ করে দায়মুক্ত হোন। অন্যথায়, ব্যাঙ্ক উপরোক্ত সুরক্ষিত পাওনা আদায়ের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর তৃতীয় অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং সেই ক্ষেত্রে এর ফলে উদ্ভূত সমস্ত খরচ ও ব্যয়ের জন্য আপনারা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

"এই আইনের অধীনে আপনাদের আগে পাঠানো সমস্ত নোটিশ এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো"।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে, এই নোটিশের একটি অনুলিপি আমাদের অফিসে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।
আপনার বিশ্বস্ত,

তারিখ: ১৭.০২.২০২৬
স্থান: শ্রীরামপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

পাঞ্জাব এণ্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক — Punjab & Sind Bank — পী.এস.বী
SRIRAMPUR BRANCH
54, K. M. Sha Street, Srirampur, Pin - 712201, E-mail : s03763@psb.co.in
WITHOUT PREJUDICE

1. **Shri Nirmal Majumder (Borrower)**, 49, Panchugopal Bhaduri Sarani, Serampore, District - Hooghly, West Bengal, Pin - 712201
2. **Shri Tanuja Majumder (Co- Borrower),** 49, Panchugopal Bhaduri Sarani, Serampore, District - Hooghly, West Bengal, Pin - 712201

Reg: Notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and enforcement of security interest act, 2002 [Sarfaesi aAct, 2002].
Dear Sirs/Madam,
1. That you addressee(s) No.1 and 2 , requested the Bank for financial assistance and upon the request the Bank sanctioned and allowed the following credit facility(s) to you as detailed below:

Date of Sanction	Name of Borrower(s)	Account Number	Loan Scheme	Sanction Amount (Rs.)	Rate of Interest
26.09.2019	Nirmal Majumder and Tanuja Majumder	14701200000249	Housing Loan	15,00,000.00	8.80% P. A.

The above loan facilities was duly secured by way of equitable mortgage of immovable property i.e. **Residential Flats (i) No. 3B,** in the third floor of Kalyani Apartment North- East-West side measuring 800 Sq. Ft. more or less super built up area and **(ii) Flat No. 2B,** in the second floor, North-West side measuring 600 Sq. Ft. more or less super built up area together with undivided proportionate share and interest in the land with common area and facilities in the said G+4 Building lying at and in Mouza - Serampore,J. L. No. 13, R. S. Daag No. 2345, L. R. Dag No. 3207, R. S. Khatian No. 3974, L. R. Khatian Nos. 30934, 30958, 30921, 30936, 30955 & 30917, being Holding No. 35/A, Benia Para Lane, under Serampore Municipality, Ward No. 3, P. S. Serampore, District - Hooghly, West Bengal. **CERSAI Asset ID : 200052572906**
2. That you addressee No.1 & 2 executed the various loaning documents in respect of the above facilities **on 26.04.2019** and also agreed to pay the rate of interest at the rate of **8.80 % per annum** with monthly rests and guidelines of the Bank from time to time, in respect of the above said facilities, guidelines of the Bank from time to time.
3. That you addressees No.1 & 2 created equitable mortgage in respect of immovable i.e. Residential **Flats (i) No. 3B,** in the third floor of Kalyani Apartment North- East-West side measuring 800 Sq. Ft. more or less super built up area and **(ii) Flat No. 2B,** in the second floor, North -West side measuring 600 Sq. Ft. more or less super built up area together with undivided proportionate share and interest in the land with common area and facilities in the said G+4 Building lying at and in Mouza - Serampore, J. L. No. 13, R. S. Daag No. 2345, L. R. Dag No. 3207, R. S. Khatian No. 3974, L. R. Khatian Nos. 30934, 30958, 30921, 30936, 30955 & 30917, being Holding No. 35/A, Benia Para Lane, under Serampore Municipality, Ward No. 3, P. S. Serampore, District - Hooghly, West Bengal to secure the dues of the Bank, in consideration of the above said loan facilities.
The details of the property mortgaged are as under: -
(A) Name of the Mortgagors :
1. Shri Nirmal Majumder and 2. Mrs. Tanuja Majumder
(B) Mortgagee : Punjab & Sind Bank.
(C) Sum Secured : 14701200000249 Rs.15,00,000/- (Rupees Fifteen Lakh only)
(D) Rate of Interest : 14701200000249 @ 9.20 % P. A. with monthly rests (Present ROI)
(E) Details of the property Mortgaged : Residential **Flats (i) No. 3B,** in the third floor of Kalyani Apartment North- East-West side measuring 800 Sq. Ft. more or less super built up area and **(ii) Flat No. 2B,** in the second floor, North-West side measuring 600 Sq. Ft. more or less super built up area together with undivided proportionate share and interest in the land with common area and facilities in the said G+4 Building lying at and in Mouza - Serampore, J. L. No. 13, R. S. Daag No. 2345, L. R. Dag No. 3207, R. S. Khatian No. 3974, L. R. Khatian Nos. 30934, 30958, 30921, 30936, 30955 & 30917, being Holding No. 35/A, Benia Para Lane, under Serampore Municipality, Ward No. 3, P. S. Serampore, District - Hooghly West Bengal to secure the dues of the Bank, in consideration of the above said loan facilities.
(F) Details of the Title Deed(s) : (i) Deed of Conveyance Being No. 060504360 Dated 25.10.2019 registered in the name of **Mr. Nirmal Majumder and 2. Mrs. Tanuja Majumder** at ADSR, Serampore and District - Hooghly.
(ii) Deed of Conveyance Being No. 0605043601 Dated 25.10.2019 registered in the name of **Mr. Nirmal Majumder and 2. Mrs. Tanuja Majumder** at ADSR, Serampore and District - Hooghly.
(G) Property bounded as 2 Flat 2B and 3B at Kalyani Apartment) : **FLAT 3B** - North : Open to Sky, South : Flat No. 3C & Staircase, East : Open to Sky, West : Open Space & Municipal Road. **Flat 2B -** North : Open to Sky, South : Flat No. 2C & Staircase, East : Flat No. 2A, West : Open Space & Municipal Road. **Land Boundary -** North: Property of Trailokya Sil, South: Property of Prasad Lahiri, East : Property of Manas Basu and Property of Ashok Pal, West : Municipality Road Benia Para Lane.
(H) Present Sum Due : Rs. 13,23,547.20 (Rupees Thirteen Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred Forty Seven and Paisa Twenty only).
4.That you agreed to pay the additional interest at the rate of 2 % per annum over and above the normal agreed rate of interest with quarterly rests, in case of default in terms and conditions of the sanction and loaning documents.
5. The account was classified as Non-Performing Asset within the definition of section 2(O) of the act **on 29-10-2025.**
6. That my Bank maintains the regular books of account and now a sum of : **Rs. 13,23,547.20** (Rupees Thirteen Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred Forty Seven and Paisa Twenty only). Inclusive of interest up to **31-01-2026** is legally due and recoverable from you above named addressees and you all are jointly and severally liable to pay the above said dues to the Bank with interest cost and other usual Bank charges till the date of payment in full.
7. That the rate of interest varies from time to time as per internal guidelines of the Bank and the present rate of interest in account is **9.20 %** as on date with monthly rests w.e.f. **01.04.2002** as per the Reserve Bank of India directives.
8. That you have defaulted in the repayment of the dues of the Bank which is secured as mentioned above.
9. You are also put on notice that in terms of sub section 13 of section 13 you shall not transfer by sale, lease or otherwise the said secured assets detailed in this notice without obtaining written consent of the Bank.
10. That Bank reserves its right to call upon you to repay the liabilities that may arise under the outstanding liabilities.
11. Your kind attention is invited to the provisions of sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act where under you can tender the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the Bank only till the date of publication of the notice for sale of the secured asset(s) by public auction, by inviting quotations, tender from public or private treaty. Please also note that if the entire amount of outstanding dues together with the costs, charges and expenses incurred by the Bank is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured assets.
12. Please also note that this notice is sent to you without prejudice to the other rights and remedies available to the bank including initiation of the appropriate legal proceedings before appropriate Courts and/or Tribunals for recovery of the above said outstanding amounts. This notice is also without prejudice to the Bank's right for undertaking the prosecution of any complaint filed by bank under Section 138 of Negotiable Instrument Act, 1881 as amended and/or Payment of Settlement Act 2007 as amended.
I, therefore, by virtue of this legal notice, hereby call upon all of you i.e. addresses No 1, to 2, jointly and severally and to make the payment and discharge in full liabilities amounting to: **Rs.13,23,547.20** (Rupees Thirteen Lakh Twenty Three Thousand Five Hundred Forty Seven and Paisa Twenty only) as per details mentioned in Para 7 above + future interest + charges w.e.f. **01-02-2026** with monthly rests, to the Bank within 60 days from the receipt of this notice, failing which the Bank shall be constrained to take measures under the provisions of chapter III of SARFAESI Act, 2002, for recovery of above secured dues and in that case you will be jointly and severally liable to pay for all cost and other expenses arising there from.
Please note that the copy of this notice has been retained in our office.
Yours sincerely,

Date : 17.02.2026
Place : Srirampur
Authorised Officer
Punjab & Sind Bank

উত্তর ২৪ পরগনায় নির্বাচনের তথ্য বহন করবে 'সুবিধা', 'সুগম'

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনায়: রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় আগামী ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের দিন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তাই জেলাজুড়ে কার্যকর হয়েছে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট। এদিন জেলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলাশাসক সৈয়দ এন সাংবাদিক সম্মেলন করে জেলার ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, 'নির্বাচন সূচি অনুযায়ী আগামী ২ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১০ এপ্রিল মনোনয়নপত্র যাচাই করা হবে এবং ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত প্রার্থীরা মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে পারবেন। এরপর ২৯ এপ্রিল বুধবার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৪ মে ভোট গণনা হবে এবং সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া ৬ মে-র মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।'

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং

অফিসারদের দপ্তরে মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ভোট সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে ও তথ্য পেতে একটি অভিযোগ ও হেল্পলাইন সেল গঠন করা হয়েছে। এর জন্য টোল ফ্রি নম্বর ০৩৩-২৫৮৪-৭০০৭ এবং ১৯৫০ চালু করা হয়েছে। নির্বাচনী অনুমতি দ্রুত পাওয়ার জন্য 'সুবিধা' নামে একটি সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সভা, মিছিল, গাড়ি ব্যবহার বা হেলিকপ্টার অবতরণের মতো বিভিন্ন অনুমতি নেওয়া যাবে। একইসঙ্গে যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য 'সুগম' সফটওয়্যারও চালু করা হয়েছে। জেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনায় মোট ভোটারের সংখ্যা ৭৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৯৩ জন, মহিলা ভোটার ৩৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৯১ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২০৬ জন। ভোটারদের সুবিধার জন্য ভোটের তারিখ, সময় এবং বুথের তথ্য উল্লেখ করে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ, বুথ লেভেল অফিসারদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে এই স্লিপ ভোট দেওয়ার জন্য পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

জেলা জুড়ে মোট ৮,৬৭২টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোটারদের পরিচয় যাচাইয়ের জন্য এপিক কার্ডের পাশাপাশি আধার কার্ড, পাসপোর্ট, প্যান কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, এমজিএনরেগা জব কার্ড, ব্যাংক বা পোস্ট অফিসের ছবি-সহ পাসবই, স্বাস্থ্য বীমা কার্ড-সহ নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত মোট ১২ ধরনের নথি ব্যবহার করা যাবে। প্রশাসনের দাবি, শান্তিপূর্ণ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই যাবতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনায় বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যাও ৫ লক্ষ ৯১ হাজারের বেশি। নির্বাচন কমিশনের তরফে আগামী সংশোধনী ভোটার তালিকা দ্রুত প্রকাশ করা হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে।

সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে তৎপর মালদা জেলা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এবারের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম পর্যায়ে ২৩ এপ্রিল উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলির সঙ্গে মালদায় ভোট হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচনে ব্যবহৃত গাড়ির যাতে কোনরকম সমস্যা না হয়, সে ব্যাপারেও তৎপরতা শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। এবারের নির্বাচনে জেলায় ৫০ থেকে ৬০ হাজার ভোট কর্মীর প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে খুব গুরুতর পরিস্থিতি ছাড়া ভোটের ডিউটিতে নাম কাটানো বরদাস্ত করবে না প্রশাসন বলেও সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলায় ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৩ হাজার ১০৬। যার মধ্যে প্রায় ১৭০০ ভোট কেন্দ্রই রয়েছে স্পর্শকাতর। সেক্ষেত্রেও ওইসব ভোটকেন্দ্রের ওপর বাড়তি নজরদারি চালাবে প্রশাসন। রবিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এরাজ্যের ভোট ঘোষণা করা হয়েছে। আর তারপর থেকেই লাগু হয়েছে নির্বাচনী বিধি। সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসনিক ভবনের বিধানসভা নির্বাচন সংক্রান্ত মালদা জেলার নানান তথ্যভিত্তিক বিষয় নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল। তিনি বলেন, 'মালদায় ১৮ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী নির্বাচনের প্রাক্কালে এসে পৌঁছেছে। তাঁরা রুটমার্চ শুরু করেছে। আরও অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্বাচনের আগে জেলায় আসবে। তবে সেই সংখ্যাটা এই মুহূর্তেই পরিষ্কার করে বলা যাচ্ছে না। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর পরবর্তী বিচারাধীন ভোটার যারা রয়েছেন, তারা পরবর্তীতে কত পরিমাণ যুক্ত হবে সেটা তখনকার রিপোর্ট অনুযায়ী বলা সম্ভব। তবে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন করতে প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।' জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে গাজল এবং মালদা বিধানসভা কেন্দ্র হচ্ছে তপশিলি জাতি অন্তর্ভুক্ত। হবিপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি হচ্ছে তপশিলি উপজাতি অন্তর্গত। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর এখনও পর্যন্ত মালদা জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ২১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭৬। যদিও জেলায় এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন ভোটার তালিকায় ৮ লক্ষ এরও বেশি নাম রয়েছে। অ্যাডজুকেশন তালিকায় থাকায় ভোটারদের নাম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট আসলে সংখ্যাটা বাড়তে পারে। জেলায় ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৩ হাজার ১০৬ টি। এবারে ৫০ থেকে ৬০ হাজার ভোট কর্মী প্রয়োজন রয়েছে। তবে পর্যাপ্ত গাড়ি ভোটের কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তেমন কোনও সমস্যা হবে না বলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। নির্বাচনের সময় ইভিএম মেশিন গুলিতে প্রতিটি প্রার্থীর রঙিন ছবিও এবার দেওয়া থাকবে। জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল আরও জানিয়েছেন, 'নির্বাচন বিধি লাগু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে সরকারি দেওয়াল, ভবনগুলি থেকে বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংক্রান্ত হোডিং, ব্যানার, পোস্টার খোলার কাজও শুরু হয়েছে। দুই দফার নির্বাচনের মধ্যে প্রথম দফা ২৩ এপ্রিল মালদায় ভোট অনুষ্ঠিত হবে। ৪ মে গণনা। সেই গণনা কেন্দ্রের চারটি জায়গা ইতিমধ্যে বাছাই করা হয়েছে। সেটি নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছে।

চাষিদের সুবিধার্থে নথিপত্র সংগ্রহ ব্লক সভাপতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: শুরু হয়েছে সরকারি মূল্যে আলু কেনার প্রক্রিয়া। জামালপুরে ও কিষাণ মান্ডিতে আলু কেনা চলছে। কৃষকরা ভিড় জমিয়েছেন সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করতে। কিন্তু সেখানে কৃষকদের পাশে থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জামালপুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান। কৃষকদের সময় বাঁচাতে তাদের সমস্ত নথিপত্র নিজের হাতে সংগ্রহ করে সরকারি আধিকারিকের কাছে পৌঁছে দিলেন নিজেই। এমনিতেই মাঠে আলু পড়ে রয়েছে। চাষের কাজ ছেড়ে এভাবে আরও বিক্রি করতে সময় ব্যয় করলে কৃষকদের সমস্যা হতে পারে জেনেই কৃষক পরিবারের ছেলে মেহেমুদ খান নিজের উদ্যোগেই সমস্ত কৃষকদের দায়িত্ব নেন। কৃষকদের বলেন, মাঠে গিয়ে চাষের কাজ করতে। মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, তিনি কৃষকদের সমস্যা বোঝেন। তিনি নিজেও কৃষক পরিবারের ছেলে। এই সময় মাঠে আলু পড়ে রয়েছে। শুরু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টি। খুব দ্রুততার সাথে ঘরে আলু না তুলতে পারলে মাঠে আলু পড়েই নষ্ট হবে। তাই কোনোভাবেই কৃষকদের সময় নষ্ট করতে তিনি দিতে চান না। আলু বিক্রির প্রক্রিয়ার সমস্ত কাজের তদারকি করেন নিজের হাতেই।

'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টার ঘিরে উত্তপ্ত কালনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: বিধানসভা ভোট ঘোষণা হতেই জেলা জুড়ে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে পরিস্থিতি। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ভোট পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবার উঠে এলো পূর্ব বর্ধমান জেলার নাম। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনায় কে বা কারা 'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টার চাপিয়ে দিয়েছে শহর জুড়ে। আর এই পোস্টার ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আর এই পোস্টার খোলাকে কেন্দ্র করে যুযুধান দুই পক্ষ তৃণমূল এবং বিজেপি নেমে পড়ে রাস্তায়।

কালনা মণ্ডল বিজেপির তরফ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়, গোটা কালনা শহর জুড়ে রবিবার থেকে 'বয়কট বিজেপি' লেখা পোস্টার দেখা যায়। সেই পোস্টারগুলো খোলার জন্য সোমবার কিছু বিজেপির যুব মোর্চার সদস্যরা পৌঁছালে, তৃণমূলের লোকেরা এসে পোস্টার খুলতে বাধার সৃষ্টি করে। সেই সময় কথা কাটাকাটির পর্যায় থেকে তৃণমূলের লোকজন বিজেপি কর্মীদের উপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। পালটা তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করে জানানো হয়, কালনা শহরে যে সকল তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার লাগানো ছিল সেগুলো বিজেপির লোকেরা এসে ছিড়ে মাটিতে ফেলে

দেয়। সে সময় বিজেপির মণ্ডল জেলা সভাপতি-সহ তার লোকজন তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলাদেরকে মারধর করার পাশাপাশি অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। এই অভিযোগে তৃণমূলের পক্ষ থেকে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালনা থানার পুলিশ। বিজেপি কর্মী সমর্থক এবং তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে পুলিশ। সেই সঙ্গে বিজেপি এবং তৃণমূল দুই পক্ষই পুলিশের কাছে একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে।

হুগলিতে তৃণমূলের বেশ কিছু আসনে প্রার্থী বদলের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিধানসভা নির্বাচন এসে গেল দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। বামফ্রন্ট তাদের এক দফা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে খুব সম্ভবত মঙ্গলবার। তার মধ্যে এবার হুগলির ১৮টি আসনের মধ্যে ৫-৬ টি আসনের বিজয়ী প্রার্থীদের বদল হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। যেমন বদল হতে পারে পান্ডুয়া, বলাগড়, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, তারকেশ্বর। বিশেষ করে এই আসনগুলিতে এবার বদল হতে চলেছে প্রার্থী। এছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু সিটে নতুন প্রার্থী আসছেন। যেমন আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল, পুরশুড়া এই আসনগুলিতে গতবার তৃণমূল প্রার্থীরা জিততে পারেননি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ছিল প্রবল। তার মধ্যে এবার খানাকুল কেন্দ্রে পোস্টার পড়েছে স্থানীয় প্রার্থী চাই একই কথা আরামবাগ, পুরশুড়া, গোঘাট কেন্দ্রে। ওই এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'আমরা স্থানীয় প্রার্থী চাই।' আবার একই বক্তব্য উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দাদের। তাঁরা আবার স্থানীয় প্রার্থী হিসেবে প্রাক্তন তৃণমূল জেলা সভাপতি তথা উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদবকে চাইছেন বলে পোস্টার পড়েছিল। বেশিরভাগ মানুষের বক্তব্য, বাইরের প্রার্থী দিলে তাঁকে এলাকায় খুব বেশি পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রার্থী পেলে সব সময় তাঁকে কাছে পাওয়া যেতে পারে। বলাগড়ের মানুষও চাইছেন স্থানীয় প্রার্থী। তারকেশ্বর কেন্দ্রে বিরোধী একটি দলের প্রার্থী পদের নাম শোনা যাচ্ছে এক সাংবাদিকের। তাঁকে টক্কর দেওয়ার জন্য এক মহিলা সাংবাদিকের নাম শোনা যাচ্ছে তৃণমূলেরও। অতএব চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই জানালেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। এছাড়াও দু-একটা আসনে চমক থাকতে পারে বলে একটি সূত্রের খবর।

সিউড়ি বিধানসভায় নাম ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখন শুরু করে দিলেন সিউড়ি বিধানসভার বিজেপির প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বীরভূমে ৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বীরভূমের ১১টির মধ্যে ৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। দুবরাজপুরে বিজয় বাগদি, সিউড়ি মতিউর রহমান, নানুরে প্রার্থী হচ্ছেন শ্যামলী প্রধান, সাঁইথিয়ায় দেবু চুনারি, রামপুরহাটে সঞ্জীব মল্লিক, হাসন কামাল হাসান, নলহাটিতে নাম উঠে এসেছে এআইএফবি'র দীপক চ্যাটার্জীর।

হুগলিতে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন জনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সজোরে গিয়ে প্রথমে রাস্তার বাঁদিকের একটি গাছে ধাক্কা। পরে উল্টো দিকের একটি গাছে ধাক্কা মেরে উল্টে যায় গাড়ি। সামনে একটি কুকুর রাস্তা পার হওয়ার সময়েই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ঘটল বিপত্তি। রবিবার রাতে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা চুঁচুড়া-তারকেশ্বর রোডে। দুর্ঘটনায় তিন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতেরা হলেন যোগিতা রানা (২১), জ্যোতি বিশ্বাস (২১) ও শেখ হাসিব আহমেদ (৩০)। গুরুতর আহত গাড়ির চালক সৈয়দ সাগির হোসেন। জানা গিয়েছে, যোগিতা ও জ্যোতি স্থানীয় একটি পানশালায় ড্যান্সার হিসেবে কাজ করতেন। রবিবার রাতে গুড়াপের আজাদ হিন্দ ধাবায় খাওয়া-দাওয়ার পরে চুঁচুড়ায় ফিরছিলেন তাঁরা। পোলবার আলিনগর পেরিয়ে গোটুর দিকে রকেটের গতিতে ছুটছিল গাড়িটি। সেই সময়েই গাড়িটির সামনে থেকে একটি কুকুর রাস্তা পার করছিল। সেই সময়েই ঘটে দুর্ঘটনা। ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়। গাড়ির চালককে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় দোকানদার বলেন, 'আমার দোকানের সামনেই দুর্ঘটনাটি হয়েছে। তিন জন মারা গিয়েছেন।' রাতের দিকে এই রাস্তা দিয়ে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল করে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি প্রিয়ব্রত বক্সী জানিয়েছেন, ঘটনার খবর পেয়ে একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। চালক আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার অমিল, বন্ধের মুখে বর্ধমানের বিখ্যাত ল্যাংচা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শক্তিগড়: যুদ্ধের কারণে হারিয়ে যেতে বসেছে মিষ্টির স্বাদ। জ্বালানির কোপে বন্ধের মুখে বর্ধমানের বিখ্যাত ল্যাংচা। শক্তিগড়ের অধিকাংশ ব্যবসায়ী শনিবারের পর থেকে ল্যাংচা নতুন করে বানানো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন।

সীতাভোগ, মিহিদানার রপ্তানিও বন্ধ। বন্ধের মুখে মিষ্টান্ন শিল্প। বাণিজ্যিক গ্যাসের কোপে শতাধিক ল্যাংচা ব্যবসায়ীর মাথায় হাত পড়েছে। বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মিষ্টি প্রস্তুত করতে পারছেন না তাঁরা। পূর্ব বর্ধমানে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই ধারে রয়েছে সারি সারি ল্যাংচার দোকান। যাতায়াতের পথে অধিকাংশ ছোট গাড়ি, দূরপাল্লার বাস সেখানে থামে। কেউ বসে ল্যাংচার স্বাদ নেন। কেউ বাড়ির জন্য কিনে নিয়ে যান। দোকানগুলির সামনে দাঁড় করানো গাড়ির সারি আর মানুষের ভিড় বুঝিয়ে দেয় বিখ্যাত ল্যাংচা বিক্রির বহর। কিন্তু ল্যাংচা তৈরির জন্য মজুত করা কাঁচামাল নিয়েও সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। কাঁচামাল দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া যাবে না। গ্যাসের সংকট যদি কয়েকদিনের মধ্যে না মেটে তাহলে, সমস্ত কাঁচামাল নষ্ট হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা।

শক্তিগড় এলাকায় রয়েছে প্রায় ১৩০টি ল্যাংচার দোকান। দৈনিক কোটি টাকার ব্যবসা হয় এই এলাকায়। ছোট-বড় অনেক দোকান এই ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। জানা গিয়েছে, বর্ধমানের শক্তিগড়ে ল্যাংচা ব্যবসায় সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রায় ৩৫০০ মানুষ। সেখানে মিষ্টি তৈরির কারিগর, দোকানের কর্মী, কাঁচামাল সরবরাহকারী ও ব্যবসায়ীরা রয়েছেন। গ্যাসের সংকটের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে তড়িঘড়ি সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে করছেন না কেউই। এর ফলে অনেক ছোট ব্যবসায়ী ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্থায়ীভাবে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে পারেন বলে জানিয়েছেন। লোকসানের মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীরা। ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, কোভিডের সময় বড় ধাক্কা সামলেছেন তাঁরা। এখন জ্বালানির কারণে এবার লোকসানের মুখে পড়েছে ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা। এলাকার ল্যাংচা ব্যবসায়ী সুব্রত দত্ত বলেন, 'বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার যাঁরা সরবরাহ করতেন তাঁরা সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। কিছু ব্যবসায়ী নিজের তাগিদে ব্ল্যাকে সিলিন্ডার সংগ্রহ করে কাজ চালু রেখেছেন। এর ফলে, নতুন করে

মিষ্টি তৈরি করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দোকানে যে পরিমাণ মজুত রয়েছে তার উপরেই ভরসা করে ব্যবসা চালু রাখা হয়েছে। এই সঙ্কট চলতে থাকলে শক্তিগড়ের অধিকাংশ ল্যাংচা দোকান বন্ধ রাখতে হবে।'

ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গ্যাসের জ্বালানির পরিবর্তে ইলেকট্রিক বা কাঠের বয়লার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কারণ যে পরিমাণ ল্যাংচা তৈরি হয় তাতে এই ধরনের জ্বালানি ব্যবহার করা সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। এছাড়া আগের মতো পরিকাঠামো নেই দোকান গুলির। গ্যাসের সিলিন্ডারের সংকট না মিটলে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই ডোমেস্টিক গ্যাস ব্যবহার করছেন। সংগঠনের তরফে তাদের নিয়ম না মেনে ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে।'

৭ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life

এআরবি শাখা
৫৯বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা- ৭০০০২০
মোবাইল: ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ই-মেইল: c0719@psb.bank.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

(সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট -২০০২ -এর শর্তাবলী অনুসারে)

যেহেতু সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত আধিকারিক ১৩(১২) ধারা সহ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা তাঁকে দেওয়া হয়েছে, অ্যাকাউন্টগুলির পাশে উল্লিখিত তারিখে ১৩(২) ধারা অনুসারে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যেখানে ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাদেরকে বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এতদ্বারা নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা সহ প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলীর দ্বারা তাঁকে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করে সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক-এর সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুসারে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক দখল নেওয়ার পর, ঋণগ্রহীতা(গণ)-এর পাশে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ এবং সেখানে উল্লিখিত তারিখ থেকে এর উপর সুদ ও খরচ ও চার্জ সহ, নিচে সংক্ষিপ্ত বিবরণে দেওয়া **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা-কিছু আছে"** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** শর্তে নিম্নোক্ত সম্পত্তিটি কেনার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক সীলমোহর করা খামে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে-

ই-অকশনের তারিখ: ৩০.০৪.২০২৬, অকশনের সময়: দুপুর ২.০০টা - বিকাল ৪.০০ টা
ইএমডি এর শেষ তারিখ- ২৯.০৪.২০২৬, সময় বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত
বিক্রয়ের স্থান: https://www.baanknet.com

অনুমোদিত আধিকারিকের নাম : শ্রী নাফে সিং, ফোন নং- ৯৯৫৩৩ ১২১৮৫, ইএমডি -এর জন্য এনইএফটি /আরটিজিএস -এর বিবরণ: আইএফএসসি - PSIB0000719, অ্যাকা. নং ০৭১৯৫০৪০০৭০০০৩

ক্র. নং.	ক) শাখার নাম খ) ঠিকানাসহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ / স্বত্বাধিকারীর নাম	সম্পত্তির ছবি এবং বিবরণের জন্য কিউআর কোড	ক) ১৩(২) বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) ১৩(৪) বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স কৃশ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: শ্রী সঞ্জয় কুমার কামাত জামিনদারগণ: ১. শ্রী দিলীপ কুমার কামাত ২. শ্রী বিনোদ কুমার কামাত	মৌজা- মালিপাড়া বোড়াল, জে.এল. নং ৬১, আর.এস. দাগ নং ২৭০ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৩৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং ৩৮০ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ২২৫০ এর অন্তর্ভুক্ত; দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত এবং রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনস্থ ২ (দুই) কাঠা ২ (দুই) ছটাক পরিমাপের দালানসহ জমি। উক্ত সম্পত্তিটি দক্ষিণ ২৪ পরগণা এ.ডি.এস.আর. অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত এবং আই-০৬২০০/১১ এবং আই-১০৮০/১৩ নম্বর বিক্রয় দলিল মূলে **সঞ্জয় কামাত, দিলীপ কুমার কামাত ও বিনোদ কুমার কামাত -এর নামে** নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা:-** উত্তরে- ১৬ ফুট প্রশস্ত মালিপাড়া রোড। দক্ষিণে- আর.এস. দাগ নং ২৭০-এর জমির অংশ। পূর্বে- আর.এস. দাগ নং ২৭০-এর জমির অংশ। পশ্চিমে- ১৪ ফুট প্রশস্ত পাবলিক রাস্তা।		ক) ২৮.০৪.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ৪৮,১৩,৪৫০.৯৩ টাকা (আটচল্লিশ লক্ষ তেরো হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা এবং তিরানব্বই পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৫৭.৮০ লক্ষ টাকা খ) ৫.৭৮ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) সুজাতা সাঁপুই জামিনদারগণ: ১. শ্রী সোমনাথ সাঁপুই ২. শ্রী অভিজিৎ রাহা	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১২৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত মৌজা- পূর্ব বড়িশা, জে.এল. নং ২৩, আর.এস. নং ৪৩, তৌজি নং ২৪০, দাগ নং ৫৮৯ ও ৬৪৯ এবং আর.এস. খতিয়ান নং ১৭০১-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে প্রেমিসেস নং ২৪৯/১এ, ভুবন মোহন রায় রোড, কুমারপাড়া, সখেরবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৮ ঠিকানায় অবস্থিত ৩ তলা বিশিষ্ট আর.সি.সি. ফ্রেমড আবাসিক বাড়িসহ জমি। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- অমিতাভ সেনগুপ্তের জমি। দক্ষিণে- প্রদীপ সমাকরের জমি। পূর্বে- কাশীনাথ মল্লিকের কুঁড়েঘর। পশ্চিমে- ১০ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি. রাস্তা।		ক) ০৮.০৪.২০২১ খ) ২৮.০৯.২০২১ গ) ২৬,১৩,৪৬৮.০৯ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ তেরো হাজার চারশত আটষট্টি টাকা এবং নয় পয়সা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৬০.৪৪ লক্ষ টাকা খ) ৬.০৫ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) আবুল হাসনাত; জামিনদারগণ: ১. শ্রী সুশান্ত সেনগুপ্ত, ২. শ্রীমতী রেবেকা সুলতান	উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পানিহাটি পৌরসভার ২২ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং ঘোলা, সোদপুর থানার অন্তর্গত মৌজা- নাটাগড়, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ১০১, তৌজি নং ১১৫, আর.এস. দাগ নং ১৭৮১ (পি) এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৫৯৭-এর অন্তর্ভুক্ত; বর্তমানে চত্বর নং ১১৩, নাটগড় মেইন রোড, পঞ্চবটী, পোঃ ও থানা- ঘোলা, কলকাতা- ৭০০১১৩ ঠিকানায় অবস্থিত 'পঞ্চবটী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক একটি জি+৩ তলা বিশিষ্ট আর.সি.সি. ফ্রেমড আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ১ম ফ্লোরে দক্ষিণমুখী কমবেশি ৬৬৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া বিশিষ্ট '১সি' নম্বর আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা:-** উত্তরে- সিঁড়িঘর। দক্ষিণে- উন্মুক্ত আকাশ। পূর্বে- অন্যদের ফ্ল্যাট। পশ্চিমে- উন্মুক্ত আকাশ।		ক) ০৩.০৩.২০০৮ খ) ১৪.০২.২০১৪ গ) ৫,০০,৭৭৪.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতশত চুয়াত্তর টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ১০.৯৯ লক্ষ টাকা খ) ১.১০ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৪.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স রাজ মিলন জামিনদারগণ: শ্রীমতী উৎপলা আচার্যি	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ১৩০ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং পর্ণশ্রী থানার অন্তর্গত বেহালা পোঃ এলাকার ৪৮, বেচারাম চ্যাটার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৪ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত 'সি-১' নম্বর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি মার্বেল মেঝেযুক্ত এবং ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট ও বারান্দাসহ আনুমানিক ৮১০ বর্গফুট (কম বা বেশি) সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট। এর সাথে প্রথম তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির উপর নির্মিত ভবনের এবং 'এ' তফসিলে বর্ণিত জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সমস্ত সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। দানকৃত ও হস্তান্তরিত এই ফ্ল্যাটটি সংযুক্ত মানচিত্রে লাল রেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যা এই দানপত্র দলিলের অংশ হিসেবে গণ্য হবে। উক্ত সম্পত্তিটি ১৯.০১.২০১৮ তারিখের আই-০৭৫২/১৮ নম্বর দানপত্র দলিল অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার এ.ডি.এস.আর.-২ অফিসে নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ। দক্ষিণে- উন্মুক্ত আকাশ। পূর্বে- উন্মুক্ত আকাশ। পশ্চিমে- সিঁড়ি ও লবি।		ক) ০৩.০৩.২০০৮ খ) ১৪.০২.২০১৪ গ) ৫,০০,৭৭৪.০০ টাকা (পাঁচ লক্ষ সাতশত চুয়াত্তর টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ৩১.৪২ লক্ষ টাকা খ) ৩.৪৩ লক্ষ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৫.	ক) এআরবি, কলকাতা খ) মেসার্স রক্সটন ইলেক্ট্রনিক্স প্রাঃ লিঃ জামিনদারগণ: ১. শ্রী আলোক কুমার আগরওয়াল ২. শ্রী আদিত্য বিক্রম আগরওয়াল ৩. শ্রী প্রবীণ কুমার আগরওয়াল ৪. শ্রীমতী অনুজা আগরওয়াল ৫. কুমারী স্নেহা আগরওয়াল ৬. কুমারী প্রাপ্তি আগরওয়াল	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৮৬ নং ওয়ার্ডের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এবং গড়িয়াহাট থানার অন্তর্গত ১৬/২জে, ডোভার লেন, কলকাতা- ৭০০০২৯ ঠিকানায় অবস্থিত ১ (এক) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক ৪৩ বর্গফুট (কম বা বেশি) পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত কাঠামো সম্বলিত সম্পত্তির অবিভক্ত ২/৩ অংশ। উক্ত কাঠামোর মধ্যে ১ম ফ্লোরে প্রায় ৮৭৫ বর্গফুট এবং ২য় ফ্লোরে প্রায় ৬৭৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সর্বমোট ১৫৪৮ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ২য় ফ্লোরে ১৬৫.৪৪ বর্গফুট সিমেন্টের মেঝেযুক্ত উন্মুক্ত ছাদ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সম্পত্তিটি শ্রী রাজ কুমার আগরওয়ালের পুত্র **শ্রী প্রবীণ কুমার আগরওয়ালের নামে** নথিভুক্ত রয়েছে। **সম্পত্তিটির চতুঃসীমা নিম্নরূপ:-** উত্তরে- ১৬/২বি, ডোভার লেন চত্বর। দক্ষিণে- ১৬পি, ডোভার লেন চত্বর। পূর্বে- ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা। পশ্চিমে- তিন তলা ভবন।		ক) ১৬.০১.২০২০ খ) ১৯.০৬.২০২০ গ) ৭,২২,৪৮,৫৪১.০০ টাকা (সাত কোটি বাইশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত একচল্লিশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি পরবর্তী সুদ ও অন্যান্য প্রযোজ্য চার্জ।	ক) ১৫২.০৫ লক্ষ টাকা খ) ১৫.০২ লক্ষ টাকা গ) ১,৫০,০০০.০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখ ও সময়- ২৭.০৪.২০২৬ থেকে ২৮.০৪.২০২৬ (সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত)

১. **নিয়ম ও শর্তাবলী :** ১. ই-নিলাম **'যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'** এবং **'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে'** -এ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
২. অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে, উপরে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোনো সম্পত্তির উপর কোনো দায়ভার নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়ভার, নিলামে দেওয়া সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নেওয়া উচিত। ই-নিলামের বিজ্ঞাপনটি ব্যাঙ্কের কোনো প্রতিশ্রুতি বা কোনো প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না এবং এটি এমন বলে বিবেচিত হবে না। সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের কাছে জানা বা অজানা সমস্ত বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার সহ বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতা কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের কোনো দাবি/অধিকার/বকেয়ার জন্য দায়ী থাকবেন না।
৩. বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির পরিদর্শন করা এবং সম্পদ ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করা দরদাতাদের দায়িত্ব হবে।
৪. শুধুমাত্র সেই ক্রেতারা ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন, যাদের ইউজার আইডি/পাসওয়ার্ড আছে এবং এনইএফটি/আরটিজিএস এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) নিশ্চিত করা হয়েছে।
৫. আগ্রহী দরদাতারা, যারা **২৯.০৪.২০২৬** তারিখের মধ্যে সংরক্ষিত মূল্যের ১০% -এর কম নয় এমন ইএমডি অনলাইনে জমা দিয়েছেন, তারা বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। উপরোক্ত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম প্রতিটি সম্পত্তির পাশে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে দরদাতাদের মধ্যে আন্তঃ-বিডিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দরদাতা 'বিড বৃদ্ধির পরিমাণ' কলামে প্রতিটি সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণের গুণিতকে তাদের অফার উন্নত করবেন। ই-নিলামের সমাপ্তির সময়ের শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে যদি কোনো বিড জমা দেওয়া হয়, তাহলে সমাপ্তির সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিটের জন্য বৃদ্ধি পাবে (প্রতিবার ৫ মিনিটের জন্য সীমাহীন সংখ্যক এক্সটেনশনের সাপেক্ষে)। ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দর জমা দেওয়া দরদাতাকে (সংরক্ষিত মূল্যের নিচে নয়) সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে এবং এটি অনুমোদিত আধিকারিক/সিকিওর্ড ঋণদাতার অনুমোদন সাপেক্ষে ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে জানানো হবে।
৬. সম্ভাব্য যোগ্য দরদাতারা ই-নিলামের তারিখের আগে **https://www.baanknet.com** থেকে ই-নিলামের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। অনুমোদিত আধিকারিক/ব্যাঙ্ক বা **https://www.baanknet.com** কেউই কোনো ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য দায়ী থাকবে না এবং আগ্রহী দরদাতাদের নিশ্চিত করতে হবে যে তারা ই-নিলাম ইভেন্টে অংশগ্রহণের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে প্রস্তুত।
৭. ক্রেতাকে প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/অতিরিক্ত স্ট্যাম্প ডিউটি/স্থানান্তর চার্জ, ফি ইত্যাদি এবং সেইসাথে পূর্বের ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিধিবদ্ধ/অ-বিধিবদ্ধ বকেয়া, কর, রেট, অ্যাসেসমেন্ট চার্জ, ফি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৮. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বোচ্চ অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যেকোনো বা সমস্ত অফার গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা ই-নিলাম স্থগিত/বাতিল করার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন।
৯. দরদাতাদের বিড জমা দেওয়ার এবং ই-নিলামে অংশ নেওয়ার আগে ওয়েবসাইট: **https://www.baanknet.com** -এ উপলব্ধ ই-নিলামের বিস্তারিত শর্তাবলী ভালোভাবে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
১০. বিক্রয় মূল্যের ২৫% অবিলম্বে, অর্থাৎ একই দিনে বা পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে, অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক বিড মূল্য গৃহীত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি সহ পরিশোধ করতে হবে। যদি তা না করা হয়, তবে সম্পত্তিটি আবার বিক্রি করা হবে।
১১. উক্ত মূল্যের বাকি ৭৫% স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় নিশ্চিত হওয়ার **৩০ দিনের** মধ্যে বা তার আগে পরিশোধ করতে হবে। উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে, জমা দেওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পত্তিটি পুনর্বিক্রয় করা হবে। ডিফল্টকারী ক্রেতা সম্পত্তির উপর বা পরবর্তীতে এটি যে দামে বিক্রি হবে তার কোনো অংশের উপর সমস্ত দাবি হারাবেন।

তারিখ: ১৭.০৩.২০২৬
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট: http://www.punjabandsindbank.co.in দেখুন

নির্বাচনী আচরণবিধি সংক্রান্ত আরও আটটি নির্দেশিকা জারি কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: নির্বাচনী আচরণবিধি সংক্রান্ত আরও আটটি নির্দেশিকা দিল নির্বাচন কমিশন। ভোটমুখী চার রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকা পালন করতে বলা হয়েছে। এই পাঁচটি জায়গায় নির্বাচন সংক্রান্ত আদর্শ আচরণবিধি কঠোর ভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভাবে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সব দলকে সমান সুযোগ দিতে বলা হয়েছে। সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করা হচ্ছে কি না, সে দিকেও নজর দিতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন জানিয়েছে, নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় সভা করতে চাইলে রাজনৈতিক দলগুলিকে 'ইসিআইনেট'-এ 'সুবিধা'-য় আবেদন করতে হবে। যে দল আগে আবেদন করবে, তাদেরই সভা করার অনুমতি দেওয়া হবে।

কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, সমস্ত সরকারি অফিস, দপ্তর থেকে বিজ্ঞাপন, নির্বাচনী হোর্ডিং, পোস্টার সরিয়ে ফেলতে হবে। কোনও রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নির্বাচনের কাজে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন না। তা ছাড়া কমিশনের তরফে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সরকারি কোষাগারের টাকায় কোনও রকম নির্বাচনী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাবে না।

রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে কমিশনের বার্তা, গৃহকর্তার অনুমতি ব্যতীত কোনও বাড়ির সামনে সভা-সমাবেশ করা যাবে না। দেওয়াল লিখন বা দলীয় পতাকা লাগানোর ক্ষেত্রেও বাড়ির গৃহকর্তার অনুমতি নিতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে।

নির্বাচনী বিধিভঙ্গ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য একটি নম্বর (১৯৫০) দিয়েছে কমিশন। এই নম্বরে ফোন করে ডিইও বা আরও-দের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে। তা ছাড়া কোথাও আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে 'ইসিআইনেট'-এ গিয়ে 'সি-ভিজিল অ্যাপে' অভিযোগ জানাতে পারবেন যে কেউ। পাঁচটি রাজ্যে কমিশন ৫,৭১৩টিরও বেশি ফ্লাইং স্কোয়াড মোতায়েন করছে। এই স্কোয়াড অভিযোগ পাওয়ার ১০০ মিনিটের মধ্যে পদক্ষেপ করবে। তা ছাড়া সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে মোট ৫২০০টি স্ট্যাটিক সারভেল্যান্স টিমও মোতায়েন করছে কমিশন।

ওড়িশার হাসপাতালে আগুন, মৃত্যু ১০ চিকিৎসাধীন রোগীর

ভুবনেশ্বর, ১৬ মার্চ: ওড়িশার কটকের এসসিবি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড। আগুনে মৃত্যু হয়েছে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন অন্তত ১০ জন রোগীর। উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে আগুনে ঝলসে গিয়েছেন হাসপাতালের বেশ কয়েকজন কর্মীও। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তিনিই মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। মৃতদের পরিবারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মোহন। ওড়িশার ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। জখমদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছেন।

জানা গিয়েছে, কটকের ওই হাসপাতালের আইসিইউ-তে সোমবার ভোর ৩টে নাগাদ আচমকা আগুন লেগে যায়। দ্রুত ওয়ার্ডে আগুন ছড়িয়ে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। হাসপাতালের কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আইসিইউ থেকে রোগীদের সরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ১০ জনকে বাঁচানো যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী মোহন জানিয়েছেন, এসসিবি হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারের আইসিইউ-তে শর্ট সার্কিট হয়ে থাকতে পারে। প্রাথমিক ভাবে সেখান থেকেই আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। রোগীদের উদ্ধার করতে গিয়ে হাসপাতালের অনেক কর্মচারী জখম হয়েছেন। অন্তত ১১ জন স্বাস্থ্যকর্মী পোড়া ক্ষত নিয়ে ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এ ছাড়া, ট্রমা কেয়ার থেকে ২৩ জন রোগীকে অন্যত্র সরানো হয়েছে। অনেকে ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদেরও চিকিৎসা চলছে। হাসপাতালের কর্মীরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল। বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনার তদন্তে যদি কারও গাফিলতি প্রকাশ্যে আসে, তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন জানিয়েছেন, আইসিইউ-এর ভিতরেই সাত রোগীর মৃত্যু হয়েছিল। সেখান থেকে অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে আরও তিন জন প্রাণ হারান। তবে আগুনে ঝলসে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে না ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ভোরেই হাসপাতালে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওড়িশার স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুকেশ মহালিংও। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর গোটা ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মোহন। চিকিৎসাধীন রোগীদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেছেন।

ইরান যুদ্ধ নিয়ে 'বিভ্রান্তিকর' পোস্ট

১৯ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তারের নির্দেশ

আবু ধাবি, ১৬ মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের পরিস্থিতি নিয়ে সমাজমাধ্যমে ভুয়ো তথ্য প্রকাশের জন্য ৩৫ জনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে আরব আমিরশাহি। তাঁদের মধ্যে ১৯ জন ভারতীয়। প্রশাসনের বক্তব্য, তাঁদের পোস্ট করা ভিডিয়ো, তথ্য মানুষকে ভুল পথে চালিত করতে পারে। সে কারণে ওই ৩৫ জনের বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার চলবে। ধৃতদের দোষ প্রমাণিত হলে এক বছরের জেল হতে পারে। সঙ্গে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

দু'দফায় এই পদক্ষেপ করেছে আরব আমিরশাহি প্রশাসন। প্রথম দফায়, শনিবার ১০ জনকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয় তারা। তাঁদের মধ্যে দু'জন ভারতীয়। তার পরে দ্বিতীয় দফায় ২৫ জনকে গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন ভারতীয়।

আরব আমিরশাহির অ্যাটর্নি জেনারেল হামাদ সইফ আল শামস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, সংঘাতের পরিস্থিতি নিয়ে যাতে ভুয়ো খবর প্রচার না হয়, সেজন্য গত কয়েক দিন সমাজমাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তেরা মূলত তিনটি দলে বিভক্ত। তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতে সেই বিভাজন করা হয়েছে। এক দল ঘটনার কিছু প্রকৃত ভিডিয়ো পোস্ট করেছে। তার ফলে দেশের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। দ্বিতীয় দল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভুয়ো ফুটেজ প্রকাশ করেছে। তৃতীয় দলটি বিপক্ষের গুণগান করে তথ্য প্রচার করেছে।

প্রথম দলে রয়েছেন ১০ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন ভারতীয়, এক জন পাকিস্তানি, এক জন নেপালি, দু'জন ফিলিপিনসের নাগরিক, এক জন মিশরের। অভিযোগ, ওই ১০ জন আরব আমিরশাহিতে সংঘাতের, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার প্রকৃত ভিডিয়ো ফুটেজ সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ সব ফুটেজ বিপক্ষকে সুবিধা করে দিতে পারে বলে মনে করে প্রশাসন। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, ওই ফুটেজ দেখে বাসিন্দাদের উদ্বেগও বাড়তে পারে।

দ্বিতীয় দলে রয়েছেন পাঁচ ভারতীয়-সহ সাত জন। বাকি দু'জনের মধ্যে এক জন নেপাল এবং এক জন বাংলাদেশের বাসিন্দা। তাঁদের বিরুদ্ধে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে যুদ্ধের, বিস্ফোরণের ভুয়ো ভিডিয়ো ছড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা সমাজমাধ্যমের পোস্টে দাবি করেছেন, ওই ঘটনা আরব আমিরশাহিতে হয়েছে।

তৃতীয় দলে রয়েছেন ছ'জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন ভারতীয় এবং এক জন পাকিস্তানি। অভিযোগ, তাঁরা ইরানকে 'মহিমান্বিত' করে ভিডিয়ো, কনটেন্ট পোস্ট করেছেন। সেখানকার নেতাদের প্রশংসা করেছেন। এতে 'জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি' হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

ভোট ঘোষণার পরই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ রাজ্যপাল আরএন রবির

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন পশ্চিমবঙ্গের নতুন রাজ্যপাল রবীন্দ্র নারায়ণ রবি। বাংলার রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর, এই প্রথমবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করলেন রবি। সোমবার রাষ্ট্রপতি ভবনে যান আরএন রবি। এই সাক্ষাৎ নিছক সৌজন্যমূলক নাকি, অন্য কোনও কারণ রয়েছে তা নিয়ে শুরু জল্পনা।

রবিবারই বাংলার ভোট নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তারপরই সোমবার রাজ্যপাল- রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎ জল্পনা বাড়াচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। এদিকে ভোট ঘোষণার পর থেকেই একের পর এক 'বেনজি'র সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য প্রশাসনের

শীর্ষকর্তা থেকে শীর্ষ পুলিশ অফিসারদের 'অপসারিত' করেছে কমিশন। মুখ্যসচিব থেকে স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি থেকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার তালিকাটি লম্বা। এই আবহে রাজ্যপাল- রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ভোটমুখী বঙ্গে অন্য মাত্রা যোগ করেছে।

উল্লেখ্য, গত ১২ মার্চ রাজ্যপাল হিসাবে শপথ নেন আরএন রবি। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। রীতি মেনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে লোকভবনে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

ময়দান

ইস্টবেঙ্গল দলকে সাফল্য দেওয়ার মতো বড় কোচ নন অস্কার, বিস্ফোরক প্রাক্তনীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ড্রয়ের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুঁজোর বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক অস্কার' স্লোগান উঠেছিল যুবভারতী জুড়ে। আইএসএলের শুরুটা ভালো হলেও প্রথম দুটো ম্যাচের পর হোঁচট খেয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। কেরালা ম্যাচে অস্কারের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ক্ষুব্ধ সমর্থকরা কোচ বদল চাইছেন। এদিকে কেরালা ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্লাব কর্তাদের ইঙ্গিত করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন অস্কার। অস্কার ব্রুজোর ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। সম্ভবত লাল-হলুদ কোচের বিদায় আসন্ন। কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে সোমবারই বৈঠকে বসতে চলেছেন ইমামি ও ক্লাব কর্তারা। সোমবার অথবা মঙ্গলবার অস্কারকে নিয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে। এই বিষয়ে প্রাক্তনীদের একাংশ অবশ্য মনে করছে, কোচ অস্কারই ফোকাস নষ্ট করছে দলের। লাল-হলুদ প্রাক্তনী মেহতাব হোসেন ও সন্দীপ নন্দী দলের এই পারফরম্যান্সের জন্য কোচ অস্কারকেই দায়ী করছেন।

মেহতাব হোসেন জানান, ইস্টবেঙ্গলের মতো সমর্থক ভরা ক্লাবে ট্রফি ও ভালো ফুটবল খেলা দেখে। ট্রফি দিতে না পারলে সে যত বড়ই কোচ হন না কেন, সরে যেতে হবে। ক্লাবের আগে কেউ নন। তিনি বলেন, ক্ষঅবশ্যই ম্যানেজমেন্ট ঠিক করবে কোচ থাকবে কি না। কোচের কাজ খুবই কঠিন, আজ ভালো ফলাফল দিতে না পারলে কাল সরে দাঁড়াতে হবে। হাতে খুব ভালো দল রয়েছে, তাও এই ধরনের ফলাফল হতাশাজনক। মেহতাবের সমসাময়িক আর এক প্রাক্তনী রহিম নবী অবশ্য মনে করছেন, কোচ অস্কারের নিজেরই পদত্যাগ করা উচিত। রহিম নবী বলেন, ক্ষঅস্কারের মন কি বলছে না যে, ওনার যা পারফরম্যান্স উনি নিজে থেকে বেরিয়ে চলে যাবেন। আগের সময় হলে ওনাকে স্টেডিয়াম থেকে বাইরে ভিআইপি রোডেই বের করে দিয়ে আসা হত। জীবনে ফুটবল খেলে থাকলে এখনই ফুটবল ছেড়ে দেওয়া উচিত। ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন গোলকিপার কোচ সন্দীপ নন্দী কড়া ভাষায় অস্কারের সমালোচনা করেছেন। পাঁচ মাস আগে সুপার কাপ চলাকালীন অস্কারের সঙ্গে মতবিরোধের জেরেই ইস্টবেঙ্গল ছাড়তে হয় সন্দীপ নন্দীকে।

রোহিতের জায়গায় শুভমন! বোর্ডের ভুলে বিতর্ক, ক্ষোভ হিটম্যানের ভক্তদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক অনুষ্ঠানে ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা, যা ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। গত বছর ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের প্রসঙ্গ তুলে ধরতে গিয়ে অধিনায়কের নামেই ভুল দেখানো হয়। বাস্তবে সেই সময় দলের নেতৃত্বে ছিলেন রোহিত শর্মা, কিন্তু অনুষ্ঠানের মঞ্চে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয় যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছেন শুভমন গিল। এই ভুল সামনে আসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন রোহিতের সমর্থকেরা এবং সমাজমাধ্যমে শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ২০২৫ এবং ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাফল্য পাওয়া ভারতীয় দলগুলিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্স করা ক্রিকেটারদেরও সম্মানিত করা হয়। সেই অনুষ্ঠানেই উপস্থিত ছিলেন শুভমন গিল। তাঁকে বছরের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই টেলিভিশনের পর্দায় লেখা দেখা যায়; তজয়ী অধিনায়ক, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫।দ এই লেখা ঘিরেই তৈরি হয় বিতর্ক, কারণ ওই ট্রফি জয়ের সময় ভারতের অধিনায়ক ছিলেন রোহিত শর্মা, শুভমন গিল নন। ঘটনাটি অনেকের কাছেই বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। কারণ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের সময় দলের নেতৃত্বে ছিলেন রোহিত এবং তাঁর অধিনায়কত্বেই ভারত সেই সাফল্য অর্জন করে। যদিও পরে এক দিনের ক্রিকেটে নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং রোহিতের জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভমন গিলকে। তবুও অতীতের সাফল্যের ক্ষেত্রে অধিনায়কের নাম বদলে দেখানোয় প্রশ্ন উঠেছে বোর্ডের কাজের ধরন নিয়ে। ঘটনার সময় রোহিত শর্মা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না। জানা গিয়েছে, তিনি পরিবারের সঙ্গে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন না বিরাট কোহলিও। তবে তাঁদের অনুপস্থিতিতেই এই ভুল সামনে আসায় বিষয়টি আরও বেশি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে।সমাজমাধ্যমে অনেকেই এই ঘটনাকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। রোহিতের ভক্তদের দাবি, বোর্ড যেন ইতিহাস বিকৃত না করে। তাঁদের মতে, রোহিতের নেতৃত্বেই ভারত দুটি আইসিসি ট্রফি জিতেছে এবং সেই কৃতিত্ব তাঁর কাছ থেকেই কেড়ে নেওয়া ঠিক নয়। কেউ কেউ আবার ব্যঙ্গ করে লিখেছেন, সবাই এতদিন জানত রোহিতই অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু বোর্ড যেন নতুন করে অন্য ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার পর অনেকেই বোর্ডের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন। তাঁদের মতে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে এত বড় ভুল হওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের সাফল্যের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরা বোর্ডের দায়িত্ব। তাই এই ভুল দ্রুত স্বীকার করে সংশোধন করা উচিত বলেই মনে করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি ক্রিকেটারদের সাফল্যকে সম্মান জানাতে আয়োজন করা হলেও, মঞ্চের এই একটি ভুলই পুরো অনুষ্ঠানকে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে। এখন দেখার বিষয়, বোর্ড এই বিষয়ে কী প্রতিক্রিয়া দেয় এবং আদৌ তারা ভুল স্বীকার করে কি না।

রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র, বেঙ্গালুরুতেই আরসিবির ঘরের ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর ঘরের মাঠে প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজন নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা অবশেষে কেটে গেল। কর্নাটক সরকার সোমবার জানিয়ে দিয়েছে যে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী এ আবার প্রতিযোগিতার ম্যাচ আয়োজন করা যাবে। এর ফলে দলের তারকা ক্রিকেটার বিরাট কোহলি-রা নিজেদের ঘরের মাঠেই বেশির ভাগ ম্যাচ খেলতে পারবেন। স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের আগে নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রস্তুতির বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কর্নাটক সরকার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটি স্টেডিয়ামের নিরাপত্তা, দর্শক প্রবেশ ও বেরোনোর ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন জমা দেয়। সোমবার সেই প্রতিবেদন নিয়ে বৈঠক করার পর কর্নাটকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি.পরমেশ্বরা চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দেন। তবে অনুমতির সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার দর্শক যাতে সুষ্ঠু ভাবে স্টেডিয়ামে ঢুকতে পারেন, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলা শুরুর অন্তত তিন থেকে চার ঘণ্টা আগে স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বার খুলে দিতে হবে, যাতে একসঙ্গে ভিড় না জমে। মহিলা ও শিশুদের প্রবেশের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়া ম্যাচের দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থাও রাখতে হবে। বিসিসিআই এর সূচি অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুর এই স্টেডিয়ামে দলের পাঁচটি ঘরের মাঠের ম্যাচ হওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচও রয়েছে। পাশাপাশি একটি শেষ চারের ম্যাচ এবং ফাইনালও এখানে আয়োজন করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। যদিও দলের দুটি ঘরের ম্যাচ রায়পুরে অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, গত মরসুমে প্রথম বার প্রতিযোগিতায় জয়ের পর স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিজয় উদ্‌যাপনে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং বহু মানুষ আহত হন। সেই ঘটনার পরই স্টেডিয়ামে বড় ম্যাচ আয়োজন সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। পরে নিরাপত্তা-সহ সব ব্যবস্থা নতুন করে খতিয়ে দেখে আবার স্টেডিয়ামের দরজা খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ছোটদের মাঠমুখী করতে সমুপার্ক কল্যাণ সমিতির ডে-নাইট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর গুরুত্ব বোঝাতে এবং ছোটদের আবার মাঠমুখী করতে উদ্যোগ নিল সমুপার্ক কল্যাণ সমিতি। বেহালার জেমস লং সরণির পাশে বেহালা ব্লাইন্ড স্কুলের নিকটবর্তী একটি ছোট মাঠে সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হল ছোটদের ডে-নাইট ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। মূলত সমিতির সম্পাদিকা মিতালী মালিকের উদ্যোগেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এলাকার ছোটদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএবি অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক এবং ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রূপক গাঙ্গুলী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

NOTICE INVITING E-TENDER

Assistant Engineer, Berhampore Sub-Division No-I, P.W.Dte. invites e-Tender no. eNIT"16 of 2025-26 of AE/BSD-I/PWD for the work "Minor Repair of the Residence of the Additional District Magistrate (Development) related to Occupation Change at Berhampore, Murshidabad during the year 2025-26 and TWO more work. All documents can be seen /obtained from the websites https://wbtenders.gov.in and https://wbpwd.gov.in Bid submission start date is **19.03.2026** and Bid submission end date is **27.03.2026. Tender ID: 2026_WBPWD_1022557_1,2,3**

Assistant Engineer, PWD
Berhampore Sub Division No.I

BONGAON MUNICIPALITY

Supply, Fitting and fixing of LED Street Lights(30watt) in Poles ward no.-13, within Bongaon Municipality. Under the scheme of (APAS).
Tender reference: NIT-370/BM/2025-26/APAS, Date: 13.03.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013653_1
1. Bid Submission Start date **13.03.2026 at 18.55.** 2. Prebid meeting date **16.03.2026 at 14.00.** 3. End date - **20.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date: **23.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, খড়গপুর কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং, ই-টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের নাম** নিম্নরূপ ঃ ১. **ডব্লুএলআই-ইউএনডি-১২৭৫-১, তারিখ ১৩.০৩.২০২৬।** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আইএস/আরডিএসওসিজি/০০০২ঃ২০২৫-এ প্রকাশিত সংশোধনী ১ এবং সাম্প্রতিকতম সহ কাজের পরিসর ও সংশ্লিষ্ট চুক্তির বিশেষ শর্ত অনুসারে আন্ডারস্লাং অর্থাৎ নীচে সংযুক্ত জলের ট্যাঙ্ক সমেত কোচগুলির জন্য জলতল নির্দেশক সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা ও পরীক্ষার কাজ। **সংখ্যাঃ** ১২৭৫টি কোচ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৮৬,৬৫,৬৫০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৩,৪৩,৩০০ টাকা। ২. **ডব্লুএলআই-ওভিএইচ -১২৫০-১, তারিখ ১৩.০৩.২০২৬।** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং আইএস/আরডিএসওসিজি/০০০২ঃ২০২৫-এ প্রকাশিত সংশোধনী ১ এবং সাম্প্রতিকতম সহ কাজের পরিসর ও সংশ্লিষ্ট চুক্তির বিশেষ শর্ত অনুসারে ওভারহেড অর্থাৎ ওপরে সংযুক্ত জলের ট্যাঙ্ক সমেত কোচগুলির জন্য জলতল নির্দেশক সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, সূচনা ও পরীক্ষার কাজ। **সংখ্যা ঃ** ১২৫০টি কোচ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩,৭৯,০৭,৫০০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৩,৩৯,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **কাজের স্থান ঃ** প্রতিক্ষেত্রে খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ডাকঘর ঃ খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **চুক্তির মেয়াদঃ** প্রতিক্ষেত্রে স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ২৪ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.০৪.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** প্রতিক্ষেত্রে সিঙ্গল প্যাকেট পদ্ধতি। **চুক্তির ধরনঃ** প্রতিক্ষেত্রে সাধারণ ওয়ার্কস টেন্ডার। **টেন্ডারের ধরন ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ওপেন। বিশদ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে।
(PR-1306)

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/ই-অকশন/এইচডব্লিউএইচ/২০২৫, **তারিখ ঃ ১১.০৩.২০২৬**

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক ০৩ বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার দরুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের** মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **ক্যাটালগ নং. ঃ** পার্ক-এইচডব্লিউএইচ-এমএআর-০৭; **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২ টায়। **ক্রম নং., লট নম্বর ও স্টেশনের নাম** যথাক্রমে ঃ **(১)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এলওকে-টিডব্লিউ-২০৯-২৬-১(পার্কিং-টু হুইলার); লোকনাথ-II; **(২)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-এমওয়াইএম-টিডব্লিউ-১০৮-২৬-১(পার্কিং-টু হুইলার); মেমারী; **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-সিডিএই-টিডব্লিউ-৪১-২২-১ (পার্কিং-টু হুইলার); চন্দনপুর-II; **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ- আইপিআরএ-টিডব্লিউ-২৮৯-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); ইসলামপাড়া হল্ট; **(৫)** পার্কিং- এইচডব্লিউএইচ-বিআরপিএ-টিডব্লিউ-২৮২-২৫-১ (পার্কিং-টু হুইলার); বারুইপাড়া-II; **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-বিআরএমএইচ-এমএক্স-৯৯-২৬-১(পার্কিং-মিক্সড); বেলুড়মঠ; **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লিউএইচ-আরএসএলআর-আরডব্লিউ-২০৭-২৬-১(পার্কিং-থ্রি হুইলার); রসুলপুর।

HWH-691/2025-26

Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ১৭ মার্চ ২০২৬ ● পেজ ৮

বিস্ময়কর ‘পাই দিবস’ নিয়ে পড়ুয়াদের গণিতে উদ্বুদ্ধ করা

১৪ মার্চ ছিল বিশ্ব পাই (গ্রীক বর্ণমালার ষোড়শ অক্ষর) দিবস। পাই এর মান প্রায় ৩.১৪ বলে প্রতি বছর ১৪ মার্চকে (৩/১৪) সারা বিশ্বের গণিতবিদ এবং বিজ্ঞানী ও পড়ুয়ারা পাই দিবস হিসাবে পালন করে থাকেন। ২০১৯ সালে ইউনেস্কো সারা বিশ্বের গণিতবিদদের জন্য ১৪ মার্চ তারিখ-কে আন্তর্জাতিক পাই দিবস বা গণিত দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন থেকেই প্রতি বছর নিত্যনূতন থিম নিয়ে সারা বিশ্বে একযোগে পাই দিবস উদযাপন করা হয়। পাই দিবসে ২০২৬ - এর থিম, ‘গণিত এবং আশা’

নিকুঞ্জবিহারী ঘোড়াই

প্রতি বছর ১৪ মার্চ (৩/১৪) তারিখে পালিত হয় আন্তর্জাতিক ‘পাই’-দিবস, গাণিতিক ধ্রুবক (পাই, গ্রীক বর্ণমালার ষোড়শ অক্ষর) -এর মান ৩. ১৪ কে স্মরণীয় করতে। আবার এই দিনটি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের জন্মদিন এবং স্টিফেন হকিংয়ের মৃত্যুদিনও। হলো যেকোনও বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত। এটি একটি অমূলদ সংখ্যা, যার আসন্ন মান ৩. ১৪১৫৯... এবং অসীমভাবে চলতে থাকে, পুনরাবৃত্তি হয় না। বিজ্ঞানের চূড়ান্ত অগ্রগতিতে গণিতবিদরা সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে বর্তমানে পাই -কে ট্রিলিয়ন দশমিক স্থানে গণনা করেছেন। প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস প্রথম পাই -এর সুনির্দিষ্ট কাছাকাছি মান গণনা করেন খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০ সালে।১৭০৬ সালে গণিতবিদ উইলিয়াম জোন্স প্রথম গ্রীক অক্ষর ব্যবহার করেন এই গাণিতিক ধ্রুবক বোঝাতে। এর আগে, গণিতবিদরা পাই-কে কেবল ‘বৃত্তের পরিধি ও তার ব্যাসের অনুপাত’ হিসাবে উল্লেখ করতেন। ১৭৩৭ সালে বিজ্ঞানী অয়লার ব্যবহার জনপ্রিয় করেছিলেন। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ব্যবহৃত একপ্রকার আদর্শ স্বরলিপিতে পরিণত হয়েছে।

গণিত কিভাবে উদ্ভাবনের মাধ্যমে মানুষের নিত্যনূতন প্রয়োজন মেটায় এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সমাধানে সহায়তা করে, এই দিনে তা তুলে ধরা হয়। পাই দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে গণিতকে আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য করে তুলতে মজাদার কার্যকলাপ, প্রতিযোগিতা এবং শিক্ষামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রাচীন ভারতে পাই -এর উপলব্ধি ছিল এবং বিশ্বজুড়ে তা প্রচারিত হয়েছিল। আর্যভট্টের মতো প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদদের অন্তর্দৃষ্টি এখনও বিস্ময়কর। ভারতে প্রাচীন মন্দির স্থাপত্যে বৃত্তাকার কাঠামো এবং নকশায় পাই -এর সুনিপুণ প্রয়োগ ছিল। বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে, এই গাণিতিক ধারণাটি ভারত থেকে প্রাচীন বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন মিশরে, পিরামিড নির্মাণের স্থাপত্য নকশাগুলিতে পাই - এর আনুমানিক মান স্পষ্ট ছিল।

গণিতের বিস্ময় প্রতিভা ভারতীয় গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজন জটিল পাই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি পাই গণনার বেশ কয়েকটি নূতন সূত্র (সিরিজ) বের করেন যা অসাধারণ নির্ভুলতার সাথে পাই গণনা করতে পারে। পাই -এর প্রয়োগ এখন বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়। বৃত্তাকার বস্তু, তরঙ্গ, পর্যাবৃত্ত গতি, গ্রহ - উপগ্রহ, মহাকাশযানের কক্ষপথের পরিধি, মহাবিশ্বের আকার নির্ণয়, হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত CT-স্ক্যান, MRI প্রযুক্তিতে ইমেজ প্রসেসিং, রক্ত প্রবাহের চাপ, হৃদস্পন্দনের জীববৈজ্ঞানিক ছন্দ, কম্পিউটার অ্যালগরিদম, বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্বের সূত্র, ওয়াই -ফাই, অডিও এবং ভিডিও সিগন্যাল-এর তরঙ্গ বিশ্লেষণ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব ইত্যাদি অসংখ্য ক্ষেত্রে পাই একটি অপরিহার্য গাণিতিক ধ্রুবক। দুরদর্শনে ক্রিকেট খেলা দেখার সময় আমরা একটি বৃত্তাকার গ্রাফ বা পাই - চার্ট দেখতে পাই। সেখানে সাধারণের সহজবোধ্য করে ব্যাটারের রানের ধরণ, বোলার কোন লাইনে কত শতাংশ বল করছেন, ফিল্ডাররা মাঠের কোন লাইনে কত শতাংশ ছিলেন এবং বল ধরেছেন ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্ব পাই দিবসে ভবিষৎ প্রজন্মকে আমরা গণিতের বিস্ময়কর অন্বেষণ সন্ধানে যেন অনুপ্রাণিত করতে পারি এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

লেখক: সত্তরের দশকের প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে এমএসসি, প্রাক্তন শিক্ষক, সরকারি আধিকারিক ও নিবন্ধকার।

শারীর শিক্ষায় কর্মসংস্থান উপযোগী পড়ার সুযোগ

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

গত ৭ এপ্রিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের পছন্দের কোর্স নিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ। আজকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনার কি কি সুযোগ আছে , তাই নিয়ে কিছু পরামর্শ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । গত ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, উচ্চ মাধ্যমিকে শারীর শিক্ষাকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা নাম দিয়ে চালু করা হয়েছে । উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের দেরীতে হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ । উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগ বাদে কলা এবং বাণিজ্য বিভাগে যে সব বিষয় পড়ানো হয় , এবং সেই সব বিষয়ে উচ্চ শিক্ষায় যে কাজের পরিধি আছে , আমার মতে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে, তার চেয়ে অনেক বেশী পেশাগত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে । প্রথমত এখন যেহেতু স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীর শিক্ষা কোর্স পড়ানো হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারও সুযোগ রয়েছে , তাই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে । যেমন স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অধ্যাপনার সুযোগ রয়েছে । এছাড়া শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্স (বি পি এড বা এম পি এড) করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার অধীনে বিভিন্ন খেলার কোচিং ডিগ্রী কোর্স করা যায় । এতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের বিভিন্ন খেলার কোচ হিসাবে নিয়োগ পাওয়া যায়। তাছাড়া স্মযোগক্ষ্ম এর উপরে ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স কোর্স করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। শুধু ‘যোগ’ ব্যায়ামের উপর কোর্স করে যোগ ব্যায়াম কেন্দ্র করে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় থাকে একজন শারীর শিক্ষা এবং যুব কল্যান আধিকারিক (DOPE) এবং একজন সংগঠক (Organizer) ।শারীর শিক্ষার উপর কোর্স করে রাজ্য সরকারের এই অফিসার পদে কর্মসংস্থান হওয়ার সুযোগ রয়েছে। শারীর শিক্ষার ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স কোর্স করে সুযোগ রয়েছে ফিজিওথেরাপি কোর্স করার। আর বর্তমানে ফিজিওথেরাপি খুবই জনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই কোর্স করেও স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রতিবছর গেমস এন্ড স্পোর্টসের উপর কোটি কোটি ডলার খরচ করা হয় । তাই খেলাধুলা শুধু বিনোদন নয়, খেলাধুলা আক্ষরিক অর্থেই এক বৃহৎ শিল্প। এই শিল্পের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরীর কারখানা। সেখানে দরকার উন্নত প্রযুক্তির । আর এই কাজটি করতে পারে শারীর শিক্ষার পর খেলাধুলার সাথে যুক্ত বিভিন্ন কোর্স করে। বর্তমানে আর একটি কোর্স খুবই জনপ্রিয় । তা হলো স্পোর্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স । আছে পিচ কিউরেটর, বিভিন্ন খেলার ক্রীড়া পরিচালক , স্পোর্টস ম্যানেজমেন্ট কোর্স ইত্যাদি ।

বর্তমানে ক্রীড়া বিজ্ঞান অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় , যা খেলোয়াড়দের উন্নত দক্ষতার উন্নয়নের সহায়ক।

তাই আমি মনে করি শুধু সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে বাংলা ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয় থেকে শারীর শিক্ষা নিয়ে পড়াশোনা করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশী। যদিও এখনো আমাদের দেশে শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা কম। সরকারও উদাসীন । তারপরেও এই বিষয়টি কোনো একজনকে দিতে পারে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ ।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে নির্ণায়ক ফ্যাক্টর মতুয়া ভোট

শুভাশিস বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা গিয়েছে, বহু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বৈধ নাগরিকত্ব না থাকলে ভোটাধিকার পাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভার অধীন ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া ভোট নির্ণায়ক। এছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর, হাবরা, সন্দেশখালি, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর, কালনা, রায়নাতেও এই জনগোষ্ঠীর মানুষরাই ফলাফল ঠিক করে দেন। রাজ্যে এমন আসন সংখ্যা কমবেশি ৩০। সীমিত হলেও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি আসনে মতুয়াদের প্রভাব আছে। তাই মতুয়াদের মন পেতে প্রধান দুই শিবিরের চেষ্টার অন্ত নেই। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এরপরই প্রশ্ন উঠছে, ভোটার তালিকায় স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর,এর জেরে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরতে চলেছে কি না তা নিয়েই। বিশেষ করে ২০২১,এর বিধানসভা নির্বাচনে বনগাঁ মহকুমার চার বিধানসভা কেন্দ্রেই জয়ী হয়েছিল বিজেপি। নাগরিকত্বের আশায় মতুয়ারা উজাড় করে ভোট দিয়েছিলেন গেরুয়া শিবিরে। কিন্তু ২০২৬,এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে মতুয়া ভোট নিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া সমীকরণ।

পরিসংখ্যান বলছে, *বনগাঁ মহকুমার চার কেন্দ্রে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে যে ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল বিজেপি, তার থেকেও বেশি ভোটার এখন ‘বিচারাধীন’ তালিকায়। এদের সিংভাগই মতুয়া সম্প্রদায়ের বলে দাবি জেলা প্রশাসনের। হিসেব অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাগদা কেন্দ্রে বিজেপির জয়ের মার্জিন ছিল ৯৭৯২ ভোট। অথচ সেই কেন্দ্রেই বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা ১৩,৪৫৯। বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রে বিজেপি প্রতিপক্ষের থেকে এগিয়ে ছিল ১০,৪৮৮ ভোটে। কিন্তু এখানে বিচারাধীন ভোটার ১২,২৯৬। পাশাপাশি বনগাঁ দক্ষিণে বিজেপি জয় পেয়েছিল মাত্র ২ হাজার ৪ ভোটে। সেখানে বিচারাধীন ১৩,৪৪৭ জন। আর গাইঘাটা কেন্দ্রে বিজেপি এগিয়ে ছিল ৯৫৭৮ ভোটে। এখানে বিচারাধীন ভোটার ২২,২৭৮। *এই প্রক্রিয়ায় বহু মতুয়ার নাম লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে বলেই খবর। ২০২১,এর বিধানসভা এবং ২০২৪,এর লোকসভা ভোটে বিজেপি,র উপরে পুরোপুরি আস্থা রেখেছিলেন মতুয়া ভোটাররা। বিজেপির দিকে মতুয়াদের এই ঝুঁকে পড়ার শুরু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে। সেই নির্বাচনে মতুয়াপ্রধান লোকসভা কেন্দ্র উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ ও নদিয়ার রানাঘাটে বড় ব্যবধানে জিতেছিল বিজেপি। বনগাঁয় শান্তনু ঠাকুর জেতেন এক লক্ষের বেশি ভোটে। রানাঘাটে জগন্নাথ সরকারের জয়ের ব্যবধান ছিল দু'লক্ষেরও বেশি। এদিকে নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়াকে সমর্থন জানিয়েছিল বিজেপি। এই প্রসঙ্গে মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর জানান, ‘আমাদের দাবি ছিল নাগরিকত্ব। সেই লক্ষ্যে কাজ চলছে। আমরা খুব জোর দিয়ে বলছি, একজন মতুয়াকেও বাংলাদেশে ফিরতে হবে না, সকলেই নাগরিকত্ব পাবেন।’ কিন্তু তাঁরা কি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন? সরাসরি উত্তর এড়িয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এক্ষেত্রে উত্তর, ‘এই বিষয়গুলি তো নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন। ফলে এ নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁরা তো ফের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু এ বারের ভোট তাঁরা দিতে পারবেন কি না, বলতে পারব না।’ঠাকুর বাড়ির সদস্য তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর মনে করছেন এই পরিস্থিতিতে *মতুয়াদের ভোট এবার ঘাসফুল শিবিরের দিকেই যাবে। মমতাবালা ঠাকুর মনে করেন, ‘মতুয়াদের সর্বনাশ তো করেছে বিজেপি।’ বিজেপির জেতা আসনগুলিতে বহু মতুয়ার নাম হয় বাদ পড়েছে* নয়তো বিচারাধীন। এক্ষেত্রে আসন্ন বিধানসভা ভোটে বিজেপির প্রতি মতুয়াদের মোহভঙ্গ হবে এবং তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক বাড়বে বলে মনে করছেন মমতাবালা ঠাকুর। *যদিও এই যুক্তি মানতে রাজি নন বিজেপির হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম কুমার সরকার। বিজেপি বিধায়কের মতে ভোট কিছুটা কমলেও গতবার মতুয়া আসনগুলিতে এবারও জয় ধরে রাখতে পারবে বিজেপি। অসীম কুমার সরকার বিচারাধীন ভোটারদের মধ্যে যারা বিজেপির সমর্থক তারা সিএএ ফর্মে অ্যাপ্লাই করেছেন, ফলে ভোটার লিস্টে নাম উঠে যাবে। আগামী ৭ দিন ধরে এই কাজ চলবে। কিন্তু মমতাবালা ঠাকুর তৃণমূলপন্থী মতুয়াদের সিএএ ফর্মে *ফর্মে করতে দেননি। ফলে তাদের নাম কাটা যাবে। ভোট কমবে তৃণমূলের।’ কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় যদি মতুয়ারা ভোটদানে বঞ্চিত হন, তাহলে বিজেপি চাপে পড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। আবার অনেকে আশাবাদী এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আরও পিছনে ফেলতে পারে বিজেপি।

এদিকে ইতিহাস বলছে, মতুয়া-নমশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রাথমিক বর্ণভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধতা থেকে ক্রমশ দলিত মতুয়া পরিচয়ের হিন্দুকরণের কারণ ও গতিপথের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের অনেকেরই ধারনা, ভারতীয় জনতা পার্টি বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়া-নমশূদ্রদের ‘হিন্দু উদ্বাস্তু’ হিসেবেই বিবেচনা করে এসেছে। তবে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (২০১৯) নাগরিকত্ব সম্পর্কে এক ধারনার বদল আনে। সেখানে উদ্বেগেরও জন্ম দেয়। তারই প্রেক্ষিতে হয়তো কৌশলগত কারণে জাত-বিরোধী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ সমষ্টিগত পরিচয় উপেক্ষা করে মতুয়া আন্দোলনকারীরা হিন্দুত্ববাদী লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে ও পরবর্তী কালে বাংলাদেশে নমশূদ্রদের সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের সম্মিলিত স্মৃতির উত্থাপন করে হিন্দুত্বের পরিসরে আত্তীকরণ করা ও বর্ণচেতনাকে অতিক্রম করে ধর্মীয় চেতনা প্রতিস্থাপন করার বিজেপির এই রাজনৈতিক কৌশলকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অনেকেই ‘স্মৃতির রাজনীতি’ বলেও অভিহিত করেন। তাঁদের অনেকেরই মতে এই মতুয়া রাজনীতি যে-হেতু জাতি-বর্ণের রাজনীতি ছেড়ে আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রতি আনুগত্য নির্দেশ করে, অতএব এটি হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির এক নমনীয় সংস্করণ।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের তথ্যের বিশ্লেষণ করতে গেলে নজরে আসে বাম দলগুলির ক্ষয়িষ্ণু নির্বাচনী শক্তির পরেও নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব বা ক্ষমতায়নের কোনও প্রসার ঘটেনি। আর এই স্থিতাবস্থা ইঙ্গিত করে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ‘জাতের উত্থান’-এর কোনও ভিত্তি নেই এবং সাম্প্রতিক কালে মূলধারার নির্বাচনী রাজনীতির প্রেক্ষিতে জাতিবর্ণ বিষয়টি সমান অপ্রাসঙ্গিক। ‘আইডেন্টিটি পলিটিক্স’কে যা আজও বিভাজনমূলক রাজনীতি হিসেবেই গণ্য করা হয়। এরপর ১৯৩১ সালের জনগণনার সঙ্গে ২০১১ সালের আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও জাতি-বর্ণ গণনা এবং অন্যান্য রাজ্যের জাতি-বর্ণভিত্তিক জনসংখ্যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা এক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। যেখানে তাঁরা জানান, এই রাজ্যে জাতিবর্ণভিত্তিক রাজনৈতিক সংগঠনের বেড়ে ওঠার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি। কারণ হিসেবে তাঁরা বৃহদায়তন প্রভাবশালী নিম্নবর্ণের অনুপস্থিতি, নিম্ন ও মধ্যবর্তী জাতিগুলির অসম ও সীমিত ভৌগোলিক বিস্তার এবং তাদের জনসংখ্যাগত প্রতিকূল বণ্টনের ধরনকেই চিহ্নিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা এও মনে করেন, জাতিগত শ্রেণিবিন্যাস এবং বস্তুগত সম্পদ আহরণের মধ্যে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকলে সামাজিক প্রতিবাদ ও রাজনৈতিক সঙ্ঘবদ্ধতা মৌলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হতে পারে। আর এরই রেশ ধরে পশ্চিমবঙ্গের দলিতদের অর্থনৈতিক অবস্থান নির্ণয় করে তার ভিত্তিতে সমন্বিত বর্ণভিত্তিক রাজনৈতিক উত্থানের সম্ভাবনার বস্তুগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা এ সিদ্ধান্তেও উপনীত হন যে, জমির মালিকদের জাতিগত অবস্থানে অমিল, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের আপেক্ষিক কম বঞ্চনা, বিভিন্ন নিম্নবর্ণ গোষ্ঠীর অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আলাদা অর্থনৈতিক দাবি এবং স্বতন্ত্র অভীষ্ট লক্ষ্য জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক সংহতির পক্ষে প্রতিকূল। একইসঙ্গে তৃণমূল স্তরে জাতপাত, দলীয় রাজনীতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা এ সিদ্ধান্তে ন্ও উপনীত হন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নমশূদ্ররা আধিপত্যবাদী ভদ্রলোক সংস্কৃতির বিপরীতে একটি বিকল্প দলিত প্রতিসংস্কৃতি গড়ে তুলতে না পারায়, তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণকে হাতিয়ার করে জাতিভিত্তিক রাজনৈতিক সংহতির সম্ভাবনাকে তাঁরা বাস্তবায়িত করে তুলতে পারেননি। এরই পাশাপাশি এটাও স্পষ্ট হয় যে কী ভাবে ভদ্রলোকের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, বাম রাজনীতি ও বামপন্থী মতাদর্শের গভীর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে এই রাজ্যের মূলধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি জাতিবর্ণের ভেদাভেদের থেকে শ্রেণির বিভাজনকে বিশেষাধিকার দিয়েছে। ফলস্বরূপ, বামফন্টের নির্বাচনী পরাজয়ের পরেও রাজনৈতিক চর্চায় এমন কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা সামাজিক ন্যায় স্থাপনকে রাজনৈতিক কর্মসূচির অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করে। ভদ্রলোক সংস্কৃতির কর্তৃত্ব যে শুধু ভিন্ন ধরনের রাজনীতির উত্থান হতে দেয়নি তা নয়, বাম-পরবর্তী যুগেও রাজনৈতিক বয়ানের পুনরুৎপাদন পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির রূপান্তরের সম্ভাবনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয় যে, জাত-ভিত্তিক সঙ্ঘবদ্ধ রাজনীতির ভবিষ্যৎ এ রাজ্যে প্রায় নেই বললেই চলে। বরং হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান যে পরিচয়সত্তাভিত্তিক রাজনীতি প্রচার করছে তা জাতি-বর্ণগত পরিচয়কে হিন্দু পরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কেবল গ্রামীণ ব্যবহারিক জীবনে জাতিভেদ প্রথার প্রভাব আছে এমনটা নয়।

তবে ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে যাঁরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন দু'দশক আগে, কেউ বা তারও আগে। ভিটেমাটি ছেড়ে আশ্রয়ের খোঁজে ভারতে এসে গড়ে তুলেছিলেন জীবনের নতুন ঠিকানা। আজ জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই তাঁরাই ফের *অনিশ্চয়তার মুখোমুখি। আর তা যেন ধরা পড়ে সীমান্তঘেঁষা রানাঘাট-২ ব্লক অফিসে এসআইআর শুনানির প্রথম দিনেই। যা উস্কে দিয়েছিল দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আত্মপরিচয় হারানো উদ্বাস্তু জীবনের করুণ ছবিকে। সেই সময় অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের, সঙ্গে কিছু বৈষ্ণব ও নমঃশূদ্র, যাঁরা একসময় ধর্মের কারণে নির্যাতিত হয়ে দেশ ছেড়েছিলেন। এদেশে আশ্রয়ের দুই,তিন দশক পরেও নাগরিকত্ব প্রমাণের তাগিদে অসুস্থ, অক্ষম শরীর নিয়ে শুনানির লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে তাঁদের। ফলে এটা স্পষ্ট যে বর্ণদ্বন্দ্বজনিত সামাজিক ঘৃণা, অবজ্ঞা, হিংসা শহুরে পশ্চিমবঙ্গেরও প্রাত্যহিক জীবনের নির্মম সত্য। এখানকার সমাজচিত্তে জাতিবৈষম্য সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন আকারে লুকিয়ে থাকে। যারা সয় তারাও বাড়তি তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার ও অবমাননার যন্ত্রণা সইতে চায় না বলেই তাদের নীরবতায় এই রূঢ় বাস্তব কখনও-ই প্রকট হয়ে ওঠেনি। আর তাঁদের কথা শোনার জন্য সংবেদনশীল ‘কান পেতে’ও কেউ রয়েছে, এমনটাও নয়।